যুদ্ধ।

একি ঘোর খেলা ? বিষম ব্যসন !
একি অভিনয় ? ভীষণ দর্শন।
কেন পরস্পরে হানাহানি করে ?
মানুষ মানুষে করে কি ভক্ষণ ?
এ কিরূপ কীর্ত্তি ? কিরূপ প্রবৃত্তি ?
কোন্ নীতি-পোষা হেন পশুবৃত্তি ?
মরিবার তরে কেন যত্ন করে ?
কেন হেন সাধ ? আশায় নিবৃত্তি ?
কোন্ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া
কেন নাচে ? কোন্ নেশায় মাতিয়া ?
কি মহা কুহক ? জলন্ত পাবক
জেনে শুনে জেন মরে ঝাঁপ দিয়া ?
কে দিল হৃদয়ে ঢালিয়া তাড়িত ?
তাই কি নাচিছে অঙ্গ পুলকিত !
কিম্বা দেহ-চ্যুত স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুত,
বিকীর্ণ হইয়া পড়ে চতুর্ভিত ? ৪
রণরঙ্গে মত্ত রুধিরাক্ত দেহ,
কার জন্য যুঝে, বুঝে কি তা কেহ ?
কার দায়ে দায় ! কার হিংসাচার ?
কা'র লোভে ভোলে কায়া, জায়া
স্নেহ ?
একে দেয় প্রাণ, আরে পায় মান,
একের বিজয়ে আরের বাখান,
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া,
পরিতোষ বোধ উদরে পূরিয়া !
নাহি ছুঁই পাণি. ধরে মাছ আনি !
রণজয়ী বীর আদেশ চালিয়া ! ৭
ক-জন সামান্য সৈনিকের সনে,
দেশহিত তরে যোঝে প্রাণপণে ?
পর রাজ্য ধন করিতে হরণ,
সদত প্রবৃত্ত রণে লোভিগণ। ৮
মরুক না কেন রাজায় রাজায়,
"উলু খাকড়ায়" কেন প্রাণ যায় ?
বৃথা অর্থ আশে, কেন প্রাণ নাশে
হ'তেছে উদ্যত ? এ কি ব্যবসায় ? ৯
নাহি কি নদীতে—জলাশয়ে জল ?
বনে নাহি ফল ? দেহে নাহি বল ?
তবে কেন হেন দুর্ব্যসন, বল ? ১০

মহাভারতের গল্প।

(শাণ্ডিলীর কথা)।

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শরশয্যাগত পিতামহ ভীষ্মের নিকট সতীধর্ম্ম শুনিতে চাহিলে, মুমূর্ষু পিতামহ ভক্তিমান্ পৌত্রের নিকট এই গল্পটী করিয়াছিলেন ;—

সুমনা নামে কোনও মহিলা পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তিনি অ[...] লোকে গিয়া দেখিলেন শাণ্ডিলী [...] এক নারী স্বর্গের অত্যুচ্চ পদ অ[...] করিয়াছেন। শাণ্ডিলী জ্যোতির্ম্ময় [...] পরিধানপূর্ব্বক অলস্ত দেবযানে [...]

করিয়া স্বকীয় পুণ্যতেজে দেবলোককে দ্বিগুণ আলোকিত করিয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। সুমনা তাঁহার তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যে! আপনি কি পুণ্য করিয়া এ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন? আপনি মর্ত্ত্যলোকে কি তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাই সুরলোকে এ সম্পদ ভোগ করিতেছেন? আপনার এ অসামান্য পদ কখনও সামান্য পুণ্যের ফল নহে।"

সুমনার কথায় শাণ্ডিলী মৃদুমধুর হাস্যে উত্তর করিলেন,—"ভগিনি! আমি মর্ত্ত্য-লোকে যে ব্রত পালন করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে রক্ত বস্ত্রও পরিধান করিতে হয় নাই, অথবা বল্কলও ধারণ করিতে হয় নাই। আমি মস্তকও মুণ্ডন করি নাই, জটাও বন্ধন করি নাই, তীর্থে তীর্থেও ভ্রমণ করি নাই, উপবাসেও শরীর শুষ্ক করি নাই। আমি গৃহাশ্রমে কয়েকটী অতি সহজ নিয়ম পালন করিয়াই এ অচিন্তনীয় বিভব লাভ করিয়াছি। স্বামীকে কদাচ অহিতকর বা অপ্রিয় কথা কহি নাই। আমি সমাহিতচিত্তে দেবতা, অতিথি, পিতৃলোক সাধুগণের পূজা করিয়াছি। পরম ভক্তিভাবে শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজনের সেবা করিয়াছি, পরিজন ও [illegible]দের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছি। কখনও শঠতা করিব না, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। কদাচ বৃথা কথায় কালক্ষেপ করি নাই। আহার্য্য শোভার অভিলাষ করি নাই। অযথাস্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হই নাই। গোপনে বা প্রকাশ্যে কুৎসিত কার্য্যে কদাচ আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। কখনও নির্লজ্জভাবে হাস্য পরিহাস করি নাই। আমার স্বামী স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, আমি তৎক্ষণাৎ অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া তাঁহাকে পবিত্র আসনে বসাইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতাম। স্বামী যে যে দ্রব্য অভিলাষ করিতেন না, যে ভক্ষ্য ভোজ্য পানীয় ভাল বাসিতেন না, আমিও সে সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই আমি গৃহকর্ম্মে স্বয়ং নিযুক্ত হইতাম এবং পরিজনগণকেও যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতাম। পতি কোনও কার্য্যানুরোধে বিদেশে যাইলে, আমি তদীয় মঙ্গলার্থে বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম, এবং সর্ব্বদা সংযত ভাবে ও সাবধানে তদীয় প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতাম। পতির অনুপস্থিতিকালে গন্ধ মাল্য অনুলেপন বেশভূষা প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থ স্পর্শও করিতাম না। আমি প্রাণান্তেও পতির সুনিদ্রা ভঙ্গ করিতাম না। কদাচ তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দিতাম না। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শান্তির প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতাম। গোপনীয় বিষয় কদাপি

প্রকাশ করিতাম না। গৃহ ও গৃহসামগ্রী সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখিতাম।"

"যে নারী ভক্তিভাবে এই সকল নিয়ম পালন করেন, তিনি শাণ্ডিলীর ন্যায় দিব্যলোকে পূজিত হন।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

নূতন সংবাদ।

১। শ্রাবণের জলধারার সহিত ইংলণ্ড ও ভারতবাসীর অশ্রুজল একত্র মিশিয়া মেদিনীকে অভিষিক্ত করিতেছে। কি শোচনীয় সংবাদ, ভারতেশ্বরীর মধ্যমপুত্র আলফ্রেড আর্ণেষ্ট আলবার্ট—যিনি ইংলণ্ডীয় রাজবংশের প্রথম প্রতিনিধিরূপে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং সাক্সকোবর্গ গথায় রাজপদ পাইয়া অনেক সদ্গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন! জগদীশ পরলোক-গত আত্মাকে সুখী এবং মহারাণী ভিক্টো-রিয়ার শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করুন।

২। গৌরী মাই নাম্নী এক বঙ্গনারী হিন্দু বিধবাদের জন্য একটী আশ্রম স্থাপনোদ্দেশে চাণকের নিকট ভূমি ক্রয় করিয়াছেন, শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

৩। এক দুর্বৃত্ত ইটালীর রাজা হম্বার্টকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। পারস্যের সাহও না কি ঘাতুকের হস্তে মারা যাইতে যাইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ইউরোপে এক ষড়্‌যন্ত্রকারী দল হইয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে 'রাজা' থাকিতে দিবে না।

৪। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব সার মঙ্গল-দাস নাথু ভাইয়ের প্রদত্ত ৩া লক্ষ টাকা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদে ৭টী ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রেরা ৩ বৎসর কাল ইংলণ্ডে থাকিয়া শিল্প শিক্ষা করিতে পারিবেন।

৫। চিনসমরে ইংলণ্ডের সাহায্যার্থ গোয়ালিয়ারের মহারাজা ২০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন কোন রাজা এজন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব দানেও প্রস্তুত। ধন্য রাজভক্তি।

৬। নেপল্‌সের রাজকুমার ৩য় বিক্টর ইমানুয়েল উপাধি ধারণপূর্ব্বক ইটালীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

৭। পাবনার বিখ্যাত দস্যু মোহর খাঁ ২৬টী অনুচর সহ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

৮। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু গবর্ণ-মেণ্টের ব্যয়ে পারিস প্রদর্শনীতে বৈজ্ঞা-নিক ক্রিয়া প্রদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। তাঁহার গুণবতী সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছেন।

৯। রামপুরের নবাব আলিগড় কলেজে ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১০। বিজনীর রাণী কবিবর হেম-চন্দ্রের জন্য ২০ টাকার মাসিক বৃত্তি দান করিয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

১১। বরদার গুইকুমার মহারাণী বিক্‌টোরিয়ার উইণ্ডসর প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়া অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

১২। রাজপ্রতিনিধি গত ৩০এ জুলাই সিমলা ছাড়িয়া আমেদাবাদের দুর্ভিক্ষ-ক্ষেত্র সকল দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়াছেন।

১৩। রুসীয় রাজ্যস্থাপনের ২০০ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বর্ত্তমান রুসীয় সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর পুনর্ব্বার রাজ্যাভিষেক হইবে, তদুপলক্ষে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ কনিংসবরীতে আমন্ত্রিত হইবেন।

বামারচনা।

প্লেগ।

প্লেগ প্লেগ করি সবে করে কোলাহল।
কি রোগেতে ঘেরিয়াছে এই ধরাতল!
পঞ্চ বর্ষ হল গত এসেছে ভারতে,
এত কাণ্ড হইতেছে চায় না যাইতে।
এত ঔষধেতে তবু যেতে নাহি চায়,
যেন সে আপন বশে বসেছে বাসায়।
কেহ ডাকে মাতা পিতা কেহ ডাকে ভাই,
কেহ বা লইয়া মরে সবংশ সবাই।
বৃদ্ধমাতা ফেলি দেখ পুত্র চলি যায়,
দুগ্ধপোষ্য শিশু রাখি জননী পলায়।
চারি দিকে উঠিয়াছে হাহাকার ধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনিলে হয় আকুল পরাণি।
রেলেতে নাহিক আর বসিবার স্থান,
সকলে স্ত্রী পুত্র লয়ে করিছে প্রস্থান।
এ রোগের শান্তি কর হে লাট কুর্জ্জন,
তাড়াও তাড়াও প্রভু এ রোগ দুর্জ্জন।
মানব! বিপদে তুমি হয়ে নিগমন,
ক্ষুদ্র মানবের কেন লইছ শরণ?
সংসারে এমন বন্ধু আছে কোন্ জন,
যে জন করিতে পারে বিপদ ভঞ্জন?
জগন্ময় জগদীশে করহে আশ্রয়,
যাঁর নাম স্মরিলেই যায় সর্ব্বভয়।
নিয়ত প্রার্থনা করি ঈশ্বর-চরণে,
রক্ষা কর দয়াময় আত্ম বন্ধু জনে।
রক্ষা কর হৃষিকেশ ভ্রাতা ভগ্নীগণে,
রক্ষা কর দয়াময় মম পুত্র ধনে।
রক্ষা কর পরমেশ ভগিনী দুজনে,
রক্ষা কর দয়াময় প্রকাশ ভূষণে?
আমি হে অবোধ নারী যুড়ি দুই কর,
ভক্তিভরে ডাকি কৃপা কর হে ঈশ্বর।
জগদীশ তব পদে রাখ মম মতি।
বার বার ওচরণে করি আমি নতি॥

শ্রীমতী সুহাসিনী দাসী।
বর্দ্ধমান।

মণি।

মরীচিকা-ভ্রান্ত এ মরু প্রান্তরে,
জন-প্রাণিহীন ভীষণ কান্তারে ;
ঘোর দাবানলে
দহে হৃদি বন !
কোথায় লুকা'লে ফেলি অকাতরে,
নয়নের মণি ! অভাগী মায়েরে ? ১

জীবন উদ্যানে সৌন্দর্য্যের সার,
ফুটেছিলি ফুল তুই সুকুমার !
হায়, কালাসুর,—
নির্ম্মম, নিঠুর !
হৃদয় কানন করিয়া আঁধার,
ছিঁড়ে নিল ফুল, রেখে হাহাকার ! ২

জগতের পানে দেখেছি চাহিয়া,
সেই চন্দ্র, তারা, রয়েছে জাগিয়া।
সেই দিননাথ
করে রশ্মিপাত ;
সেই নভস্তলে হাসিয়া হাসিয়া,—
নব ঘনরাজি চলেছে নাচিয়া ! ৩

প্রশান্ত,—গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল,
সুধীর,—সুস্নিগ্ধ অনিল হিল্লোল ;
হরিতিমাময়,
বনস্পতিচয়,
সকলি ত আছে। নাই কি কেবল
মণিটী আমার—তনু-সুকোমল ? ৪

কেন দহে প্রাণ তুঁষের আগুনে ?
একি কর্ম্মফল ? বুঝিব কেমনে ?
বিশ্ব-নিয়ন্তার
এ কি সুবিচার ?
নিয়তির গতি, বিধির বিধানে
আছে কি শকতি, বুঝে নরগণে ? ৫

আর—
বিতরে না আলো নক্ষত্র, তপন !
পশে না হৃদয়ে সুধাংশু-কিরণ !
আঁধারে আবৃত
মণি-বিরহিত
সমান আমার জীবন, মরণ।
কোথা বৎস ! তুমি, স্মর জননীরে,
যে পথে গিয়াছ, ডেকে নেও মোরে।
মাতা পুত্রে মিলি,
করি কোলাকুলি !
মিলনের আলো, বিচ্ছেদ তিমিরে
জেলে দাও ত্বরা, হেরি প্রাণ ভ'রে ! ৭

এ' জীবনে ফিরে ওরে বাছাধন !
পাব না কি হায় ! তোর দরশন ?
ও ক্ষুদ্র পরাণ,
এত অভিমান
পারে যে করিতে, বুঝিনি কখন্ !
হেরিব কি আর ওই চন্দ্রানন ?

মন্দাকিনী-স্নাত পুণ্য দেবভূমি,
সাদরে তোমার কোলে নেছে চুমি' !
শান্তি, পবিত্রতা,
চির-নীরোগতা,
লভি' অমরতা, আছ সুখে তুমি।
অভাগী মা হেথা কেঁদে মরি আমি !৯

নীলোৎপল দু'টী নয়ন উজ্জ্বল,
রাঙ্গা দু'টী ঠোঁট পাকা বিম্বফল ;

ক্ষীণ বাহু লতা,
আধ ফুট কথা,
হেম কান্তি-আভা, হাসিটি সরল,
ভুলিব কেমনে, বল্ বাছা, বল্ ? ১০
রোগ-যাতনায় সেই কাতরতা !
প্রফুল্ল আননে, অহো, মলিনতা !
সহে না যে আর,
উহহু ! আমার
ফেটে গেল বুক, ভেঙ্গে গেল হাড় !
আয় বাছা, কোলে আয় একবার !১১

গেছ যদি তবে—
থাক বাছা, সুখে থাক চিরকাল,—
দিবা কিবা নিশা, সকাল, বিকাল।
প্রেমময়ী মা'র
প্রেমের উরসে
বিরাজো আনন্দে ! ছোঁবে নাক কাল।
কল্যাণ করুন (তব) সর্ব্ব দিক্‌পাল !১২

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ।

তৃষিতের প্রার্থনা।

তৃষিত হৃদয় মোর ! রবি অস্ত যায়—
সায়াহ্নে পশ্চিমাকাশে—বিচিত্র কিরণ।
বকুলের শাখে বসি পাখী গান গায়,
চারি দিকে বহে শান্ত স্নিগ্ধ সমীরণ। ১
ধরণীর মধুশোভা করিতেছি পান,
সহসা—নবীন মেঘে ছাইল গগন,
এ হেন সৌন্দর্য্যে মোর মুগ্ধ দুনয়ন,
মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ ধরা—ডুবিল তপন। ২
চেয়ে আছি অনিমেষে চাঁদিমার পানে,
কল্পনা আবেশে দূরে ভেসে যায় প্রাণ।
মাঝি গান গেয়ে যায় আপনার মনে,
দূর—দূরান্তরে হৃদি করিছে প্রয়াণ। ৩
নিমেষে শতেক চিন্তা উদিল হৃদয়ে,
শৈশবের স্মৃতি কেন অশ্রু হয়ে আসে !
প্রদীপ যেমতি নিভে মৃদু সন্ধ্যাবায়ে,
তেমতি নিভিল চিন্তা তোমার পরশে। ৪
ওহে দেব ! জীবনের অনন্ত আশ্রয়,
চিরদিন জেগে থাক মোর এ পরাণে।
তোমার প্রশান্ত মূর্ত্তি—আঁকিয়া
হৃদয়ে—
তোমাতেই ডুবে থাকি জীবনে মরণে ॥

শ্রীসুকুমারী দাস।

আকাশের তারা।

প্রতিদিন নিশাকালে
সুদূর গগনকোলে
তোমরা কে দেখা দাও
বলনা গো বলনা।
নিরজনে ভাবি মনে
এতদূর কি কারণে
কি দুঃখে সংসার ছেড়ে
চলে গেছ—জানিনা ॥ ১

যখন শৈশবকালে
মা আমায় ল'য়ে কোলে
দেখাতো তোদের পানে
কত কথা ভেবেছি।

ভাবিতাম সুরবালা-
করে, তোরা দীপমালা,
বরণ করিতে সন্ধ্যা
জেলেছে গো বুঝেছি॥ ২

সে সুখ আমার হায়!
ক্ষণিক চপলা প্রায়
ফুরাল তখনি, তবে
ফিরে আর এলোনা।
শৈশবে আমায় ফে'লে
মা মোর স্বরগে গে'লে,
হৃদয়ে দুঃখের রেখা
আর মুছে গেলো না॥ ৩

তখন যদ্যপি ভুলে
কাঁদিয়াছি 'মা মা' ব'লে,
অনেকে আদর ক'রে
কোলে তুলে নাচাত।
দেখায়ে তোদের পানে
আশ্বাসি সরল প্রাণে
'মা আছে তোদের মাঝে'
ব'লে হায় ভুলাত॥ ৪

সরল শৈশব প্রাণে
সেই কথা সত্য জ্ঞানে
সায়াহ্ন গগন পানে
কত বার চেয়েছি।
সমস্ত জগৎ ভুলে
দিবসের খেলা ফেলে
বাছিয়া উজ্জলটীকে
মা মা ব'লে ডেকেছি। ৫

ভাবিতাম ক্ষুদ্র মনে
আকাশের তারাগণে,
পৃথিবীর মা রা ম'রে
আকাশেতে উঠেছে।
সমস্ত দিনের পরে
ছেলেগুলি দেখিবারে
লুকায়ে স্বরগ হ'তে
বারে বারে চাহিছে॥ ৬

কিন্তু,

সুখের অজ্ঞান হায়!
চিরকাল নাহি রয়,
তাইতে জিজ্ঞাসা করি
কে তোমরা ললনা?
ঘৃণিত মানব হ'তে
কেন এত দূর পথে
ঘৃণায় লজ্জায় নাকি
স'রে গেছ বল না॥ ৭

চঞ্চলা বিজলী যথা
ছড়ায়ে কটাক্ষ ছটা
ঠমকে চলিয়া পড়ে
জলদের গায় লো।
গরবে মাতান প্রাণ
সে চাহনি বিষবাণ
সে রূপের ছটা হায়!
তোদের তো নাই লো॥ ৮

লজ্জায় শঙ্কিতা হ'য়ে
মিটি মিটি আলো ল'য়ে
দরিদ্র রমণী মত
একধারে আছ লো।

তোদের সামান্য ধন
আলোটুকু বিতরণ
করিতে কাতরা কভু
তাও নাহি হও লো ॥৯

আমাদের ধনী যারা
নিজ সুখে মাতোয়ারা,
ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র প্রতি
ভুলে ফিরে চাহে না।

বিলাসে উন্মত্তচিত,
স্বীয় স্বার্থে সদা রত,
তোদের নিষ্কাম ধর্ম্ম
স্বপনেও জানে না ॥১০

এই সব দেখে শুনে
গেছ কি লো নিরজনে?
স্বার্থের বাতাস বল
কেন গায়ে লাগিবে?

দূরে আছ সুখে থাক
পৃথিবীতে এসো নাকো,
কি জানি কখন বল
কি বিপদে পড়িবে ॥১১

হয় ত বিলাসি-মনে
হবে আশা অকারণে,
তোদের লইয়া মালা
সুচিকণ গাঁথিতে।

প্রথমে পরিয়া গলে
তার পরে পদতলে
দলিতে সঙ্কোচ তারা
না ভাবিবে মনেতে ॥১২

দেখেছি কুসুমদলে
তারাই ত আনে তুলে
আদরে সোহাগ করে
খেলা করে যতনে।

যামিনী প্রভাতা হ'লে
ম্লানমুখী ফুল দলে
তারাই ছুড়িয়া ফেলে
নাহি দেখে নয়নে ॥১৩

সরল বালিকা-প্রাণে
ভুলায়ে প্রণয় ভাণে
দেখেছি মানব-পশু
ডুবায়েছে নিরয়ে।

নিরীহ কাতর চিতে
অকারণে দুঃখ দিতে
কখন তাদের হায়!
লাগে না কো হৃদয়ে ॥১৪

তাই বলি ভাল বুঝে
গেছ লো গগনমাঝে,
কিন্তু জলদের পাশে
লুকাইয়া থেকো না।

দূরে থেকে নরগণে
শিখাও কঠিন মনে
পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম
তোমাদের করুণা ॥১৬

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

শিশুর জন্মোপলক্ষে ।

নীরব রজনী, ঘুমাছে ধরণী
মাখিয়া চাঁদের বিমল কর ।
মৃদু মৃদু মৃদু ধীর সমীরণে
ধীরে ধীরে দোলে বিটপি-কর ॥১

জগৎ নীরব—নাহি সাড়া রব,
শুধু নীলাম্বরে মধুর চাঁদ ;
মাখামাখি হয়ে, জ্যোছনা কিরণে
পেতেছে মরি রে মোহন ফাঁদ ॥২

(সেই) নীরব নিশিতে, নীরব গৃহেতে
ধীরে ধীরে খুলে সুধার খনি,
চাঁদের ভিতরে চাঁদপানা হ'য়ে
বসেছিলে বুঝি হৃদয়-মণি !৩

চুপি চুপি চুপি জ্যোছনা মাখিয়ে
জ্যোছনা ছড়ায়ে, আঁধার প্রাণে,
অম্বর-নিবাসী দূর চাঁদ হ'তে
নেমে এলে চাঁদ-কিরণ সনে ॥৪

সাধের ভবনে, উজলি কিরণে,
উজলি সবার হৃদয় মন,
উভা উভা স্বরে মাখিয়ে মধুরে
কোথা হ'তে এলে অমিয় ধন ?৫

এস এস চাঁদ, এস সুধামাখা,
এস এস ধন সাধের ঘরে ,
তোমার আলোকে কত শোভা মরি !
কোথা শশধর গগন পরে ?৬

ও চাঁদে তো শুধু প্রকৃতি হাসায়
হাসে জল স্থল বাহিরময়,
তোমার কিরণে হৃদয়ে পরাণে
মধুর সুখের লহরী বয় ।৭

এস রে পরাণে নূতন মানব
নূতনতা মাখা মু'খানি নিয়ে,
দেখি চাঁদ মুখ পরি তব ফাঁসি,
কি জানি কিসের শিকলি দিয়ে ॥৮

কি জানি কি মাখা, কোথা হ'তে শেখা
আসিয়াছ শিখে মধুর সুর ।
বায়েকের তরে, পশিয়ে অন্তরে
করেছে প্রাণের আঁধার দূর ॥৯

এস খোকামণি, আঁধারের মণি,
কর আলোকিত সুখের ধরা,
শুভ জন্ম দিনে কি দিব তোমারে
আছে শুধু প্রাণ, আশীষ-ভরা ।১০

সেই প্রীতি-মাখা স্নেহময় প্রাণ
আর ভালবাসা, হৃদয়-মাখা,
তোর ও মধুর হৃদয় খানিতে
তাই দিনু ঢালি, লওরে খোকা ॥১১

শ্রীমতী নলিনী বালা দেবী ।

সাগরকূলে ।

গভীর নীলিমাময় বাহু প্রসারিয়া
বিস্তৃত প্রশান্তকায়,
অনন্ত আকাশ প্রায়,
রহিয়াছ হে জলধি ! দিগন্ত ব্যা
প্রসারি বিশাল-দৃষ্টি ক
কতই অমূল্য নি

ধর তুমি নীলকায়,
প্রলুব্ধ মানব তায়,
উত্তোলিতে ডুব দেয় অগাধ সলিলে।
এ হেন রতন বিনা রতন কি
মিলে? ২

যবে আসি হে বারিধি! তব উপকূলে,
হৃদয়ের অন্তস্তলে,
অনন্ত লহরী খেলে,
উচ্ছ্বাসে আকুল হয় পরাণ আমার,
কেন গো উথলে সিন্ধু শোক পারাবার?

বহুদিন হারায়েছি হৃদয়-রতন!
তুমি কি লুকায়ে তারে,
কাঁদাইছ অবলারে,
বল সিন্ধু! করযোড়ে এ মিনতি পায়,
রত্নের-ভাণ্ডার তুমি শুধাই তোমায়!৪

দিবা নিশি গলদশ্রু বসনে মুছিয়া,
করিয়াছি অন্বেষণ,
পর্ব্বত, নগর, বন,
তবু সে সাধের ধন না পাই খুঁজিয়া!
তুমি কি রেখেছ তারে কোলে লুকাইয়া?

এক দিন—দুই দিন—তিন দিন করি,
দিন আসে দিন যায়,
কেহ না ফিরিয়া চায়,
কেহ নাহি স্নেহ ভরে নয়ন-আসার
তেমনি করিয়া সিন্ধু! মুছায় আমার!৬

সুধায়েছি নিশাকালে ফুল্ল-শশধরে,—
তুমি কি দেখেছ শশি!
যার তরে দিবা নিশি
শত অশ্রুধারে বুক ভাসিছে আমার?"
অমনি ঢেকেছে চাঁদ বদন তাহার!!৭

শুধায়েছি তটিনীরে কাতর-বচনে,—
"তুমি কি গো স্রোতস্বতি!
লুকায়েছ সে মুরতি?"
ধরিয়া বিষাদ-ছবি উত্তরে তখন—
"দেখি নাই তোমার সে হৃদয় রতন!!"৮

বৃক্ষপরে শারী শুকে করি সম্ভাষণ,
কতই কাতর স্বরে,
শুধায়েছি বারে বারে,—
"দেখেছ কি অভিমানী সেই প্রাণেশ্বর?"
"না—না" ব'লে অধোমুখে দিয়াছে
উত্তর!! ৯

একে একে শুধায়েছি বায়ু, তরু, লতা,
কেহ না কহিতে পারে,
হরিয়াছে কোন্ চোরে,
সাধের রতন মোর হৃদয়ের নিধি,
তাই তব উপকূলে এসেছি বারিধি!১০

এইরূপে হে জলধি! দিবা বিভাবরী,
করিয়াছি অন্বেষণ,
আমার সে হারাধন,
কহিয়াছি জনে জনে ব্যথা মরমের,
কেহ নাহি মুছায়েছে অশ্রু নয়নের॥১১

তাই আজ সন্ধ্যাকালে তব উপকূলে,
আসিয়াছি হে বারিধি!
কোথা সে হৃদয়-নিধি,
ব'লে দাও তুমি মোরে রত্নের ভাণ্ডার,
কোথায় সে প্রাণ-হরা রতন আমার?১২

শ্রী—স—

...নের বামাবোধিনী একত্র মুদ্রিত হইয়া শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বা,-বো, স।

No. 428-29. September, October, 1900.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৮ বর্ষ। ৪২৮-২৯ সংখ্যা। { ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০৭; সেপ্ট ও অক্টো, ১৯০০ } ৭ম কল্প। ১ম ভাগ।

বামাবোধিনীর অষ্টাত্রিংশ জন্মোৎসব।

১

ভাস্কর কর্কট ছাড়ি বসি সিংহ'পর
দহিবারে দিক্ দশ্ উদিল আকাশে;
ঘন কাদম্বিনী আসি ছাইল অম্বর,
শীতল ধরণীতল জলস্রোতে ভাসে!

২

চাষার আশার ক্ষেত্র হইল উর্ব্বর,
হাসে বন উপবন প্রফুল্লতাময়;
জলে ভরা কানে কান নদী সরোবর,
একাকার জল স্থল না হয় নির্ণয়।

৩

নিশায় শরৎ-চাঁদ নির্ম্মল গগনে
সোণার কিরণে দিক্ করি উজলিত,
স্বরগের দ্বার খুলি মরত ভুবনে,
মানব নয়ন মন করে বিমোহিত।

৪

হেন কালে বামাদের কল্যাণ উদ্দেশে
পাঠালেন বিশ্বপিতা এ "বামাবোধিনী"
দীন হীন পরাধীন বাঙ্গালীর দেশে,
অরণ্য মাঝারে একা যেন উদাসীনী।

৫

ইষ্ট নাম কণ্ঠে লয়ে ইষ্ট করি ধ্যান,
অবলার বন্ধু নিজে দরিদ্র দুর্ব্বল,
সাধিবারে ইষ্টমন্ত্র দিল ক্ষুদ্র প্রাণ,
বিভু-পদ একমাত্র করিয়া সম্বল।

৬

বিধাতার কৃপাবলে বিঘ্নবাধাচয়
পর্ব্বত প্রমাণ সব ঠেলিয়া সুদূরে
পশিলা একাকী বালা অটল নির্ভ[illegible]
অজ্ঞান আঁধার-পূর্ণ কত অন্তঃপু[illegible]

৭

রাজার প্রাসাদ আর দীনের কুটীরে,
শহরে নগরে গ্রামে ক্ষুদ্র লোকালয়ে ;
সর্ব্বত্র বিধির আজ্ঞা লয়ে নিজ শিরে,
উদ্দীপিতে জ্ঞান-জ্যোতি রমণী-হৃদয়ে।

৮

আজি শুভ জন্মদিনে নমি বিধাতায়
যে যেখানে আছ এস ভাইভগ্নীগণ,
ভক্তিভরে প্রেমাঞ্জলি সঁপি তাঁর পায়,
শত কণ্ঠে তাঁর জয় করি সংকীর্ত্তন।

৯

ধন্য দেব ! অনিত্যের মাঝে নিত্য ধন,
অন্ধকার মাঝে তুমি জ্যোতি সমুজ্জ্বল,
মৃত্যুর মাঝারে তুমি অমৃত-সদন,
দুর্ব্বলতা মাঝে তুমি স্বরগের বল।

১০

কে শোধিবে অপার তোমার কৃপাঋণ ?
অগতির গতি তুমি, অনাথের নাথ,
জনম দিয়াছ—বাঁচায়েছ এত দিন,
সহায় হইয়া পুনঃ থাক সাথে সাথ।

ঈশ্বর-কৃপায় বামাবোধিনী ৩৭ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩৮ বর্ষে পদার্পণ করিল। আজি ইহার শুভ জন্মদিনে বহুদিনের পর আমরা ইহার জন্মস্থানে বসিয়া ঈশ্বর-চরণে ভক্তি উপহার প্রদান করিয়া এবং ইহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ে পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। কলিকাতা মৃজাপুরের হলওয়েল্‌স লেন ২নং ভবনে প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে ১২৭০ সালে ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর জন্ম হয়। কালের বিবর্ত্তনে যন্ত্র আর সেখানে নাই, তাহার অধিকারী বহুদিন লোকান্তরিত হইয়াছেন! বামাবোধিনী এই সপ্তত্রিংশ বৎসরের মধ্যে আরও কত মুদ্রাযন্ত্র ও তাহাদের স্বত্বাধিকারীদিগের আশ্রয়ে তাহাদের স্নেহ ভোগ করিয়াছেন ! ইহার পরিপোষক, পরিচালক, পরিচারক, লেখক লেখিকা, উৎসাহদাতা ও উৎসাহদাত্রী কত আসিয়াছেন গিয়াছেন—কতজন চিরদিনের জন্য ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন ! এই ঘটনা চক্রের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পত্রিকার প্রাণ কিরূপে রক্ষা পাইতেছে এবং ইহার আশা ও উৎসাহ ভগ্ন না হইয়া কিরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে এই সকল চিন্তা স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হইতেছে এবং সকল প্রশ্নের এক সদুত্তর দিতেছে—"বিধাতার কৃপাই জীবনের মূলে এবং সেই বিধাতার কৃপাই অশেষবিধ উপায়ে জীবনের অভাব পূরণ ও প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে।" আজি আমরা বিশ্বাসচক্ষে সেই বিধাতার কৃপা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই জয় ঘোষণা করিতেছি এবং যে সকল আধার দিয়া এই কৃপাস্রোত বহিয়া বামাবোধিনীর জীবন রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। এ জগতের কিছুই চিরদিনের জন্য নয় ; আমরা আজি এ পৃথিবীতে আছি, কখন এখান হইতে চলিয়া যাইব, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই ; বামাবোধিনীর জীবনেরও একদিন অবসান হইবে। তবে আমাদের আশা—আমরা চলিয়া গেলেও বামা-

বোধিনী জীবিত থাকিবে এবং ঈশ্বরের মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে। আমাদের যত দুর সাধ্য, যাহাতে বামাবোধিনী স্থায়িনী হয়, আমরা তাহার সুব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিব। বামাবোধিনীর হিতৈষী বন্ধুগণও এ কার্য্যে কি আমাদের সহায় হইবেন না? জীবনদাতা, জীবনের প্রতিপালক ও চিরসহায় পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা, তিনি তাঁর মঙ্গল ইচ্ছায় যতদিন বামাবোধিনীর জীবন রক্ষা করেন, ততদিন তাঁর মঙ্গল কার্য্য সাধনে ইহাকে দৃঢ়ব্রত ও উৎসাহযুক্ত করিয়া রাখুন এবং ইহাদ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করাইয়া লউন। ক্ষুদ্র বামাবোধিনী দ্বারা যদি জগতের কোনও হিত সাধন হইয়া থাকে, তাহা তাঁহারই প্রসাদে হইয়াছে এবং পরে যদি কিছু হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা তাঁহারই প্রসাদে হইবে।

বামাবোধিনীর দ্বারা যে কিছু সামান্য কার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দকর একটী—আজি ঈশ্বরের নামে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি এবং তাহা এ দেশে স্ত্রীলেখিকাদিগের অভ্যুদয়। কি পদ্য, কি গদ্য—উভয়েতেই বঙ্গরমণীগণ বিশেষ পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন এবং এখন আর উৎসাহ দিবার জন্য নয়, কিন্তু বিশেষ গর্ব্বের সহিত আমরা তাঁহাদের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকি। বামাবোধিনীতে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা আমরা বিশেষ গৌরবের বিষয় মনে করিতেছি এবং আশানেত্রে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যে দিন মহিলারা ইহার সম্পাদন ও পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অবসর দান করিবেন। স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, এতদিনে এরূপ কয়েকটী রমণীর অভ্যুদয়-দর্শনের আশা কি আমাদিগের পক্ষে দুরাশা?

পরিশেষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা—হে পরম দেব! বামাবোধিনীর জন্মদিনে আজি ইহার মস্তকে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর এবং ইহার গ্রাহক গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা ও পরিচারক পরিচারিকা প্রভৃতি সকলকে আশীর্ব্বাদ কর যেন সকলে বিশ্বাসী হইয়া তোমার দয়ায় সাম্প্রদান করেন এবং এদেশের নারীগণের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে সমর্থ হন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সাধু দৃষ্টান্ত—কলিকাতার সদাশয়া শ্রীমতী সুবালা আচার্য্যের দানের কথা সঞ্জীবনীতে পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। আজমীরের দুর্ভিক্ষ

পীড়িত এক একটি পরিবার ১০ টাকা পাইলে বাঁচিয়া যায়, এই সংবাদ পাইয়া ইনি মাসিক ১০০ টাকা দিয়া ১০টী পরিবারের ভার গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহাঁর অর্থকোষ অপেক্ষা হৃদয় প্রশস্ত। জগদীশ্বর এরূপ দাতার ধন বৃদ্ধি করুন।

ধন্য স্বাধীনতা-প্রিয়তা—বুয়রবন্দিগণ সিংহলে আসিয়াও স্বদেশের জয়-সঙ্গীত গাহিতেছে এবং "জয় ক্রুগারের জয়, জয় উস পলের জয়" মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে।

সঙ্গীত পরীক্ষা—গত জুন মাসে লণ্ডন ট্রিনিটি কলেজের একটি সঙ্গীত পরীক্ষা কলিকাতায় হয়, তাহাতে ইংরেজ ও বাঙ্গালি বালিকারা পরীক্ষিত হন। এই পরীক্ষায় কুমারী যি ঘোষ পূর্ণ সংখ্যা ১০০ পাইয়া সকলের শীর্ষস্থানীয়া হইয়াছেন। কুমারী বি গুপ্ত ৯৬ ও কুমারী ডি ঘোষ ৯৩ সংখ্যা পাইয়াছেন।

অদ্ভুত বিবাহ—মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাচিঙ্গাম-পেট নামক স্থানে ব্রাহ্মণ জাতি মধ্যে এক বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কন্যার বয়স এক বৎসর মাত্র। বঙ্গদেশে যে বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে 'পেটে পেটে' সম্বন্ধ হয়, ইহারা তাঁহাদেরই গোষ্ঠী, সন্দেহ নাই।

ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল—গত ১১ই আগষ্ট দিল্লীর অধিবেশনে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা প্রারম্ভিক বক্তৃতা করেন, তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা, সমাজ সংস্কার এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্য দানের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পার্লেমেণ্ট বন্দ—পার্লেমেণ্টের কার্য্য কিছুদিন স্থগিত রাখা হইয়াছে। মহারাণীর বক্তৃতায় ভারত দুর্ভিক্ষের বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের এবং আমেরিকার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সদ্ভাব আছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে, এজন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

শিল্প যন্ত্রের উন্নতি—দিন দিন শিল্প-যন্ত্রের আশ্চর্য্য উন্নতি সংসাধিত হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ আলপিন নির্ম্মাণের কৌশল প্রদর্শিত হইতেছে। শত বৎসর পূর্ব্বে দশজন লোক প্রতিদিন ৪৮,০০০ আলপিন নির্ম্মাণ করিত; তখন ইহাই অদ্ভুত কাণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু এখন তিনজন লোক প্রতিদিন ৭৫,০০,০০০ আলপিন প্রস্তুত করিতেছে।

লেবুর রস—অনেকেই হয় ত অবগত নহেন যে, লেবুর রস—পাতি কিম্বা কাগজি—ওলাউঠার বীজনাশক। দু[illegible]বার ভেদ হইলে একটা বা দুইটা লেবুর রস অতাল্প জল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রুবিণীর ক্যাম্ফারের (কর্পূর আরকের) কাজ করে। এক গ্লাস জলে একটী লেবুর রস নিঙ্গড়াইয়া দিয়া দশ পনর মিনিট রাখিলে জল বিশুদ্ধ

হয়। এমন কি তাহা আর সিদ্ধ বা ফিল্টার দ্বারা পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয় না। এরূপ জল অনেকটা তৃষ্ণা নিবারণও করিয়া থাকে। নিয়মিতরূপে লেবুর রস পান করিলে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় অনেক উপকার দর্শিয়া থাকে।

বৃহৎ পরিবার—পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে ওলন্দাজদিগের প্রায়ই বৃহৎ পরিবার দৃষ্ট হইয়া থাকে। অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেটের অন্তর্গত কিপক্রনটিন্ নগরে সুসানা যুবেরায় নামে একটী স্ত্রীলোক আছেন। তাঁহার পুত্র কন্যা পৌত্রী দৌহিত্রী প্রপৌত্রী প্রদৌহিত্রী প্রভৃতি জীবিত পরিবারের সংখ্যা ৩২১ জন। স্ত্রীলোকটীর চারিবার বিবাহ হয়। আমাদিগের মহারাণী বিক্টোরিয়ারও জীবিত পরিবারের সংখ্যা ৭৪ জন। ইনি ৫২ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছেন।

বর্ণমালা—বিবিধ ভাষায় বিবিধ বর্ণমালা—ইংরাজী ২৬, ফ্রেঞ্চ ২৩, ইটালীয় ২৬, স্পেনীয় ২৭, রুসীয় ৪১, লাটিন ২২, গ্রীক ২৪, হিব্রু ২২, আরব্য ২৮, পারস্য ৩২, তুরস্ক ৩৩, সংস্কৃত ৫০, চিন ২১৪। চিন ভাষায় এক একটী বর্ণ এক একটী শব্দ এবং ইহার সংখ্যা আরও অধিক হইতে পারে।

বানরের অপত্যস্নেহ।

বারাণসীতে বানরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব—বিশেষতঃ নগরের দক্ষিণ অংশে। প্রাতঃকালে দলে দলে কাতারে কাতারে বানর সকল যখন ছাদ হইতে ছাদান্তরে লম্ফ দিয়া ভ্রমণ করে, তখনকার দৃশ্য অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। শিশু বানরগণ মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে; কখন কখন ঢালু টিনের ছাদের উপর উঠিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া গড়াইয়া পড়ে। আবার হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ গড়াইয়া পড়ে। কখন কখন ৪।৫টী বানর শিশু একত্রে এইরূপ খেলা করিতে থাকে। ছাদের কার্ণিসের প্রস্তরখণ্ড বা কাষ্ঠ-ফলক বাহির হইয়া থাকিলে ইহাদিগের আর আনন্দের সীমা থাকে না। তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলা করে ও ডিগবাজী খায়। বড় বড় বানরেরা এই খেলায় যোগ দেয় এবং নানরূপ অঙ্গভঙ্গী ও কৌতুক করিতে থাকে। আমাদিগের বাসগৃহের সম্মুখে একটী ছাদে বস্ত্র শুকাইবার জন্ত একটী দড়ীর আন্‌লা খাটান ছিল। ছোট ছোট বানর শিশুগণ খুঁটি ধরিয়া উঠিয়া দড়ী বাজী করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা দড়ী ধরিয়া ঝুলিতে, কেহবা দড়ীর উপর দিয়া অবলীলাক্রমে দৌড়িতে, কেহ কেহ বা দুই হাতে দড়ী ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে

ডিগবাজী খাইয়া ছাদে পতিত হইতে লাগিল। বড় বড় বানরগণ অদূরে বসিয়া কৌতুক দেখিতেছে। ইহাই স্বাভাবিক জিমনাষ্টিক্‌স অর্থাৎ বানরের ব্যায়াম শিক্ষা। এই সময়ে কেহ তাহাদিগকে হঠাৎ তাড়া দিলে তাহারা চকিতের ন্যায় আপন আপন মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, এবং মাতাও তৎক্ষণাৎ কাহাকেও বক্ষে, কাহাকেও পৃষ্ঠে লইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করে। শিশু ভীত হইয়া মাতার পৃষ্ঠদেশ আঁকাড়িয়া ধরিয়া থাকে, অথবা তাহার উদর ধরিয়া ঝুলিতে থাকে।

বানরদিগের অপত্যস্নেহ এমত প্রবল যে প্রাণ গেলেও সন্তান রক্ষা করিতে বিরত হয় না। কেহ যদি কোন প্রকারে কোন বানর-শিশুকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার নাই। দলে দলে বড় বড় বানর সকল তাহাকে দাঁত মুখ খিঁছাইয়া আক্রমণ করে। সে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিলেও দ্বারে আঘাত ও জানালা দিয়া আক্রমণ চলিতে থাকে। কেহ কেহ এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া বানরের হস্তে নিহত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত অনিষ্টকারী। লোকেরা ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে বিষম ব্যতিব্যস্ত; খাদ্য সামগ্রী, তরিতরকারী, বিশেষতঃ আম্র তাহাদের দর্শনপথে পতিত হইলে তাহা রক্ষা করা সুকঠিন। বানর নামিলেই লোকদিগকে শশব্যস্ত হইতে হয়। যখন কোন খাদ্য দ্রব্য না পায়, তখন তাহারা কাপড় লইয়া পলায়ন করে এবং দাঁতে করিয়া চিবাইয়া খণ্ড খণ্ড করে। কখন কখন খাদ্য পাইলে কাপড় ফেলিয়া দেয় বটে, কিন্তু প্রায়ই ছিঁড়িয়া ফেলে। বানর শিশুগুলি আরও অপকারী। তাহারা মাতার সমক্ষে লোকদিগকে আক্রমণ করে এবং কেহ কিছু বলিলে দলে দলে বড় বড় বানর আসিয়া তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া থাকে। শিশু যদি কোন কারণে নিহত হয়, তখন বানরগণের শোকের সীমা থাকে না। মাতা তো একেবারে বিষাদে নিমগ্ন হয় এবং যতদিন না শিশুর মৃত দেহ জর্জ্জরীভূত হইয়া গলিয়া পড়ে, ততদিন তাহা মুখে করিয়া অবস্থান করে। কয়েক মাস হইল একটী বানর-শিশু হঠাৎ ছাদ হইতে পড়িয়া মরিয়া যায়। মাতা তাহাকে আঁকাড়িয়া ধরিয়া বহুক্ষণ রোদন করিল এবং বড় বড় অনেক বানর তাহাকে ঘেরিয়া শোক করিতে ও আস্ফালন করিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল এইরূপ শোক প্রকাশ ও কোলাহল করিয়া তাহারা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল এবং মাতাও শিশুর লেজ মুখে ধরিয়া মন্থর গমনে তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিল। ৩।৪ দিন উপর্য্যু-পরি এইরূপ মৃত শিশু মুখে করিয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলাম। ইহার পর ১০।১২ দিন অতীত হইলে হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার তাহাকে দেখিতে পাইলাম—পূর্ব্ববৎ মৃত শিশুর লেজ মুখে করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। মৃত শিশুর

মাংসাদি কিছুই নাই, শরীর কঙ্কাল মাত্র সার। চর্ম্ম শুকাইয়া মড়্ মড়্ করিতেছে এবং আকারও অনেটা কমিয়া গিয়াছে। মাতা তবুও তাহাকে যত্নপূর্ব্বক মুখে করিয়া মন্থর গমনে ছাদ হইতে ছাদান্তরে ভ্রমণ করিতেছে এবং কয়েকটী বড় বড় বানরও তাহার অনুগমন করিতেছে। ২০।২২ দিন পরেও আবার তাহাকে তদবস্থ দেখিলাম। এখন মৃত দেহ পরিমাণে অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখিনী মাতা তবুও তাহাকে মুখে করিয়া অবস্থান করিতেছে! বোধ হয় সন্তানের মৃত্যুর পরেই স্নেহময়ী মাতা ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগ করিয়া মৃতদেহ বক্ষে লইয়া কিছুকাল শোকে অতিবাহিত করিয়াছে, পরে অগত্যা স্বভাব-শাসন অতিক্রম করিতে না পারিয়া খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়াছে; কিন্তু সন্তানের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাই তাহার মৃত দেহ মুখে করিয়া বিচরণ করিতেছে। রজনীতে আশ্রয় বৃক্ষশাখায় বা গৃহ-শিখরে মৃত শিশুর শব যত্নে পরিরক্ষণ করিয়া নিদ্রা যায় এবং সারাদিন মুখে করিয়া ভ্রমণ করে। এরূপ অপত্য-স্নেহ বোধ হয় অন্য কোন জন্তুর মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

বিশ্বাস।

জ্ঞানের দুর্গম পথে যাইতে অক্ষম,
প্রেম-ভক্তি হীন আমি পাপী নরাধম।
কর্ম্মক্ষেত্রে সেবাব্রত জানি না পালিতে,
কৃপাগুণে অভাজনে হইবে তারিতে।
বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল, অকূলেতে দেয় কূল,
শূন্যে করে প্রাসাদ নির্ম্মাণ,
সর্ষপ কণার প্রায় বিশ্বাস-কণিকা ঘায়
হিমাদ্রি সভয়ে কম্পমান।

বিশ্বাসেতে—অন্ধ যারা, দিব্য চক্ষু পায় তারা,
খঞ্জ করে পর্ব্বত লঙ্ঘন,
বোবা সুমধুর স্বরে, বিভু-গুণ গান করে,
মৃত পায় নবীন জীবন।
যাহা কিছু অসম্ভব, বিশ্বাসে হয় সম্ভব,
অসাধ্য সাধন হয় হেলে;
বিশ্বাসের সদা জয়, কোথা বিঘ্ন কোথা ভয়?
বিশ্বাসে পরম ধন মেলে।

কাগজ ও তাহার ব্যবহার।

কাগজ কি কি উপাদানে প্রস্তুত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে কাগজীরা কেবল ছিন্নবস্ত্র, পাট ও শণ চূর্ণ করিয়া হস্ত দ্বারা

কাগজ প্রস্তুত করিত, কিন্তু এক্ষণে শিল্প-যন্ত্রের সাহায্যে উপরি-উক্ত দ্রব্য ভিন্ন আরও তৃণ খড় ও কয়েক প্রকার বৃক্ষের ছাল দ্বারাও কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমতঃ কাগজের ব্যবহার কেবল লেখা ও ছাপার কার্য্যে হইত, কিন্তু এখন ইহা আরও অনেক প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। কাগজ জমাট করিয়া কাগজের ঘর বা পটগৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, ইহা বহুবৎসর বৃষ্টি ও আতপ নিবারণে সমর্থ। কাগজের বন্দুক ও কামান প্রস্তুত হইতেছে, তাহা লঘুত্ব নিবন্ধন পর্ব্বত ও দুর্গম স্থানে অনায়াসে নীত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী কাগজের টুপী, কাগজের জুতা, কাগজের বস্ত্র, কাগজের বাক্স প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে। সামান্য কাগজ দ্বারাও অনেক প্রয়োজন সংসাধিত হইতেছে। কাগজের থলী, কাগজের মোড়ক, কাগজের পাখা, কাগজের ফুল, কাগজের লণ্ঠন, কাগজের ফানস, কাগজের বেলুন, কাগজের ঘুড়ী ও কাগজের গৃহ-সজ্জা সকলও প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি কাগজের উপাধানও নির্ম্মিত হইয়াছে। বালিশ নির্ম্মাণের পক্ষে মোটা খবরের কাগজ, পীত বা শুভ্রবর্ণের কাগজ, পুরাতন চিঠি বা মোড়ক ও অন্যান্য অকর্ম্মণ্য কাগজই প্রশস্ত। জিন বা খেরোর খোল করিয়া কাগজগুলি কাঁচি দ্বারা অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে কর্ত্তন করিবে। তৎপরে তাহা ঝাড়িয়া খোলে পূরিলেই বালিশ প্রস্তুত হইল। অবশ্য তুলা বা পালখের বালিশ যেরূপ কোমল হয়, ইহা সেরূপ না হইতে পারে; কিন্তু যথায় তুলা ও পালকের অভাব, তথায় ইহা অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। বিশেষতঃ ইহা নির্ম্মাণের ব্যয় অতি সামান্য মাত্র। তবে যাহাতে ইহা আর্দ্র না হয়, তজ্জন্য একটু সাবধান হওয়া উচিত।

অদ্ভুত কীর্ত্তি—প্রাচীন ও আধুনিক।

কেবল আশ্চর্য্য বলিলে বিস্ময়জনক বস্তুকে বুঝায়, কিন্তু যাহা পূর্ব্বে ছিল না বা দেখা যায় নাই, তাহাই অপূর্ব্ব বা অদ্ভুত। ভূমণ্ডলে যে সকল আশ্চর্য্য মানব-কীর্ত্তি পুরাকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং অধুনা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা যুগপৎ আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত। উভয়ই অপূর্ব্ব, কারণ পুরাকালের যে কয়েকটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার পূর্ব্বে আর সেরূপ পদার্থ ছিল না, এবং বর্ত্তমান সময়ে যে সকল আশ্চর্য্য কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহার পূর্ব্বেও সেরূপ বস্তু ছিল না। উদাহরণস্থলে আমরা রোডস দ্বীপের ভূতপূর্ব্ব (এখন বর্ত্তমান নাই) প্রকাণ্ড

আপোলো দেব-মূর্ত্তি ও আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরের বর্ত্তমান স্বাধীনতার মূর্ত্তি (Statue of Liberty) প্রদর্শন করিতেছি। উভয়ই বন্দরে আলোক দানের জন্য নির্ম্মিত। উভয়ই ধাতুময়। প্রাচীন মূর্ত্তিটী একটী সমুচ্চ স্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা তাম্র ও পিত্তল নির্ম্মিত—নিরেট। ইহার উচ্চতা ১৩০ পাদ। আধুনিক মূর্ত্তিটী ১৫০ পাদ উচ্চ, সুদৃঢ় ভিত্তি বা বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা লৌহময়-শূন্যগর্ভ। প্রাচীন মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে একটা প্রকাণ্ড পিত্তলের প্রদীপ ছিল, তাহাই নিশাকালে প্রজ্বলিত করিয়া মন্দিরপ্রদেশ আলোকিত করা হইত। বর্ত্তমান মূর্ত্তিরও ঊর্দ্ধহস্তের মধ্য দিয়া তাড়িত আলোক সংযোগ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল বন্দর প্রদেশ নহে, কিন্তু আরও প্রায় দুইশত ক্রোশাধিক সমুদ্র দেশ আলোকিত হয় এবং সুদূর হইতেও তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক দিন হইল, আমরা ইহার কিছু কিছু বৃত্তান্ত প্রকটিত করিয়াছি। যাহাহউক আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংক্ষেপে প্রাচীন ও আধুনিক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি সকলের বিবরণ প্রকাশিত করিয়া পাঠিকাদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

প্রাচীন কালের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির মধ্যে সাতটী প্রধান আশ্চর্য্য বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে:—যথা (১) রোড্‌স্ দ্বীপস্থ প্রকাণ্ড আপোলো দেবের মূর্ত্তি; (২) মসোলিয়মের সমাধি; (৩) সাইরসের প্রাসাদ; (৪) মিসরের পিরামিড, (৫) যুপিটারের মূর্ত্তি; (৬) ডায়ানা দেবীর মন্দির; (৭) বাবিলনের প্রাচীর ও আলম্বিত উদ্যান। কেহ কেহ চিনদেশীয় প্রকাণ্ড প্রাচীরকেও একটী অদ্ভুত কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা উপরি-উক্ত সপ্ত কীর্ত্তির অন্তর্গত নহে। যাহা হউক উহাও একটী প্রাচীন আশ্চর্য্য মানব কীর্ত্তি বলিয়া গণনীয়।

১। আপোলো দেবের মূর্ত্তি।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশে আসিয়ার অন্তঃপাতী তুরস্ক উপকূলের সন্নিহিত রোড্‌স্ নামে একটী দ্বীপ আছে। তত্রত্য বন্দরে প্রবেশ করিবার পথেই তোরণের ন্যায় এই প্রকাণ্ড আপোলো দেবের (সূর্য্যদেবের) মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। রোড্‌সের পূর্ব্বদক্ষিণস্থ লিণ্ডস্ নগরবাসী প্রসিদ্ধ শিল্পী লিসিপসের শিষ্য কেরিস খৃঃ পূর্ব্ব ৩০০ সালে এই মূর্ত্তিটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহা বার বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি জীবদ্দশায় ইহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই, লেকিস নামক অন্যতর শিষ্য অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন করেন। এই মূর্ত্তির উচ্চতা ১৩০ পাদ অর্থাৎ প্রায় ৮৬ হস্ত। ইহা তাম্র ও পিত্তলময়। প্রকাণ্ড পদদ্বয় সমুচ্চ বাঁধের উপর অবস্থাপিত। ইহাদিগের পরস্পরের অন্তর প্রায় ৫০ পাদ। ইহার এক একটী অঙ্গুলি এক একটী পূর্ণবয়স্ক মানবের শরীরের মত এবং অঙ্গুষ্ঠ এত মোটা যে আকাড়িয়া ধরা

যাইত না। পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত সকল গুণবৃক্ষ ও সম্পূর্ণ বিস্তৃত পাইলের সহিত অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিত। মূর্ত্তিটীর দক্ষিণ হস্তে একটী পিত্তলের প্রকাণ্ড প্রদীপ ছিল, উহা প্রজ্বলিত করিয়া রাত্রিকালে বন্দর আলোকিত করা হইত এবং সুদূর সাগর-গর্ভস্থ পোত সকলের সাঙ্কেতিক আলোক প্রদর্শিত হইত। খৃঃ পূঃ ২২৪ অব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে মূর্ত্তিটী পতিত হয় এবং কয়েক শতাব্দী ধরিয়া সেই অবস্থায় থাকে। ইতিমধ্যে রোড্‌স বাসীরা ইহার পুনর্নির্ম্মাণ জন্য প্রয়াসী হয় এবং তদর্থে প্রভূত অর্থও সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ৬৭২ খৃষ্টাব্দে সারাসেন জাতি দ্বীপ অধিকার করিয়া ভগ্ন মূর্ত্তিটী ইদেসার একজন ইহুদী বণিককে বিক্রয় করে, সে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। তাম্র অংশ গলাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল।

২। মসোলিয়ম (মসোলিয়সের সমাধি।)

আসিয়া মাইনরের দক্ষিণ লিডিয়ার অন্তর্গত কেরিয়া প্রদেশে হেকাটমনস্ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মসোলিয়স তাঁহার কন্যা আর্টিমিসিয়াকে বিবাহ করেন। খৃঃ পূর্ব্ব ৩৫২ অব্দে স্বামীর মৃত্যু হইলে রাজকন্যা (একণে রাজ্ঞী) অত্যন্ত শোকাতুরা হন এবং তদানীন্তন সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া যিনি তাঁহার মৃত স্বামীর গুণকীর্ত্তন করিয়া অত্যুত্তম কাব্য রচনা করিবেন, তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করেন। কিয়সের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক থিওপম্পস এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। খৃঃ পূর্ব্ব ৩৫০ অব্দে স্বামিশোকে রাজ্ঞী আর্টিমিসিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই অপূর্ব্ব সমাধি-মন্দিরটী তাঁহার স্বামীর স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল।*

৩। সাইরসের প্রাসাদ।

পারস্যের অধীশ্বর সাইরাস অত্যন্ত প্রতাপশালী সম্রাট্ ছিলেন। তিনি মিডিয়া, লিডিয়া প্রভৃতি বহু রাজ্য জয় করেন। তিনি খৃঃ পূর্ব্ব ৫২৯ অব্দে সিথিয়া আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে হত হন। ইঁহার বাসগৃহ অট্টালিকা ভূমণ্ডলের একটী আশ্চর্য্য বস্তু। ইহা এক্ষণে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে।

৪। মিসরের পিরামিড।

মিসরের রাজধানী কেরোর কয়েক ক্রোশ দূরেই কয়েকটী প্রকাণ্ড মন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা চতুষ্কোণ, ক্রমে সরু হইয়া উত্থিত হইয়াছে। ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠটী ৪৮০ পাদ উচ্চ এবং প্রায় সাড়ে চারি বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভূমণ্ডলে এমন প্রকাণ্ড মন্দির আর কুত্রাপি নাই। এগুলি মিসরদেশীয় প্রাচীন রাজগণের সমাধি। খৃঃ পূর্ব্ব সহস্রাধিক বর্ষের

* ২২৫ সংখ্যক বামাবোধিনী দেখ।

অধিক হইল এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, অদ্যাপিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কয়েকটী কেবল তত্রত্য অপ্রমেয় বালুকারাশির দ্বারা আংশিক মগ্ন রহিয়াছে।*

৫। যূপিতারের মূর্ত্তি।

গ্রীসের দক্ষিণাংশ পিলোপনিসসের (আধুনিক মোরিয়া) অন্তঃপাতী ইলিস প্রদেশে একটী পবিত্র নিকুঞ্জের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে দেবরাজ যূপিতারের বিরাট মূর্ত্তি। ইহার উচ্চতা ৫০ হস্ত। এথেন্সের তদানীন্তন বিখ্যাত শিল্পী ফিদিয়াস খৃঃ পূর্ব্ব পাঁচ শতাব্দীতে এই মূর্ত্তিটী নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহা বিশুদ্ধ কাঞ্চন ও নাগদন্তে নির্ম্মিত। বেদীটি সিডার কাষ্ঠনির্ম্মিত, এবং স্বর্ণ, নাগদন্ত ও নানাবিধ বহুমূল্য রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সৌন্দর্য্য, শিল্পকার্য্য ও ঐশ্বর্য্যে দেবমূর্ত্তিটী পৃথিবীর একটী আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ইহা বহুদিন কালকবলে পতিত হইয়াছে।

৬। ডায়ানার মন্দির।

ডায়ানা গ্রীকজাতির আরাধ্য দেবতা। ইনি যূপিতারের দুহিতা এবং আপোলো (সূর্যদেবের) ভগ্নী চন্দ্রমা। ইঁহার ৮০ জন দেবী সহচরী এবং বাহন কুকুর। কখন কখন ইঁহার রথে দুইটী হরিণ যোজিত হইয়া থাকে। ইনি অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয়, সেই জন্য ইঁহার প্রতিমূর্ত্তির হস্তে ধনুর্ব্বাণ ও মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মুকুট। ইঁহার মুখ এবং আকৃতি অনেকটা পুরুষের অনুরূপ। মিসরদেশে ইঁহাকে আইসিস্ (Isis) বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। মিসর, সিলিসিয়া প্রভৃতি অনেক স্থানে ইঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে আসিয়া মাইনরের আইয়োনা প্রদেশস্থ ইফিসস্ নগরের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। ইহাই সপ্ত আশ্চর্য্য কীর্ত্তির অন্যতম কীর্ত্তি। এই অপূর্ব্ব মন্দিরটী ৪২৫ পাদ দীর্ঘ এবং ২২০ পাদ প্রসারিত ছিল। ইহার ছাদ ২২৭টী সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর অবস্থাপিত। স্তম্ভগুলি ৬০ পাদ উচ্চ এবং প্রত্যেকেই এক এক রাজার ব্যয়ে নির্ম্মিত। ইহাদিগের মধ্যে ৩৬টী স্তম্ভ অত্যন্ত সুন্দর ও শিল্পকার্য্যে মণ্ডিত। তোরণদ্বার সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত। কথিত আছে যে, ডায়ানা দেবী স্বয়ং উহা স্থাপন করিয়াছিলেন, কারণ মনুষ্য দ্বারা তাহা উত্তোলন করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য খৃষ্টীয় পূর্ব্ব ৫৬০ অব্দে আরব্ধ হইয়া ৩৪০ অব্দে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ইহা ২২০ বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইরাটসট্রেটক নামক এক ব্যক্তি আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই মন্দির দগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। যে দিন ইহা দগ্ধ হয়, সেই দিন মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভূমিষ্ঠ হন (খৃঃ পূঃ ৩৫৬)। আলেকজাণ্ডার

* ১৩২, ২১৪ ও ২৭৯ সংখ্যক বামাবোধিনী দেখ।

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া এই নিয়মে ইহা পুনর্নির্ম্মিত করিতে চান যে, তাঁহার নাম ইহাতে অঙ্কিত থাকিবে। কিন্তু ইফিসস্ বাসীরা তাহাতে সম্মত হয় নাই। তাহারা গর্ব্বিত আলেকজাণ্ডারকে এইরূপ স্তুতিবাক্যে উত্তর দিয়াছিল যে, একজন দেবতা কর্ত্তৃক অন্য দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা সঙ্গত নহে। পরে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ব্যয়ে ও অধিকতর সুন্দর করিয়া মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বসংহারক কাল আজি তাহা গ্রাস করিয়াছে!!

৭। বাবিলনের প্রাচীর ও আলম্বিত উদ্যান।

আসিয়ার অন্তঃপাতী তুরস্কের পূর্ব্ব-দক্ষিণ অংশে ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলে এই নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা প্রাচীন আসেরিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইহা খৃঃ শকের প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী সেমিরেমিস ইহার অনেক উন্নতি সাধন করেন। ইহা প্রকাণ্ড সমুচ্চ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের পরিধি ৬০ মাইল অর্থাৎ প্রায় ৩০ ক্রোশ। ইহার ভিত্তি বা প্রশস্ততা ৫০ হস্ত এবং উচ্চতা দুই শত হস্ত। ইহা বিটুমেন বা আস্ফাল্ট যোগে সংগঠিত, সুতরাং ইহার স্থায়িত্ব ও দুর্ভেদ্যতা অভাবনীয় ছিল। এই সমুচ্চ প্রাচীরের উপর লৌহস্তম্ভযোগে যে উদ্যান নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাকেই আলম্বিত বা "ঝুলন উদ্যান" বলা হইত। প্রাচীর ও বাগান উভয়ই আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। কথিত আছে যে পারস্য-সম্রাট সাইরস ইউফ্রেটিস নদীর গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাহা শুষ্ক হইলে রজনী যোগে এই মহা নগরী মধ্যে প্রবেশ করেন এবং অবিলম্বে ইহা অধিকার করেন (খৃঃ পূঃ ৫৩৮)। মহাবীর আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয় করিয়া অবশেষে এই নগরে আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ক্রমে ক্রমে ইহার সমৃদ্ধি হ্রাস হইয়া এক্ষণে ইহা ধ্বংসরাশি ও অরণ্য-পূর্ণ হইয়াছে।*

৮। চীনদেশীয় প্রকাণ্ড প্রাচীর।

ইহা প্রাচীন সপ্তকীর্ত্তির মধ্যে পরিগণিত না হইলেও ইহাও একটী সামান্য কীর্ত্তি নহে। প্রায় ২১০০ বৎসর গত হইল, তদানীন্তন চীন-সম্রাট চি হোঙ টি তাতারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা প্রায় দুই সহস্র মাইল দীর্ঘ। ইহা কোথাও দুপুরু (ডবল), কোথাও তিনপুরু ঘন করিয়া নির্ম্মিত। উচ্চতা ৩০ পাদ এবং প্রশস্ততা ২২ পাদ। ইহার উপর ছয়জন অশ্বারোহী পাশাপাশি অবলীলাক্রমে ধাবমান হইতে সমর্থ। মধ্যে মধ্যে সুদৃঢ় স্তম্ভ ও শিখর নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ সহস্র শিখর প্রাচীরের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্য সংসাধন করিত। অসংখ্য পর্ব্বত, উন্নত উপত্যকা, দুর্গম অরণ্য, বালুময় প্রান্তর, সমতল ক্ষেত্র প্রভৃতির উপর প্রস্তর ও ইষ্টক

* ১৪৬, ১৮৬ সংখ্যক বামাবোধিনী দেখ। 22

দ্বারা এই প্রকাণ্ড প্রাচীর সংগঠিত হইয়াছে, ইহাতে ইষ্টকের ভাগই অধিক। ইহা পাঁচ বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ তোরণ ছিল, তাহা সর্ব্বদা সশস্ত্র সৈন্য দ্বারা পরিরক্ষিত হইত। এক লক্ষ সৈন্য এই প্রাকার রক্ষণে নিযুক্ত থাকিত। ইহা চৌদ্দ শত বৎসর স্থির ও অক্ষুন্ন ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। মহাবীর জঙ্গিস খাঁ পরিশেষে ইহা আক্রমণ করেন ও অনেক অংশ ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ করেন। যে তাতারের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই তাতার জাতিই অবশেষে চিন সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছে। কালের গতি মানবের কোনও শক্তি নিবারণ করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)।

আরব বিধবা।

আরব রমণী বিধবা হইলে মৃত স্বামীর জন্য অত্যন্ত শোক করিয়া থাকে। এমন কি কিছু দিন ধরিয়া দিবারাত্রি স্বামীর কবরের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহা অশ্রুসিক্ত করিয়াও ক্ষান্ত হয় না। অনেকে মনে করিতে পারেন—সে যেন চির-বৈধব্য ব্রত অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু তাহার এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় না। যখনি সুবিধা হয়, তখনি সে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে দ্বিতীয় বার বিবাহ অবধারিত হইলে বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রিতে সে শেষ বার তাহার মৃত স্বামীর কবর দর্শনার্থ গমন করে। তথায় গিয়া সে কবরের পার্শ্বে (নমাজ) প্রার্থনা করে এবং তাহার পত্যন্তর গ্রহণ জন্য মৃত স্বামী যেন অপ্রসন্ন না হন, তজ্জন্যও বিশেষ সাধ্য সাধনা করে। যদি তাহার অপ্রসন্ন বা বিরক্ত হইবার কোন কারণ বা সম্ভাবনা থাকে, বিধবা স্ত্রী একটি গর্দ্দভযোগে দুই মশক জল আনয়ন করে এবং প্রার্থনা শেষ হইলে সেই জল কবরের উপর ঢালিয়া দেয়। তৎপরে মৃত স্বামী ঠাণ্ডা হইয়াছে, আর বিরক্ত বা অপ্রসন্ন হইবে না, এই বিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাকে। অতঃপর মৃত স্বামীর সহিত আর তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না।

সরো বিধবা কোন কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর গোরে বাতাস দিবার কথা পাঠিকারা শুনিয়াছেন। ইহা স্বামীর প্রতি প্রণয় ও ভক্তির নিদর্শন নহে। পতির কবরের মৃত্তিকা না শুকাইলে বিধবা পত্নীর পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ, এই জন্য তাঁহারা গোর-স্থানে অবিশ্রান্ত পাখার বাতাস করেন; মাটি শুকাইলেই নিশ্চিন্তমনে পুনরায় বিবাহ করেন। ভারত রমণীদিগের পাতিব্রত্যের সহিত এই পাশ্চাত্য পতিভক্তির তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

ফুলমালা।

(৪২৭ সংখ্যা—১১৪ পৃষ্ঠার পর)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল হইয়াছে—নদীর ধারে একটী ঘাটের চাতালের উপর থাম হেলান দিয়া একটী রমণী আলু থালু বেশে বসিয়া আছে। তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুবারি নিঃশব্দে অজস্রধারে প্রবাহিত হইতেছে। দেখিলেই বোধ হয় রমণী পরমা সুন্দরী, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য রাশি অনেকক্ষণ জলময় থাকিয়া বিবর্ণ হইয়াছে। ঘাটে দু একটী করিয়া লোক স্নান করিতে আসিতেছে; কেহ তাহাকে দেখিয়া আপন মনে চলিয়া যাইতেছে—কেহ বা দেখিতেছে না—কেহ বা দু একটী প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া অভীষ্ট পথে গমন করিতেছে। একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কোষাকোষী হস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা তুমি এরূপ অবস্থায় এখানে বসিয়া কাঁদিতেছ কেন?" রমণী একবার ব্রাহ্মণের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার শোকসিন্ধু আরও দ্বিগুণতর উথলিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুর জল আরও হু হু করিয়া বহিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের মন বিচলিত হইল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা; তোমার কি হয়েছে? তুমি কাঁদিতেছ কেন?" রমণী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া অশ্রুসম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আমার স্বামী"—আবার কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীর কি হয়েছে মা?"

আমার স্বামী কোথায় জলে ভাসিয়া গিয়াছেন!

ব্রাহ্মণ রমণীকে অতিশয় কাতর দেখিয়া আর কিছু না বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া লইলেন। তৎপরে আপন পরিধেয়ের অগ্রভাগ দ্বারা তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন এবং কহিলেন, "বৎসে! আমার সহিত আইস, আমি তোমার স্বামীর অনুসন্ধান করিব।" এই বলিয়া তিনি রমণীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে আপন বাটীতে আনিলেন।

ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া রমণী বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। ব্রাহ্মণী এবং তাহার কন্যা ও বধূ তাহাকে আদর পূর্ব্বক আহার করাইল। সে কিছু সুস্থ হইলে পর তাহাদিগের নিকট আপনার দুঃখকাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। তাহার হৃদয়ের কষ্টভার কথঞ্চিৎ লঘু হইল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী তাহাকে কন্যাবৎ পালন করিতে লাগিলেন। সেও কন্যারূপিণী হইয়া তাহাদিগের গৃহে শান্তি বিস্তার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ লোকসাহায্যে রমণীর স্বামীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন মধ্যাহ্নে আহারের সময় একটী ভদ্রযুবক ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবা অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। তাহার চক্ষু নিস্তেজ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, বদনমণ্ডল মলিন, মুখে বাক্য সরিতেছে না। ব্রাহ্মণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার হস্তে একখানি পাখা দিলেন। বাটীর অপরাপর সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছে। কেবল ব্রাহ্মণের আহার হয় নাই। তাঁহার জন্য রক্ষিত অন্নব্যঞ্জনাদি আগন্তুককে দেওয়া হইল। আগন্তুক আহারান্তে একটু শয়ন করিল। শয়ন করিল বটে, কিন্তু সে স্থির হইতে পারিল না। কি দারুণ মর্ম্মবেদনা যেন তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিল, সত্বরেই শয্যা হইতে উঠিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় চাহিল। এমন সময়ে আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় করিল। অনতিবিলম্বে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অতিথিকে ছাড়িয়া দিলেন না, একান্ত যত্ন করিয়া বাটীতে রাখিয়া দিলেন।

রাত্রি কালে অতিথি যে ঘরে শয়ন করিয়াছে, তাহার পার্শ্বের ঘরে বাটীর মেয়েরা কথোপকথন করিতেছে। অতিথি মনোনিবেশপূর্ব্বক তাহার মধ্যে একটী স্বর শুনিতেছে আর থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। কি জানি কি পূর্ব্বস্মৃতি তাহার মর্ম্মে আঘাত করিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিতেছে। স্বরটী আসিতেছে, অতিথি আগ্রহে কাণ খাড়া করিয়া আবার শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। স্বরটী যেন সুপরিচিত, বড় মিষ্ট লাগিতেছে। স্বরটী ব্রাহ্মণের সেই পালিতা কন্যার। অতিথির মনে কৌতূহল হইল, কিন্তু কিরূপে তাহার নিবৃত্তি করিবেন? তাঁহার মস্তিষ্ক নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল। পর দিবসও মুষলধারায় বৃষ্টি হইতে লাগিল, অতিথি সে দিনও আর যাইতে পারিল না। মধ্যাহ্নে অতিথি আহারের জন্য বসিয়াছে। একটী যুবতী থালায় করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন আনিতেছে। সে হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া যেন সিহরিয়া উঠিল। রমণী ব্যস্ত ভাবে থালাখানি যেমন অতিথির সম্মুখে রাখিয়া দিল, সে তাহাকে চিনিতে পারিল—আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া একেবারে উন্মত্তের ন্যায় "এই যে আমার ফুলমালা—" এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। ফুলমালাও আপনার হৃদয় সর্ব্বস্বধনকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহাদিগের উভয়কে কিছু দিন আপনার বাটীতে রাখিয়া রীতিমত আদর ও যত্ন করিলেন। তাহারা তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের আনন্দের সামগ্রী হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের অকৃত্রিম স্নেহ মমতায় পূর্ব্বযন্ত্রণা সমস্ত ভুলিয়া

গেল। পরে একটী শুভদিন দেখিয়া ব্রাহ্মণ ও তাঁহার সমস্ত আত্মীয়বর্গ চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে তাহাদিগকে গৃহে প্রতিগমন করিবার জন্ত বিদায় দিল। ফুলমালা ও সন্তোষকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিল। ফুলমালা তাঁহাদিগের কন্যা ও বধূকে নমস্কার করিল। ব্রাহ্মণের একটী পৌত্রকে কোলে লইয়া চুম্বন করিল। ব্রাহ্মণ আসিবার সময় তাহাদিগের পাথেয় ও পাল্‌কীর সহিত তিন চারি জন লোক দিলেন। তাহারা যথাসময়ে নিরাপদে আপনাদিগের বাটীতে পৌছিল। রামশঙ্কর বাবু ফুলমালা ও সন্তোষকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি তাহাদিগের সমস্ত বিপদ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হইলেন। রাধা-কিশোরের নিরয়-সম মনের গতিতে ও কুৎসিত ব্যবহারে তিনি লজ্জিত, দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সন্তোষকুমার ও ফুলমালাকে পিতৃবৎ উপদেশ দিয়া কহিলেন, "তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে, আমি চলিলাম।" তিনি একটী দরোয়ান তাহাদিগের বাটীতে মোতায়েন করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গভীর নিশীথকাল—চারি দিক্ সাঁ সাঁ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবলমাত্র ঝিল্লীরবে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। ভয়ানক অন্ধকার। ঘরের বাহিরে আসিতে হইলে গা ছম্ ছম্ করে। চৌকিদার—পল্লিগ্রামের চৌকিদার মহাশয় সন্ধ্যারাত্রে একবার রেঁাদে বাহির হইয়াছিলেন। তখন দু একটী মাতব্বর গৃহস্থের বাটীর সম্মুখে গলা ফাটাইয়া দু একবার হাঁকিয়া গিয়াছেন—আর বাহির হইবেন না। তিনি গ্রামবাসীদিগের ঠাকুর মহাশয়, একবার দু একজনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়া সহস্রাক্ষ কুটীরে ছিন্নকন্থায় নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তিনিই বা কে, আর মেটেবুরুজের নবাবই বা কে! ফুলমালা ও সন্তোষকুমার দুই স্ত্রী পুরুষে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। এমন সময় কি সর্ব্বনাশ! কতিপয় নৃশংস মানব-পিশাচ দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগের বাটীর চারি দিক্ আসিয়া ঘেরিল—মশালের আলোকে বহির্দ্দেশ আলোকময়। দু একটী দুর্ব্বৃত্ত ভীমরবে লম্ফ দিয়া বাটীর ভিতর পড়িল। বাহিরের দরজা খুলিয়া দিল। পাষণ্ডেরা ভিন্ ভিন্ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দুইজন পাইক তরোয়াল লইয়া হুহুঙ্কার রবে খেলাইতে খেলাইতে বাহিরের ঘাটি আগলাইয়া রহিল। দুরাচার-দিগের চীৎকারে পাড়াশুদ্ধ লোক জাগিয়া উঠিয়াছে। কেহ সাহস করিয়া নিকটে আসিতে পারিতেছে না। বাহিরে যে দরোয়ান ছিল, পাপিষ্ঠেরা আসিয়াই অগ্রে তাহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ফুলমালা পতির অঙ্কশায়িনী ছিলেন। অকস্মাৎ এই শব্দে নিদ্রাভঙ্গে জানালা খুলিয়া দেখিলেন, বাটীতে ডাকাইত পড়িয়াছে। গৃহের দেওয়ালে একখানি

খাঁড়া ঝুলান ছিল। তিনি অবিলম্বে ঐ খড়্গখানি হস্তে লইয়া দ্রুতগমন করিলেন গৃহের দরজার কাছে আসিয়া দরজার একখানি কপাট খুলিয়া অপরখানি বন্ধ করিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। দস্যুগণ এদর ওবর দেখিয়া যেমনি সেই ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে, রমণী অমনি উত্তোলিত খড়্গদ্বারা অগ্রবর্ত্তী পামরের স্কন্ধদেশে সজোরে আঘাত করিল। তাহার মস্তক মুহূর্ত্তমধ্যে স্কন্ধদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমে লুটাইল। রমণী ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিণী চণ্ডীর ন্যায় উত্তেজিত হইয়া রুধিরাক্ত-দেহে মুক্তকেশে নৃত্য করিতে লাগিল। ডাকাইতগণ ইহা দেখিয়া, "পোক পড়িয়াছে, জাল গুটাও" বলিয়া পলায়ন করিল। তাহারা রণে ভঙ্গ দিল বটে, কিন্তু রমণী উন্মত্তা, তথাপি খড়্গ হস্তে, গৃহপ্রাঙ্গণের চারিদিকে "কাটিব কাটিব" রবে ঘুরিতে লাগিল। সম্মুখে অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য? সন্তোষকুমার ও পাড়াপ্রতিবাসিগণ অনেক উপায়ে ও কৌশলে তাহাকে ধরিল। ধরিবামাত্র রমণী মূর্চ্ছিতা হইল। বহুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর তাহার চৈতন্যোদয় হইল। পাড়া প্রতিবাসীরা ডাকাইত নির্ণয় করিবার জন্ম আলো ধরিয়া দেখিল কাটামুণ্ডটা সেই নরাধম তর্কালঙ্কারের। তখন পাড়াপ্রতিবাসীদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা সকলে "ধর্ম্মের জয়, ধর্ম্মের জয়" গাহিতে লাগিল।

পরদিবস রাধাকিশোর বাবু একজন দরোয়ানকে ডাকাইলেন। তাহার নাম লছমন্ পাঁড়ে। রাধাকিশোর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"পাঁড়ে, কাল্কা খপর্ ক্যা হ্যায়?"

আচ্ছা হ্যায় নেই বাবু সা'ব।

কাঁহে?

ও তো সব লোক চলা আয়া—কুচ হুয়া নেই।

আরে কুচ হুয়া নেই কাঁহে হুয়ার?

খোদাবন্দ! ও তর্কলঙ্কার ঠাকুরকো গয়লা কাট ডালা, এহিয়াসে সব আদমি ভাগ আয়া।

তর্কলঙ্কারকো কাটডালা, তো তোম্ গাধা গিধ্বোড় লোক ক্যা করনে গিয়া?

পাঁড়ে ঠাকুর দরওয়ানদিগের সর্দ্দার—সে ধর্ম্মভীরু ও একটু মানী লোক। বাবুর এ প্রকার অযথা কটূক্তিতে সে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিল। বাবু তৎপরে ভোলা সিংকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভোলাসিং, কাল যো রেণ্ডিকো পাকড় নে গিয়া ও কাঁহা?" ভোলা সিং নীরব। বাবু ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলেন, "হারামজাদ, তোম বাৎ কয়তা নেই কাঁহে?" ভোলা সিং কহিল, "হজুর, ও রেণ্ডী তর্কলঙ্কার ঠাকুরকো কাট ডালা, আউর সব ভাগ আয়া।" "ভাগ আয়া, তব তোম হামারা তলব খাতা কাঁহে বদমাস্ লোক।" এই বলিয়া তথায় বাবুর

জুতা ছিল, তদ্দ্বারা ভোলা সিংকে ছুড়িয়া মারিলেন। ভোলা সিং একজন উদ্ধত-স্বভাব হিন্দুস্থানী যুবক। সে বাবুর এ প্রকার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার অনিষ্ট চেষ্টায় রহিল।

রাধাকিশোর বাবু এরূপ অত্যাচারী ও অসচ্চরিত্র ছিল যে তাহার দৌরাত্ম্যে গ্রামবাসী কেহই সুস্থির থাকিতে পারিত না। গ্রামবাসী সকলেই তাহার উপর খড়্গহস্ত ছিল, কেবল সুযোগের অভাবে কেহ কিছু করিতে পারিত না। প্রজাগণ তাহার নিগ্রহে জর্জ্জরিত। কাহার এক খাজনা দুইবার আদায় করা হইত—কাহার হালগরু বিক্রয় করিয়া লওয়া হইত। ভৃত্যগণ নিয়মিতরূপে বেতন পাইত না—কাহারও ছয় মাস, কাহারও এক বৎসর বেতন পড়িয়া থাকিত। চাহিলে বাবুর নিকট গালি খাইত। এইরূপে তাহারাও বাবুর প্রতি জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্‌ হইয়াছিল। তাহারা অনেক সময় বাবুর প্রাণবিনাশে উদ্যত হইয়াছিল, কেবল তর্কালঙ্কার মধ্যে পড়িয়া বাবুকে রক্ষা করিত। তর্কালঙ্কারের মৃত্যুতে তাহাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের পথ সুপ্রশস্ত হইয়াছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে গুপ্ত পরামর্শ করিতেছে, আর সুযোগ খুঁজিতেছে।

রাধাকিশোর বাবু সৎকার্য্যে ব্যয়কুণ্ঠ, কিন্তু অসৎকার্য্যে এক টাকার যায়গায় দশটাকা অম্লানবদনে ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি শুনিলেন করিম সেখের স্ত্রীটি দেখিতে সুশ্রী, বয়স অল্প, বেশ অহ্লাদে আমুদে। তাহাকে আনিবার জন্য, যত টাকা লাগে ক্ষতি নাই, লোক পাঠাইলেন। করিম সেখের প্রজা ও পাইক ছিল। সে বাটীতে আসিলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধে অস্থির হইল। সে বাবুর বাটীর দরোয়ান ও চাকরদিগের সহিত কি ষড়্‌যন্ত্র করিয়া আসিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, রাধাকিশোর বাবু নিদ্রিত। জনকয়েক দস্যু তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিল। তিনি তাহাদিগের গোলমালে গৃহমধ্যে উঠিয়া বসিলেন। দরোয়ান ও চাকরগণ কার্য্যে উদাসীন, ডাকাইতগণ গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া মার্‌ মার্‌ রবে ভিতরে প্রবেশ করিল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেরে?" একজন দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার বুকের ছাতায় লাথি মারিয়া কহিল, "তোর বাপরে।" তিনি চিৎপাত হইয়া পড়িলেন। অপর কয়েক জন আসিয়া গায়ে মুখে মশাল চাপিয়া ধরিল। রাধাকিশোর বাবু তখন "বাবারে, গেলাম রে, মোলাম রে, ছেড়েদেরে" এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। ডাকাইতেরা কেহ কেহ কহিল—"নর হারি! যেমন কাজ করেছিস্‌, তেমন ফল ভোগ কর্‌।" রাধাকিশোর জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাধাকিশোরের মৃত্যুতে ফুলমালা ও সন্তোষকুমারের দুঃখাভিনয়ের যবনিকার পতন হইল।

তাহাদিগের সংসারের পথ এক্ষণে এক-প্রকার নিষ্কণ্টক হইল ।

সন্তোষকুমারের একটী ভাল চাকরি হইল। সে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দু একখানি চক্‌-চাকড়া করিল। তাহার বিষয় সম্পত্তি ভগবানের কৃপায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফুলমালার একটী পুত্রসন্তান জন্মিল—সোণার চাঁদ ঘর আলো করিল। ফুলমালা মৃদুভাষিণী, কিন্তু তেজস্বিনী। দাসদাসীর প্রতি সতত মৃদু বাক্য প্রয়োগ করিত, কিন্তু তাহাদিগের ত্রুটি হইলে তাঁহার তিরস্কারব্যঞ্জক কটাক্ষপাতে তাহারা ভীত ও সঙ্কুচিত হইত। তাঁহার সুশাসনে গৃহে সুশৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করিত। দাস দাসী ও অতিথি অভ্যাগত গণ তাঁহার গৃহে আহারে পরিতোষলাভ করিত ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইত। ফুলমালা বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, ও সুশীলা থাকায় সন্তোষকুমার তাহার পরামর্শ ভিন্ন কোনও কার্য্য করিত না। ফুলমালা কোন সৎকার্য্যের বাসনা করিলে সন্তোষ-কুমার তাহা আনন্দের সহিত পূর্ণ করিত। ফুলমালার ইচ্ছা অনুসারে সন্তোষকুমার গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিল। তাহার নাম "ফুলমালা পাঠশালা" রাখিল। তথায় বিনা বেতনে গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা পড়িতে পাইত। তাহার যত্নে ও ব্যয়ে গ্রামের স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণ ইত্যাদি সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। ফুলমালা নিজে গ্রামবাসীদিগের বাটীতে পীড়িতের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিত, আবশ্যক হইলে অর্থ সাহায্যও করিত। ফুলমালা ও সন্তোষকুমার তাহাদিগের পিতৃবৎ চিরহিতকারী রামশঙ্কর বাবুর বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাইয়া দেখা করিয়া আসিত। তিনিও তাহাদিগের সুখ সমৃদ্ধিতে আপনাকে যথার্থ সুখী ও ভাগ্যবান্ মনে করিতেন। সন্তোষকুমার ও ফুলমালা দুইটী কৃতজ্ঞতার আদর্শ মানব-প্রকৃতি। তাহারা তাহাদিগের সেই বিপদ্ সময়ের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের তত্ত্ব তল্লাস লইত এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের বাটীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রীর আশীর্ব্বাদ এবং পরিবারস্থ অপর ব্যক্তিগণের প্রীতি ও ভালবাসা গ্রহণ করিত।

শ্রীভুঃ।

———

নারীচরিত।

ইলাইজা বোনাপার্টি।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ৩টী ভগিনী ছিলেন, তন্মধ্যে ইলাইজা আকৃতি ও প্রকৃতিতে নেপোলিয়ানের তুল্যানুতুল্য। সহোদরের মত তাঁহার কর্সিকান্ মুখশ্রী ও তীব্রদৃষ্টি—তাহা তত সুন্দর না হউক, মাধুর্য্য-হীন নহে এবং অধ্যবসায়, আত্মমত-সমর্থন ও গোঁয়ার্ত্তমী বিষয়েও তিনি ভ্রাতার অপেক্ষা কম নহেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে "পুরুষ-মেয়ে" বলিয়া আখ্যা প্রদান করা যায়।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইলাইজার জন্ম হয়। ২০ বৎসর বয়সে ১৭৯৭ সালের ১লা মে ফরাসী সেনাধ্যক্ষ ফিলিয়স্ বাসিওচির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামী তাঁহার অপেক্ষা ১৫ বৎসরের বড় ছিলেন। তাঁহার গুণপনার মধ্যে স্ত্রীলোকের ন্যায় বীণাবাদন করিতে পারিতেন এবং সামরিক পরিচ্ছদের বাহার দেখাইতে ভালবাসিতেন। ১৬ বৎসর কর্ম্ম করিয়া সামান্য কাপ্তেনের পদ মাত্র প্রাপ্ত হন। নেপোলিয়ান তাঁহাকে সেনাপতির যোগ্য বলিয়া আদৌ মনে করিতেন না, সুতরাং তাঁহার মতে এরূপ ব্যক্তির পদোন্নতি হওয়া উচিত নয়।

১৮০৫ সালে নেপোলিয়ান টস্কানীর অন্তঃপাতী পাইওম্বিনো প্রদেশ ফ্রান্সের অধীনস্থ করিয়া একটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংগঠন করিলেন এবং ভগিনী ইলাইজাকে তদুপরি রাজ্ঞীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সুতরাং তাঁহার স্বামীও রাজা নামে অভিহিত হইলেন। এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার। রাজ্ঞী ইহাদিগকে সুশাসনে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। দেশবাসী ফ্লোরেন্টীন, লম্বার্ড ও রোমান সম্ভ্রান্ত পরিবারেরা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বাহ্য বিলাসিতার চাকচিক্যে আপনাদিগের দারিদ্র্য ঢাকিয়া আলস্যে কাল কাটাইতেছিলেন। ইলাইজা তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য জানিয়া অগ্রাহ্য করিলেন এবং কর্ম্মক্ষম নূতন মন্ত্রী সকল লইয়া এক রাজসভা সংগঠন করিলেন। লক্কার প্রাচীন পরিবারের একব্যক্তি (গিরোলেমো লাটসিনি) হাইচেম্বার্লেন বা প্রধান গৃহাধ্যক্ষ হইলেন, তিনি ফরাসী কর্ম্মচারী ও ইটালীয় কুলীন। ইলাইজা স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্য প্রভাবে অল্প-কাল মধ্যে "ইটালীর সেমিরেমিস" নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার স্বামী কোনও রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। পত্নীর খামখেয়ালিতেও বাধা দিতেন না; তিনি রাজ্যের সামান্য প্রজার ন্যায়

থাকিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। নেপোলিয়ন-পত্নী জোসেফাইনের চরিতাখ্যায়ক আব্রিলান ইলাইজাকে লঘুচরিত্রা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এরূপ বলিবেন কিছুই আশ্চর্য্য নহে ; কারণ যোসেফাইনের সহিত নেপোলিয়নের কোন ভগ্নীরই সম্প্রীতি (বনিবনাও) ছিল না। যাহাহউক লকার সিসাথির নামক এক ব্যক্তি ইলাইজার প্রধান প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজ্ঞী তাহাকে প্রথমে আপনার অশ্বাধ্যক্ষ করেন, পরে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বা সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া অনেক উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে ধর্ম্মসমাজ সকলের ধন লুণ্ঠন করিয়া বার্ষিক ৪০,০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা তাঁহার পেনসনরূপে ধার্য্য করেন। ইলাইজা রাজস্বের আয় অল্প বলিয়া অনুযোগ করাতে নেপোলিয়ন উহাকে ২।৩ লক্ষ টাকা আয়ের (টস্কানির) এক ভূখণ্ডের অধিকারিণী করেন এবং অর্দ্ধলক্ষ টাকা আয়ের পারিসের এক গৃহ তাঁহাকে দান করেন। ইলাইজা অকৃতজ্ঞ নন, উপকারী ভ্রাতার গুণগৌরব বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদের সম্মুখে নেপোলিয়নের স্মরণার্থ এক কীর্ত্তিস্তম্ভের কল্পনা করেন। তাহার তলদেশে নীল, পো, ডান্যুব ও বিষ্টুলা এই চারি নদী প্রবাহিত হইয়া নেপোলিয়নের আবুকায়, মেরেঙ্গো, অষ্টার্লিট ও জেনা এই চারিটী মহাবিজয়ের পরিচয় দেয়, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

ইলাইজা সেকেন্দারের মাতা অলিম্পি-যার মত উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন। তিনি যেমন মেধাবিনী, সেইরূপ শ্রমদক্ষা। মন্ত্রিসভায় অধ্যক্ষতা করিতেন, রাজ-কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব লইতেন এবং আপনাকে প্রকৃত রাজক্ষমতাসম্পন্ন দেখিয়া সুখানুভব করিতেন। ইলাইজা রাজ্যের নানা বিভাগের উন্নতিসাধনে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। খনি, বন, ফিসারী, (মৎস্যাদি ধারণ), পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতিতে বিশেষ মনোযোগ করিতেন। স্বয়ং এক দল সুশিক্ষিত সৈন্যও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি নেপোলিয়নকে লেখেন "আত্মীয়তা সূচক পত্র এখানে পাই না ; কিন্তু স্নেহের অপেক্ষা মহত্বই আমাদের বাঞ্ছনীয়।" অর্থাৎ তিনি ভাইবোনের আদর স্নেহ চাহিতেন না, রাজপদোচিত কার্য্য করিয়া তাহার গৌরবেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইলাইজার শাসনকার্য্য-দক্ষতা দেখিয়া নেপোলিয়ান সন্তুষ্ট হন এবং ১৮০৬ সালে মাসা ও কারারা দুই প্রদেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া দেন। প্রসিদ্ধ মার্‌বেল প্রস্তর খনি ইহার মধ্যে ছিল। ইলাইজা মারবেল খনন করাইয়া ইটালির উৎকৃষ্ট কারিকর দ্বারা সম্রাট ও সম্রাট্ পরিবারস্থ সকলের বহুসংখ্যক মূর্ত্তি গড়াইয়া বড় বড় কর্ম্মচারীদিগকে বিতরণ করেন। এইরূপে ১২০০ মার্ব্বেল মূর্ত্তি বিতরিত হয়। এ বিষয়ে নেপোলিয়নের নিকট তাঁহার পত্র :—

"কারার খনি ভাস্কর কার্য্যালয় পরিণ

করিয়াছি। আপনি যাহাদিগকে রাজা করিয়াছেন এবং যে জাতির সুখের জন্য এত ব্যস্ত, তাহাদিগকে উপহার দিবার জন্য চড়ে ও কানোভার আদর্শে বহুসংখ্যক মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। অমরপ্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদিগের হস্তনির্ম্মিত এই কৃতজ্ঞতার স্মৃতিচিহ্ন আমার বিশেষ আনন্দকর।”

ভাই ভগিনী অলিম্পসের দেবদেবীরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিলেন।

রাজ্ঞী ইলাইজা “Academy Nepolian” নামক সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ মঙ্গে, লাপলাস, গিসমণ্ডী প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে লেখক নিযুক্ত করেন। সাহিত্যের ন্যায় ধর্ম্মবিভাগেও কর্তৃত্ব করিতে অভিলাষিণী হন। তিনি লক্কাতে আসিয়া দেখেন—ধর্ম্মসমাজ স্বাধীন। ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য হইল। নেপোলিয়ন পোপ ৭ম পায়সের সহিত যে সন্ধি করেন, তদনুসারে ইলাইজাও কার্য্য করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তিনি ৬০টার অধিক ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। নেপোলিয়নকে লেখেন “সব সন্ন্যাসী বিষয়ী এবং গবর্ণমেণ্টের বিরোধী। এই রক্তশোষক জোঁকের দলকে পেন্সন দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছি।”

টস্কানির (ইটুরিয়ার) প্রতিনিধি রাণী মেরিয়া লাউসা উচ্চাভিলাষিতার জন্য নেপোলিয়ানের বিরাগভাজন হন। নেপোলিয়ান ইটালীর সহিত টস্কানি ভুক্ত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সেনাপতি মিল ১০ হাজার সৈন্য লইয়া ফ্লোরেন্সের এক কটকে প্রবেশ করিলেন, অন্য কটক দিয়া লাউসা পলায়ন করিলেন। ফ্লোরেন্সের সিংহাসন কিছুদিন শূন্য থাকে, পরে ইলাইজা গ্রাণ্ড ডচেস্ উপাধি লইয়া তাহাতে অধিরোহণ করেন। নেপোলিয়ান তথায় সেনেট এবং প্রতিনিধি সভা নিয়োগের জন্য (ইলেক্‌টোরাল) মনোনয়ন-কলেজ স্থাপন করেন, ভাগনী তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করেন। ইহার পর ইলাইজার স্বামীর নাম আর শুনিতে পাওয়া যায় না।

ইলাইজা লক্কার মত টস্কানিতে সুখী হইতে পারিলেন না। ফরাসী কর্ম্মচারীদিগের সহিত তাঁহার অনৈক্য ও বিবাদ হইতে লাগিল। তিনি চান রাজ্ঞী হইতে, কিন্তু তাঁহাকে ‘রাজপ্রতিনিধি’ বই আর কোনও নামে কেহ সম্মান করে না। তাঁহার পীতবর্ণ মুখ, কাল চুল এবং পুরুষোচিত প্রকৃতি দ্বারা তিনি টস্কানদিগকে শাসিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজারঞ্জন করিতেপারেন নাই। তিনি বিনাদোষে আলবানীর কাউণ্টেশকে (ভূস্বামিনীকে) দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত করেন। ফ্লোরেন্সের সম্রান্ত লোকেরা তাঁহার ঘোর বিরোধী হন। তাঁহার বড় অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। এই সময়ে বিপদের উপর বিপদ, নেপোলিয়ান্ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া রুসীয় রণযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইংরাজ ও অষ্ট্রিয়েয়া নিকট শত্রু, তাহারা ফ্লোরেন্স অধিকার না করে, ইলাইজা তজ্জন্য আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হন। তিনি নেপোলিয়ানকে লেখেন, “শত্রুরা টস্কানি অধিকার করিলে

আমি এল্‌বাতে চলিয়া যাইব।" এই সময় মুরাট উত্তর সিসিলির উপর টস্কানি রাজ্যও পাইবার আশায় সসৈন্যে অগ্রসর হন। ইলাইজা পলাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়া অষ্ট্রিয়াতে বন্দীরূপে নীত হন। নেপোলিয়ান ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর যখন ইংরাজ হস্তে বন্দী হইয়া সেণ্ট হেলেনায় যাত্রা করেন, তখন ইলাইজা ট্রিষ্ট নগরে প্রেরিত হন। তিনি ফ্রান্সে যাইতে চান, কিন্তু অষ্ট্রীয় সম্রাট্ তাহাতে অসম্মত হন। যে রোগে নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয়, ইলাইজা সেই রোগে আক্রান্ত হন এবং ভ্রাতার লোকান্তরগমনের এক বৎসর পূর্ব্বে ১৮২০ সালের ৭ই আগষ্ট ট্রিষ্ট নগরে কলেবর পরিত্যাগ করেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার সমাধি হয়।

দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে।

(বিলাপ সঙ্গীত)

মুখে হা অন্ন হা অন্ন!
ভারত হ'য়ে নিরন্ন—
অন্নাভাবে আজ বলিতে কি লাজ!
সোণার প্রতিমা সদাই বিষন্ন।
সারা দেশব্যাপী ভীষণ আকাল,
লক্ষ লক্ষ লোক পথের কাঙ্গাল,
জোটেনা আহার অস্থিচর্ম্মসার,
কে করে নিস্তার বড়ই বিপন্ন!
রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কুরজন—
প্রজাহিতে মতি অতি সুভাজন—
প্রজারক্ষা হেতু কত আয়োজন
করিছেন সদা হ'য়ে প্রসন্ন।
অতি দূরদেশ আমেরিকা হ'তে
আসিতেছে শস্য পূরে সিন্ধু-পোতে,
এ সহানুভূতি অতুল জগতে—
অকাতরে অর্থ দিতেছে অগণ্য!
অন্নাভাবে আজ কোটি কোটি প্রাণ
কালের কবলে করিছে প্রয়াণ!
কোন্ প্রাণে তবে ভারতসন্তান
নিজ মুখে সুখে দিতেছ অন্ন?
এত যে কঠিন—পাষাণ ত গলে,
এত শুষ্ক মরু, সেও ভিজে জলে,
ভিজেনা কেবল তা'র অশ্রুজলে,
ভারতসন্তান এতই জঘন্য?
নিজে খেয়ে যদি তা'য়ে নাহি দিলে,
নরাকারে তবে কেন জনমিলে?
দীন প্রতি যদি দয়া না করিলে,
বৃথা এ জীবন ধর কি জন্য?
যার যে সামর্থ্য—কর অর্থদান,
যে যেখানে আছ ভারতসন্তান,
কোন্ পুণ্য বল দানের সমান?
দানশীল যারা তারাই ধন্য॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

সন্তান-পালন।

পৃথিবীতে সকলের গৃহেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু এরূপ জনক জননী বিরল, যাঁহারা সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে শিশু-পালনোপযোগী শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আমাদিগের দেশে পুরুষেরা বিদ্যোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে এবিষয়ে একটুকু জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোক শিক্ষা-বিহীনতা হেতু তাহার শতাংশের একাংশ জ্ঞানেও বঞ্চিতা থাকেন; অথচ শিশুর জীবনে জনক অপেক্ষা জননীর শিক্ষা ও প্রভাব অধিক কার্য্য করে। উত্তম শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত ছাত্র যেমন উন্নত হয়, উৎকৃষ্ট জননী-পালিত সন্তানও তদ্রূপ সংসারে ভবিষ্যতে সাধু ও মহৎ লোক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। চিরদিনই এই সত্যটী প্রমাণ করিতেছে যে, সমাজে জননীর প্রভাব অসামান্য। সন্তানগণই দেশের আশা, ভরসা ও অলঙ্কার। সমাজের ভাবী উন্নতি ইহা-দিগের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে।

সন্তানের উৎকৃষ্ট শিক্ষাবিধান অতি পবিত্র, মহৎ ও স্ত্রী-জীবনের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। সরল ও পবিত্র প্রাণে ভবিষ্যৎ জ্ঞানের বীজ বপন করা ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুনীতি কণ্টক হইতে তাহা-দিগকে রক্ষা করা জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞতামূলক কঠিন কার্য্য। সন্তানের সুশিক্ষাবিধানে অসমর্থ হইলে, পরমেশ্বর, সমাজ ও সন্তানের নিকট অপরাধী থাকিতে হয়। এ কার্য্যে সুশিক্ষা, গভীর বিদ্যা, জ্ঞান, পরিণামদর্শিতা, সহিষ্ণুতা ও সচ্চরিত্রতার প্রয়োজন। জননীর অধিকাংশ সময় সন্তানের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলেও সম্যক্‌রূপে সে বিষয়ে পূর্ণতা লাভ হয় না। জ্ঞানিগণ অনুপযুক্ত মাতা পিতার জীবনে সহস্রবার ধিক্কার দিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, একজন সুশিক্ষিতা ও চরিত্রবতী জননীর নিকট জগৎ সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী; কারণ তিনি তাঁহার সন্তানের সুশিক্ষার বিধান দ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া যান। বস্তুতঃ, একজন উৎকৃষ্ট জননী সংসারে যে মহৎ কার্য্যের বীজ বপন করিয়া যাইতে পারেন, পুরুষ তাহা পারে কিনা সন্দেহ। জননীর ভালবাসা পবিত্র সঞ্জীবনী শক্তি-প্রদায়িনী। ইহার প্রভাব মনুষ্য-জীবনে নিয়ত কার্য্য করিতেছে; সুতরাং জননীর দৃঢ়, পবিত্র ও চরিত্রবতী হওয়া আবশ্যক।

সন্তানের উপযুক্ত জ্ঞান ও শিক্ষা বিধান করিতে হইলে, মাতা পিতাকে তদ্রূপ জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগী ও সচেষ্ট থাকিতে হইবে; কিন্তু আমরা এ সকল উৎকৃষ্ট ও অত্যাবশ্যক জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিয়া, আত্ম-হত্যা ভীষণ পাপের বীজ সংসারে বপন করিতেছি। এক পুষ্পোদ্যানের মালিক

পুষ্পবৃক্ষের চারিদিকের আগাছাগুলি সময়ে উৎপাটিত করিয়া না ফেলিলে ও সেই বৃক্ষের প্রতি সমুচিত যত্ন না করিলে, তাহা হইতে কখনও সুন্দর সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পের ও উপাদেয় ফলের প্রত্যাশা করা যায় না। জননীও ঠিক্ সেইরূপ যদি শিশু সন্তানরূপ চারাগাছের যথোচিত যত্ন না করেন, তাহার চতুর্দ্দিকের আগাছারূপ অসৎ প্রবৃত্তিগুলি সময়ে উন্মূলিত করিয়া না ফেলেন, তবে শিশুর জীবনরূপ বৃক্ষ অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ বৃক্ষ চিরদিনের জন্য অরণ্যাকীর্ণ হয়, তাহার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ থাকে এবং তাহা সুগন্ধ পুষ্প ও সুস্বাদু ফল দানে কখনই সমর্থ হয় না।

অঙ্কশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং খাতা পত্র রক্ষণে অনুপযুক্ত একটী লোক যদি বণিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, শরীর-তত্ত্ব-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি চিকিৎসকের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়, তবে তাহার ফল যেমন ভীষণ অনিষ্টকর হয়, শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জ্ঞানে সুশিক্ষা লাভ না করিয়া কোনও ব্যক্তি সন্তান-পালনরূপ মহাব্রতে নিযুক্ত হইলে তাহারও ফল ঠিক্ তদ্রূপ ভয়ানক শোচনীয় হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে না। আমরা স্বয়ংই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছি।

জগতে শিশুর নিকট ক্রীড়া সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। দয়াময় পরমেশ্বর শিশুর এই স্বাভাবিক ক্রীড়া-প্রবণতার মধ্যেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নতি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্বাভাবিক ক্রীড়াশীলতা দ্বারা তাহারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালন পূর্ব্বক শারীরিক উন্নতি সাধন করে। খেলার সঙ্গীদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া পরস্পরের সহিত মিশামিশি শিক্ষা করে, এতদ্দ্বারা অজ্ঞাত ভাবে সমাজে মিশিবার প্রণালী অভ্যস্ত হয়। শিশুর এরূপ প্রিয়তম ক্রীড়াকে সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইয়া ক্রীড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইবে। এরূপ শিক্ষা তাহাদের পক্ষে যেমন আনন্দ-প্রদায়ক, তেমনি উপকারী।

আমরা অনেকে শিশুর শারীরিক উন্নতির জন্য যত্ন করি, কিন্তু মানসিক উন্নতির বিষয় একবার চিন্তাও করি না। শিশুর শরীর, মন ও আত্মার উন্নতির জন্য প্রথম হইতে যত্ন না করিলে, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন কিরূপে হইবে? বাল্যজীবন কেবল শিক্ষাবিহীন ক্রীড়াতে নিযুক্ত রাখিয়া, হঠাৎ তাহাদিগকে বিদ্যালয় কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, এ জন্যই ঐ কার্য্যটী তাহাদের পক্ষে এত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় এবং এইরূপ শিক্ষা তাহারা আন্তরিক ঘৃণা ও ভয়ের চক্ষে দেখে। শৈশবাবধি ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দান করিলে আর হঠাৎ তাহাদিগকে এমত বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না এবং এমত সাধনার জিনিষ বিদ্যাকে তাহারা ঘৃণা ও ভয়ের চক্ষে দেখে না।

সন্তানগণকে যে সকল প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক শিক্ষা দান করিতে হইবে, সেই সমুদয় বিষয়ে জননী ও জনককে প্রথম অভ্যস্ত হইতে হইবে। যে সকল বিষয় হইতে পুত্র কন্যাগণকে নিরস্ত রাখিতে হইবে, মাতা পিতাকে সে সকল বিষয় হইতে ক্ষান্ত থাকিতে হইবে; নতুবা শুভ ফলের প্রত্যাশা করা অসম্ভব। জনক জননীর পদে পদে আত্ম-সংযমী, সত্যনিষ্ঠ ও সর্ব্বোপরি সাধু-চরিত্র হওয়া প্রয়োজন। কোন এক যুবক বা যুবতী স্বার্থপর ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি হইলে, তাহার নিজের ত অনিষ্ট সাধন করে; পরন্তু সেই গৃহে দেবোপম শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে স্বার্থপরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফল ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে থাকে। বাক্যে ও কার্য্যে এক হওয়া আবশ্যক। মাতা পিতার স্বীয় স্বীয় জীবনের মধ্য দিয়া শিশুকে অপরের বিপদে সহায়তা, দুঃখে সমদুঃখিতা ও পরোপকারে অনুরাগ শিক্ষা দান করা অতিশয় আবশ্যক।

সন্তানের উচ্চ শিক্ষা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে, তাহারা যাহাতে সচ্চরিত্রতা, ধর্ম্ম-নিষ্ঠতাসহকারে পৃথিবীর কাজে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। সন্তানকে ক্রীড়ার সঙ্গী, ভ্রমণের সাথী ও আমোদের সহযোগী করা কর্ত্তব্য; নতুবা কেবল শাসন করিবার সময়েই জনক জননীর কর্ত্তব্য সাধন করিতে গেলে, সন্তানের ভক্তি ও ভয় থাকিতে পারে না।

শিশুগণকে কেবল তৈয়ারি খেলনা দ্বারা ক্রীড়া করিতে দিয়াই নিরস্ত থাকা অবিধেয়। যে সকল পদার্থ তাহারা স্বয়ং তৈয়ার করিতে পারে, তাহা প্রস্তুত করিবার অভ্যাস করা ও করান বিধেয়; তদ্দ্বারা বুদ্ধি-বৃত্তি বিকশিত ও পরিমার্জ্জিত হয়।

জননী তাঁহার সপ্রেম ব্যবহার ও সচ্চরিত্রতা দ্বারা সন্তানের অবাধ্যতাকে দৃঢ়তাতে, ধৃষ্টতাকে সরলতাতে, আত্মম্ভরি-তাকে স্বাবলম্বনে, বিষণ্ণতাকে চিন্তাশীল-তাতে পরিবর্ত্তিত করিবেন; কোমলতা ও কাঠিন্যযুক্ত ব্যবহারে শিশুর স্বভাব জয় করিবেন; কিন্তু কোনও মনোবৃত্তি একেবারে চাপিয়া মারিবেন না।

আত্ম-নির্ভর শৈশবাবধি শিক্ষা দান করা প্রয়োজন, যেন ভবিষ্যতে তাহারা আত্ম-বলে বলীয়ান্ হইয়া সংসার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে।

হায়! হায়! আমরা অযোগ্য, মাতৃত্ব-পদ গ্রহণ করিয়া সংসার ভারাক্রান্ত ও জীবন কলঙ্কিত করিতেছি মাত্র। এই ভীষণ পাপ অপেক্ষা আত্মহত্যা আমা-দিগের পক্ষে অধিক শোচনীয় নহে। তিনিই ধন্যা জননী, যিনি সন্তানের নিকট কখনও মিথ্যা ব্যবহার করেন নাই বা সন্তানকে কখনও বিপথগামী করেন নাই। সেই জননীই সুখী ও সৌভাগ্যবতী, যিনি সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা যথার্থ মানুষ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

শ্রীবিনোদিনী সেন গুপ্তা।

দস্যু ও রমণী।*

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)।

লেডি কেট ক্যাভেনডিস্ লণ্ডনের গর্ব্বিত সুন্দরীদিগের শিরোমণি ছিলেন। তিনি নিজের সে সৌন্দর্য্যের মূল্য বিশেষ রূপে জানিতেন বলিয়াই সম্ভ্রান্ত পুরুষ-মণ্ডলীর মধ্যে মহিমাময়ী রাণীর মত বিরাজ করিতেন। রূপমুগ্ধ পতঙ্গ যেমন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার নিকট ঘুরিয়া বেড়ায়, পুরুষ-মণ্ডলী সেইরূপ লেডি কেটের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আশে পাশে ঘুরিত ফিরিত। লেডি কেট পুরুষের সুন্দর বেশে ভুলিতেন না; বা রমণীর তীব্র রসনারও ভয় করিতেন না। তাঁহার হাসি যেমন সুধা বৃষ্টি করিত, বাক্যবাণ তেমনি বিষ ছড়াইয়া দিত। তিনি সেই মধুর হাসিতে, সেই তীক্ষ্ণ কথার বাঁধুনিতে শত্রু ও মিত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইতেছিলেন। অথচ তাঁহার নিজের কোনও ব্যবহারের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ তাঁহার পাণিগ্রহণ-প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহারো প্রতি তিনি সদয় হন নাই। তিনি বলিতেন "আমি কি এই সুসজ্জিত বসনকে বিবাহ করিব, অথবা এই সুরভিত সুগন্ধিতে আত্মসমর্পণ করিব? আমি যাহাকে বিবাহ করিব, তাঁহার পুরুষোচিত গুণ থাকা আবশ্যক। সে দেখিতে ভালই হউক বা না হউক, যথার্থ পুরুষ হওয়া চাই।"

এক দিন ১৭৭৫ সালের নবেম্বরের মধ্যাহ্নে লেডি কেট্ একাকিনী লণ্ডন হইতে ডাকগাড়ীতে বাথ নগরে যাইতে-ছিলেন। গাড়ী সেই সুকুমার লঘু দেহ-ভার বহিয়াও অতি ধীরে ধীরে যাইতে-ছিল। পথ নির্জ্জন, বন্ধুর। চালকেরা বোধ হয় অতিরিক্ত মাত্রায় পান করিয়া শকট ধীরে ধীরে চালাইতেছিল। সূর্য্যাস্ত হইতে যায়, তবু তিনি বাথ হইতে কয়েক মাইল দূরে। লেডি কেট্ একেলা গাড়ী মধ্যে অলস ভাবে বসিয়াছিলেন, কেমন একটু তন্দ্রা আসিতেছিল। এমন সময় সহসা এক বিকট চীৎকারে গাড়ী থামিয়া গেল। লেডি কেট্ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, কোনও কারণ বুঝিতে না পারিয়া, গাড়ীর এক পার্শ্বের গবাক্ষ খুলিয়া দেখিলেন গাড়ী হইতে নামিয়া চালক, ও

* ইংরাজ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কার্য্যকলাপের চিত্র ইহাতে সুন্দররূপে অঙ্কিত এবং একটী রমণীর তুলিকায় দেশী রঙে প্রতিফলিত হইয়া বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুকরণ আরম্ভ হইয়াছে। এ সময় ইহার ফলাফলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। বা, বো, স।

দাস দাসীরা ভীতহইয়া, কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে এক ছদ্মবেশী পুরুষ, দুই হস্তে দুই পিস্তল উঠাইয়া দাঁড়াইয়া আছে আর বলিতেছে "শরণাগত হও, নতুবা রক্ষা নাই।"

দস্যু যেমন গবাক্ষ পথে লেডি কেটের সেই সুন্দর মুখ দেখিল, অমনি তাহা-দিগকে ছাড়িয়া, লেডি কেটের প্রতি পিস্তলের লক্ষ্য করিয়া বলিল "এই বার তুমি শরণাগত হও, নতুবা তোমার রক্ষা নাই।"

লেডি কেট্ রোষে ঘৃণায় দস্যুর প্রতি চাহিয়া, চালকদিগকে বলিলেন 'তোমরা বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ, শীঘ্র গাড়ী ছুটাও' এই বলিয়া তিনি আসনে বসিয়া গবাক্ষের পর্দা টানিয়া দিলেন।

দস্যু মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর পুনরায় ছুটিয়া, গাড়ীর দ্বার খুলিয়া, লেডি কেট্‌কে ভদ্রভাবে নামিতে অনুরোধ করিল। লেডি কেট্ অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "আমি কখনও গাড়ী হইতে নামিব না।"

"ম্যাডাম নামিতেই হইবে, নতুবা রক্ষা নাই।"

"কি বলিতেছ! নতুবা তুমি জোর দেখাইবে?

দস্যু সেই সুকুমার চারু দেহলতার প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিল "তাহার কি বেশী আবশ্যক হইবে?

লেডি কেট্ সেই সুন্দর মস্তক উন্নত করিয়া, পুনরায় দস্যুর প্রতি ঘৃণা রোষ-কষায়িত কটাক্ষে চাহিলেন। তিনি যখন তখন সেই রূপ কটাক্ষ তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর প্রতি প্রয়োগ করিতেন।

কিন্তু সে কটাক্ষে কোনই ফল হইলনা। দস্যু সেই ভাবে সহাস্য আননে, টুপী হস্তে, গাড়ীর দ্বার খুলিয়া তাঁহার অবতরণের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। লেডি কেট্ যখন মনে বুঝিয়া দেখিলেন ইহাকে কোনরূপ প্রতিবন্ধক দেওয়া অসম্ভব, তখন ধীরে ধীরে গাড়ীর অপর দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িলেন এবং পথ পার্শ্বে এক ভূপতিত বৃক্ষের উপর বসিয়া পড়ি-লেন, যেন কোনও মহিমাময়ী রাণী নিজের সিংহাসনে বসিয়া নিজের অধিকার গ্রহণ করিলেন।

দস্যু প্রশংসাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। পরে চালকদিগকে গোপনে দুচারিটি কথা বলিয়া, আপন লক্ষ্যের নিকট আসিয়া তাঁহারই পার্শ্বে বসিল।

লেডি কেট্ বিরক্ত ভাবে বলিলেন "আমার অনুমান হয় যে তুমি দস্যু।"

"আপাততঃ আমার ব্যবসা তাহাই।"

লেডি কেট্ ঘৃণার সহিত বলিলেন "কি কুপাই ব্যবসা!"

তিনি যে ভাবে বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল না যে তিনি সমগ্র দস্যুর ব্যবসাকে লক্ষ্য করিয়া সেই কথা বলিলেন, অথবা কেবলমাত্র সেই দস্যুকে লক্ষ্য করিলেন।

দস্যু কোনও উত্তর দিল না। লেডি

কেট্ তখন পুনরায় দস্যুর দিকে ফিরিয়া, দস্যুর মুখাবরণ দেখাইয়া বলিলেন "তোমার ঐ মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া ফেল।"

লেডি কেট্ বিস্মিত হইলেন, কারণ এই কথা বলিবামাত্র, দস্যু আনন্দের সহিত তাহার মুখাবরণ উন্মোচন করিল; এবং তাহার পরিবর্ত্তে একটি সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল আনন, বিকশিত চঞ্চল নয়ন লেডি কেটের প্রতি বিস্ময়ে, অনুরাগে, চাহিয়া রহিল। লেডি কেট সহসা দস্যুর এই আচরণে, অথবা তাহার চক্ষের চাহনিতে লজ্জিত হইয়া নিজের মুখে আবরণ টানিয়া দিলেন, এবং কহিলেন "দস্যু, তুমি কেন আমার গতিরোধ করিতেছ, তোমার যাহা লইবার আছে লও, আমার সারারাত এখানে বসিয়া থাকিবার বাসনা নাই।"

"আমি স্ত্রীলোকের দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করি না, কেবলমাত্র ম্যাডাম একটী সামান্য দ্রব্য ভিক্ষা চাহিয়া লইব, এই পর্য্যন্ত!

লেডি কেট্ তাহার প্রতি আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিলেন "তুমি কি মনে করিয়া বলিতেছ? আমার বোধ হইতেছে যে তুমি সেই নৃত্যপ্রিয় দস্যু, আমরা যাহার কথা শুনিতে পাই, তুমি কি সেই দস্যু?"

দস্যু অতিশয় বিনীত ভাবে বলিল "লেডি! আমি আপনাকে সেরূপ কোনও অসুবিধায় ফেলিব না। আমার ভিক্ষা সামান্য। আমি কেবল এই অতুলনীয় অধর কমলের কোমল স্পর্শ—একটি চুম্বন চাই।"

"দস্যু! তুমি কি দুঃসাহসের কথা বলিতেছ? তোমার ভিক্ষা অমার্জ্জনীয়, আমি কখন তা দিতে পারিব না। এই কথা ঘৃণার সহিত বলিয়া লেডি কেট্ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

দস্যু স্থির ভাবে বলিল "আপনার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, আপনার সম্মতিতে বা আপত্তিতেও আমার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

লেডি কেট পুনরায় কৌতূহলী হইয়া অনিচ্ছার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন:— "দস্যু, তোমার কথার অর্থ কি?"

"আপনি যদি স্বইচ্ছায় সম্মত হন ত পুনরায় নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে যাত্রা করিতে পারিবেন। নতুবা আমি আনন্দের সহিত সেই পর্য্যন্ত আপনার নিকট বসিয়া থাকিব।"

"কিন্তু তুমি কখনও আমার যাত্রায় বাধা দিতে পার না। অথবা আমি সম্মত না হইলে একাকিনী বন্দী করিয়া রাখিতে পার না।"

আমার ত তাহাই ইচ্ছা।

ওঃ তুমি কি অভদ্র লোক, তোমার সহিত আর কথা কহিব না।

আবার ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত লেডি-কেট মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

পুনরায় পাঁচ মিনিট অতীত হই[illegible] লেডি কেট মুখ ফিরাইলেন। দে[illegible]

দস্যু বিস্ময়ে, অনুরাগে, তাঁহার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। লেডি কেটের মুখ লজ্জায় রক্তিম বর্ণ হইল। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "দস্যু! তুমি কত দিন এই প্রকার ব্যবসা চালাইতেছ?"

"বেশী দিন নয় ম্যাডাম।"

অন্য কোনও রমণী কি তোমার এই ভিক্ষা রাখিয়াছে?

দস্যু নির্ভীক ভাবে কহিল "কোন্ কথা? চুম্বনের? সকলেই! যাহাকে আমি অনুনয় করিয়াছি, সেই এ কথা রাখিয়াছে।"

গর্ব্বিতস্বরে লেডি কেট্ বলিলেন "পৃথিবীতে এরূপ কেহ নির্ব্বোধ আছে, তাহা ত আমি জানিতাম না।"

পুনরায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "শোন দস্যু, আমি লেডি কেট্ ক্যাভেন্‌ডিস, এ দেশে আমায় না জানে এরূপ লোক খুব অল্পই আছে। আমি যখন বলিতেছি যে, আমি কখনো তোমার ওরূপ অনুরোধ রাখিব না, তখন কেন আর তুমি বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ?

বিনীতভাবে দস্যু বলিল, "স্বর্গে থাকিলে কি সময় নষ্ট করা হয়?"

গর্ব্বের সহিত লেডি কেট্ বলিলেন "আমি তোমার কথা বুঝিলাম না।"

বুঝিলেন না? যখন আপনি আমার সম্মুখে স্বর্গের পরীর মত বসিয়া আছেন, তখন কি ইহাই আমার স্বর্গ নয়? দস্যুর [illegible]া ভাষা হইতেও নয়নে সুস্পষ্ট রূপে [illegible]সিত হইল।

লেডি কেট্ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন দাস, দাসী, চালকেরা গাড়ীর অপর পার্শ্বে গিয়াছে। সেই উপত্যকার তলে নির্জ্জন পরিষ্কার পথ, পথে জনপ্রাণী নাই। তিনি ভাবিলেন কি করা উচিত। যদিও দস্যুকে তাঁহার কোনও ভয় নাই, সে যতই ভয়প্রদর্শন করুক, তাঁহার কোন ক্ষতি করিবে না, ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু সারা রাত সেই স্থানে থাকা অসম্ভব, অথচ দস্যু মুক্তিদানের কোন চিহ্ন দেখাইতেছে না। সে বলে একটি সামান্য ভিক্ষা। কিন্তু এই দস্যু কে? ওঃ কখন তা হইতে পারে না। সহসা তাঁহার চক্ষু দস্যুর পিস্তলের উপরে পড়িল। পিস্তলটা দস্যুর পার্শ্বে ভূমিতলে অযত্নে পড়িয়াছিল। দস্যু কোনও দিকে না চাহিয়া কেবল মাত্র তাঁহারই মুখের প্রতি চাহিয়াছিল। যদিও লেডি কেট্ পিস্তলকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, কিন্তু দস্যুকে আর দমন না করিলে চলে না। তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটনা আর ঘটে নাই। আশার আগ্রহে হৃদয় পূর্ণ হইল, তিনি মনের ভাব যথাসাধ্য লুকাইয়া বলিলেন:—

দস্যু, তুমি যেমন আমার নিকট সুখে বসিয়া আছ, আমার তেমনি তোমাকে দেখিয়া যন্ত্রণা বাড়িতেছে। তুমি দ্রুতপদে গিয়া এই গাড়ীতে আমার একখানা পুস্তক আছে লইয়া আইস, তাহা হইলে বোধ হয় আমিও ভালরূপে সময় কাটাইতে পারিব।

দস্যু ছুটিয়া সেই আজ্ঞা পালন করিতে গেল। দস্যু যেমন গাড়ীতে প্রবেশ করিল, অমনি লেডি কেট্ পিস্তল দুই হাতে উঠাইয়া লইয়া যথাসাধ্য নিজ হইতে দূরে রাখিয়া দস্যুর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

"দুরাত্মা! এইবার শরণাগত হও, নতুবা আর তোমার রক্ষা নাই।"

দস্যু গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বিস্ময়ে দেখিল অত্যন্ত বিজয়ী ভাবে লেডি কেট্ তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিয়াছে।

ম্যাডাম নিজে সাবধান হও, আমায় মার, ক্ষতি নাই, আপনার নিজের না ক্ষতি হয়। পিস্তলে লক্ষ্য করিবার বিশেষ প্রয়োজন, অনেক সময় অল্পেতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়!

সাহসের সহিত লেডি কেট্ বলিলেন (যদিও তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতেছে) "লক্ষ্য কি দুদিকে একসঙ্গে হয়?"

"তাহাত সত্য!" যদিও তাহার চঞ্চল নয়ন প্রান্তে হাসি খেলিতেছিল, তবু দস্যু এই কথা গম্ভীর ভাবে বলিল :—

দস্যু, এই বার তুমি আমার অধীন। যদি আমার নাম যথার্থ কেট্ ক্যাভেনডিস হয়, তাহাহইলে হয় তুমি আমার আজ্ঞা পালন করিবে. নতুবা তোমার জীবনের আশা নাই।

দস্যু এক পদও সরিলনা, শুধু বিস্ময়ে অনুরাগে সেই সরোষ আরক্তিম মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। লেডি কেট্ পিস্তল হস্তে আরো দু এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এখনো পথ দেখ, আমি তোমায় ধরাইয়া দিব না। তোমার বয়স অল্প, এখনো তোমার ফাঁসির সময় হয় নাই। শীঘ্র তোমার অশ্বে চড়িয়া এস্থান ত্যাগ কর, নতুবা তোমার মরণ নিশ্চয়।"

দস্যু তবুও তেমনি হাস্যপ্রফুল্লনয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

লেডি কেট্ রোষে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "এখনো তুমি শুনিতেছ না। আমি যতক্ষণে পাঁচ গণিব, ততক্ষণে তুমি না পলাইলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়; এখনো বলিতেছি পলাও। তার পর লেডি কেট্ ধীরে ধীরে গণিতে লাগিলেন; সবলে দুই হস্তে পিস্তল উঠাইয়া লক্ষ্য স্থির করিলেন "এক, দুই, তিন—দস্যু! আমার প্রতি ওরূপ ভাবে চাহিও না, আমি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিব না। চার—এখনো পলাইলে না? এ তোমারি কর্ম্মের ফল। পাঁচ, এখনও পলাও, আমি লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িবই। এই কথা বলিয়াই দন্তে অধর দংশন পূর্ব্বক দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দৃঢ়ভাবে তিনি লক্ষ্য ছুড়িলেন। তাহার পর সব নীরব হইল।

লেডি কেট্ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন তাঁহার শত্রু সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া নির্ভীকভাবে হাসিতেছে। সুস্থির ভাবে লেডি কেট্ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ও তোমায় তাহ'লে হত্যা করি নাই।"

গম্ভীর ভাবে দস্যু বলিল, একেবারে

না! পিস্তলে বারুদ ছিল না, সেই জন্ত আঘাত বেশী লাগে নাই।”

পিস্তলে বারুদ ছিল না, এতখন তুমি তাহা জানিতে?

আনন্দের সহিত দস্যু বলিল :—

পিস্তল আমার নিজের, কিন্তু আপনার সেইজন্ত দুঃখিত হইবার কোনও কারণ নাই, আপনি আমায় হত্যা করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আপনার লক্ষ্য অতি সুন্দর!

লেডি কেট্‌ পিস্তল ভুমিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পদতলে দলিত কারতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে কেহ তাঁহার সহিত এরূপ অমার্জনীয় ব্যবহার করে নাই। ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন :—

ওঃ তুমি অসহনীয়, তোমাকে হত্যা করিলেই তোমার উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইত। যদিও তোমাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা আমার আদতে ছিল না—কিন্তু করিলে ভাল হইত। তোমাকে হত্যা করিয়াছি মনে করিয়া যদিও আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম ; ওঃ এখন দেখিতেছি দুরাত্মা দস্যু তোমার মৃত্যুই মঙ্গল। এই প্রকার অসংলগ্ন কথা বলিয়া লেডি কেট্‌ কাঁদিয়া ফেলিলেন!

দস্যুর আনন্দের হাসি মিলাইয়া গেল। তবুও হাসির ছায়া টুকু চক্ষে ভাসিতেছিল। কাতর কণ্ঠে দস্যু কহিল :—

লেডিকেট্‌ ভিক্ষা চাহিতেছি কাঁদিবেন না। এই সুন্দর নয়ন ওরূপে মেঘাবৃত করিলে আমারি মহাপাপ হইবে। আমি বুঝিতেছি ইহা আমার অমার্জনীয় দোষ। কিন্তু আমি আপনার জন্তই—আপনার লক্ষ্যের জন্তই ওরূপ স্থির হইয়া ছিলাম।”

গর্ব্বিত ভাবে চক্ষু মুছিয়া লেডি কেট বলিলেন “আমি বুঝিতেছি দস্যুরা কথনো ভদ্র হয় না, কিন্তু তোমার মত এরূপ নীচ দস্যুর কথা আমি কথনো শুনি নাই। তার পর অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলিলেন তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত, এবং—এবং যে দিন তোমার টাইবরণে ফাঁসি হইবে, আমি তাহা নিশ্চয়ই দেখিতে যাব। তোমার শীঘ্র তাহা হওয়াই উচিত।”

দস্যু বিনীত ভাবে বলিল “আপনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর! এই কথা বলিতেছি বলিয়া আমায় মার্জ্জনা করিবেন। আপনার মুহূর্ত্তের সুখের জন্ত কি আমি মরিতে পারি না? আমার কাছে আপনার নিষ্ঠুরতা যত কঠিন, মৃত্যু তত কঠিন নয়। আমি প্রার্থনা করিতেছি আমায় ক্ষমা করুন।”

এই কথা বলিয়া দস্যু এরূপ ভাবে চাহিয়া রহিল যে আর লেডি কেট্‌ মুখ ফিরাইতে পারিলেন না।

সহসা লেডি কেট্‌ চমকিত হইয়া পথের দিকে চাহিয়া বলিলেন “শোন, উহা কি?”

দস্যু এক মুহূর্ত্ত মাত্র শুনিয়া হাসিয়া বলিল “আপনার ইচ্ছাই শীঘ্র পূর্ণ হইবে। ইহা দ্রুতগামী অশ্বের পদ শব্দ। আমি জানি ইহাতে সেরিফের কর্ম্মচারী আসিতেছে। আমি শুনিয়াছিলাম যে আজ তাহারা এই স্থানে আসিবে।”

লেডি কেট্ অধীর ভাবে বলিলেন "সেরিফ ? তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় তোমায় ধরিবে।"

নিশ্চয়।

"বোধ হয় তারা তোমায় ফাঁসি দিবে।"

দস্যুদিগের ত শেষ পুরস্কার তাহাই।

আগ্রহের সহিত লেডি কেট্ বলিলেন "কেন তাহলে তুমি সময় থাকিতে পলাইতেছ না ?"

ম্যাডাম! এই মাত্র না আপনি বলিলেন আমার ফাঁসি হইলে আপনি সুখী হইবেন ?

লেডি কেট্ পুনরায় রোষে ভূমিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন "তাহলে মরণেই তোমার এত সাধ ?"

"আমার তাহা ইচ্ছা নয়, আমার এই জগৎ সংসার আপনার জন্য সুন্দর মনে হইতেছে। যে সুন্দর জগতে আপনার বাস, আমারো সেই জগতে থাকিতে সাধ হইতেছে!"

অধীর ভাবে লেডি কেট্ বলিলেন "তবে কেন পলাইতেছনা ?"

"তা, লেডি কেট্ আমি কেন পলাইব ? আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা না পাইলে আমার বাঁচিয়া কি সুখ ?"

নীরবতার মধ্যে সেই অশ্বের পদধ্বনি সুস্পষ্টরূপে শ্রুত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে লেডি কেট বলিলেন "আমার মার্জ্জনা পাইলেই তোমার সাধ পূর্ণ হইবে ?"

নির্ভীক দস্যু বলিল "যদি আপনি স্বইচ্ছায় মার্জ্জনা করিলেন, তবে একটি সামান্য দ্রব্য চাহিতেছি। আমি যাহা দস্যুবৃত্তি করিয়া হরণ করিতে চাহিয়াছিলাম, স্বইচ্ছায় সেই সামান্য দানটি আমায় ভিক্ষা দিলে জানিব যে আপনি আমায় যথার্থ মার্জ্জনা করিয়াছেন, তাহা হইলে এই সুখের পৃথিবীতে আমার বাঁচিবার বাসনা হইবে।"

ক্রুদ্ধ স্বরে লেডি কেট্ বলিলেন "আমি কখনো তাহা পারিব না।" তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিলেন, কিছুই দেখা গেল না। নদীর কুয়াসায় পথ, মাঠ, উপত্যকা শুভ্র দেখাইতেছিল। দূরে অশ্ব পদধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। তাহার পর পুনরায় দস্যুর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন দস্যু নীরবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। যদিও দস্যু কোন কথা বলিতেছে না, তথাপি তাহার সেই চক্ষের চাহনিতে অনুরাগ প্রভাসিত হইয়া উঠিতেছে। লেডি কেট্ সেই দৃষ্টি সহিতে পারিলেন না। উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। অশ্বের পদধ্বনি সহসা থামিয়া গেল। নিশ্চয় কর্ম্মচারীরা অতি নিকটে আসিয়াছে, উপত্যকার অপর পার্শ্বে আরোহণ করিতেছে। লেডি কেট্ বলিলেন "এখনও তোমার প্রতিজ্ঞা সেই প্রকার স্থির ?"

"আপনার ক্ষমা ব্যতিরেকে আমি কোনরূপে বাঁচিতে পারিব না।"

ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া লেডি কেট দস্যুর প্রতি চাহিলেন—ধীরে ধীরে

অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলিলেন "এখনও বয়স অল্প, মরিবার সময় হয় নাই, আর ক্ষমাই ত মনুষ্যের ধর্ম্ম।"

যখন দস্যু এই কথা শুনিল সে আর লেডি কেটের প্রতি চাহিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া অন্ধকার বনের প্রতি চাহিয়া রহিল। সহসা নিকটে লঘু পদক্ষেপের শব্দ পাইল, পরক্ষণেই কপোলে কি মধুর কোমল স্পর্শ!

আনন্দের সহিত দস্যু বলিল "লেডি কেট্ এইবার আমার জীবন ধন্য, আমি নিশ্চয়ই বাঁচিতে পারিব।"

লেডি কেট্ আর অপেক্ষা করিলেন না। দ্রুতপদে ছুটিয়া গাড়ীতে উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিল। এইবার আর কেহ তাঁহার যাত্রার বাধা দিল না।

লেডি কেটের মনে অদ্য আর সুখ নাই, নয়ন অশ্রুপূর্ণ। যদিও আজ তিনি এক আমোদের দলে (পার্টিতে) রহিয়াছেন— চারিদিক্ আলোকমালায় প্রভাসিত হইতেছে। পুষ্পের কানে ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায়, তাঁর ভক্তমণ্ডলী তাঁর শ্রবণে নানা মধুর কথা কহিতেছে। তবু আজ লেডি কেটের মনে সুখ নাই কেন? আজ কিছুতেই তিনি সুখী হইতে পারিতেছেন না। লোকের মধুর দৃষ্টি, সেই হাসি, কথা, কিছুতেই তাঁহার মন গলিতেছে না। তাই ক্রমে ক্রমে তাঁর ভক্তবৃন্দ, একে একে সেই বিষণ্ণমুখী দেবীকে ছাড়িয়া অন্য কোনও হাস্যময়ী সুন্দরীর অনুসরণে চলিয়া গেল।

লেডি কেট্ সেই আনন্দ কোলাহল-পূর্ণ দীপালোকে উজ্জ্বল গৃহে বসিয়া আছেন। গৃহের এক পার্শ্বে কোনও সুন্দরী মধুর তানে বাদ্য বাজাইতেছেন, কারো সুললিত কণ্ঠের মধুর গীত ধারা ছুটিতেছে। এত সুখ আনন্দে লেডি কেটের মনে সুখ নাই কেন? যে দিন হইতে তিনি সেই দস্যুকে দেখিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই দস্যুর প্রতিমা তাঁহার পাষাণ হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। যে হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য কেহ অধিকার করে নাই, তাহা প্রথম দর্শনেই দস্যুর চির-অধিকৃত হইয়া গেল। প্রতি দিন তিনি আকুল হইয়া ভাবিতেন "আর কি কখনও সাক্ষাৎ হইবে? আহা যদি একবার—আর একবার সাক্ষাৎ হয়! সে এখন কোথায়, কি করিতেছে, বোধ হয় অন্য কোনও রমণীর নিকট সেই প্রকার ভিক্ষা চাহিতেছে। তা যদি হয় তবে কেন সে তাঁহার প্রতি অমন প্রণয়ভরে চাহিয়াছিল? সহসা লেডি কেটের চিন্তার স্রোত অন্য দিকে ছুটিল "দস্যু তাঁহার নিকট কিছুই নয়, তিনি তাহার জন্য কিছুই ভাবিতেছেন না, সেই দস্যু তাঁহার কথা কেবল মাত্র মনে করিতেছে।"

এমন সময় সহসা তাঁহার চিন্তা সূত্র ছিন্ন করিয়া এক স্থূলকায় পুরুষ কোলাহল করিতে করিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইনি লর্ড উইল্‌ডমোর। লর্ড উইল্‌ডমোর গৃহে প্রবেশ করিয়াই কোনও

সুন্দরীর শ্রবণে দুইটি রহস্য বাণী বলিলেন, কাহারো অলক গুচ্ছ লইয়া নাড়িয়া দিলেন, কাহারো প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। লর্ড উইলডমোর অত্যন্ত অপব্যয়ী পুরুষ, অনেকে তাঁহার নামে নানা কথা বলিত, কিন্তু তাঁহার সেই সুন্দর মুখ, রহস্যপ্রিয় হৃদয়ে সব কথা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া লেডি কেটের মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাসিয়া তিনি অভিবাদন করিলেন।

লর্ড উইল্‌ডমোর অভিবাদন করিয়া বলিলেন "ম্যাডাম, যদি আপনি অনুমতি দেন ত আমার বন্ধু লর্ড চার্লস এক্‌টনের সহিত আপনার আলাপ করাইয়া দি। তিনি আপনার চিত্র দেখিয়া আপনার সহিত পরিচিত হইতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। এই কথা বলিয়া উইল্‌ডমোর একটু বিদ্রূপ ভাবে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন।

লেডি কেট্ মধুর ভাবে হাসিয়া বলিলেন "আপনার বন্ধুর সহিত পরিচিত হইলে আমি অতিশয় সুখী হইব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন লেডি কেট্ হস্ত বাড়াইয়া অভিবাদন করিতে উঠিলেন। সহসা সরমে তাঁহার কপোলে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। সেই তাঁহার কল্পনার সহচর—সেই পথের দস্যু আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়াছেন।

লেডি কেট্ আমার বন্ধু লর্ড চার্লস এক্‌টন।

ম্যাডাম বোধ হয় পূর্ব্বে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

লেডি কেট্ যথাসাধ্য মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন "তাহা হইতে পারে, কত লোকের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইতেছে, সব কথা কি স্মরণ থাকে ?"

তাহা হইতে পারে, কিন্তু লেডি কেট্, আপনি বোধ হয় আমাদের সাক্ষাৎ এত শীঘ্র ভুলিয়া যান নাই।

লেডি কেট্ ভীত হইয়া বলিলেন "ওঃ এ গৃহ কি ভয়ানক গরম, আপনার যদি আমার সহিত কোন কথা থাকে ত একটু মুক্ত বাতাসে চলুন।"

লর্ড একটন বাহু বাড়াইয়া কহিলেন "আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

লর্ড উইল্‌ডমোর সেই ভাবে তাঁহাদের যাইতে দেখিয়া দ্বেষ-মিশ্রিত কটাক্ষে চাহিয়া একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)।

পথিক-সম্ভাষ।

১

ম্লানমুখে দাঁড়ায়ে পথিক !
কি দেখিছ চেয়ে চারি ভিতে ?
এই যে শ্যামল গ্রাম, এত যে স্নেহের ধাম,
এরা কি ডাকেনি তোমা
আসিতে বসিতে ?

২

হেথাকার সান্ধ্য-সমীরণ
দেয়নি কি সুধা ছড়াইয়া ?
গোলাপ যূথিকা বেলা, খেলেনি সৌরভ মেলা,
তোমারে মধুর গীতি
ঢালেনি পাপিয়া ?

৩

স্নেহসিক্ত সরল ভাষায়
নর নারী ডাকেনি তোমারে ?
হেথাকার শিশুগুলি, চারু বাহুযুগ তুলি,
ছোটেনি তোমার কাছে
কোলে যাইবারে ?

৪

তাই তুমি বড়ই একেলা,
প্রাণে জাগে গৃহের স্বপন ?
সেথা আছে গান-গীতি, সেথা আছে স্নেহ প্রীতি,
সেথা আছে মরমের
নন্দন কানন !

৫

সেই, শত বাহু পসারিয়া
কোলে যেতে ডাকিছে তোমায় ?
সেথাকার ফুল ফল, তাপ, বায়ু, মাটী, জল,
সবারি মমতা, তব
পরাণ মাতায় ?

৬

না না পান্থ ! যেওনা ফিরিয়া ;
এখানেও আছে বাড়ী ঘর,
এখানেও সাধ আশা, এখানেও ভালবাসা,
আছে ফুল, আছে শিশু,
আছে নারী নর।

৭

অজানা অচেনা প্রাণগুলি
এক পাশে রয়েছে বসিয়া,
যখন করুণা রাণী, খুলিবে আনন খানি,
এ দূরতা—এ পরতা
যাইবে চলিয়া !

৮

এস পান্থ ! জননীর ছেলে !
এস পান্থ ! ভগিনীর ভাই !
পবিত্র হৃদয়খানি, আমরা দিতেছি আনি,
পবিত্র নয়নে দেখ
এই মাত্র চাই !
জল, বায়ু, শশী, রবি, এক দেবতার সবি,
তুমি আমি "পর" কেন-বুঝিতে না পাই ?
এস পান্থ ! ঘরে এস, স্নেহময় ভাই !

শ্রীমা।

ভক্ত বিল্বমঙ্গল।

অসম সাহস।

(৪২৭ সংখ্যা—১৩০ পৃষ্ঠার পর)।

পূর্ব্বের রবি পশ্চিম সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে, সান্ধ্যগগনের আরক্তিম ছটা, অলৌকিক মাধুর্য্য, ধীরে ধীরে অন্ধকারের ক্রোড়ে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করি-

তেছে, এমন সময়ে সহসা আকাশে মেঘ উঠিয়া সান্ধ্যগগনের সেই গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিল। এখন দেখ, রজনীর অন্ধকার এবং মেঘের অন্ধকার উভয় অন্ধকার একত্রিত, সঞ্চারিত ও ঘনীভূত হইয়া তাহার কৃষ্ণবর্ণছায়া পৃথিবীর মুখের উপর ফেলিয়াছে; বায়ু প্রচণ্ড বেগে স্বন্ স্বন্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে; বিদ্যুতের ঝলনা, বজ্রের কড়কড় এবং বৃক্ষ শাখার মড় মড় শব্দে পৃথিবী কম্পমান হইতেছে; জনপ্রাণী কাহাকেও স্ব স্ব আশ্রয় স্থান হইতে বাহির হইতে দেখা যাইতেছে না; এই ভয়ানক দুর্য্যোগ নিশীথে হতভাগ্য বিল্বমঙ্গল পাশব ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইচ্ছা—নদী পার হইয়া চিন্তামণির নিকট উপস্থিত হইবেন।

বিল্বমঙ্গল নদী পার হইবার জন্য মাঝি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ইতস্ততঃ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইলেন, কিন্তু ঘোর দুর্য্যোগে কাহাকেও পাইলেন না। যে দুই এক জন উপস্থিত ছিল, তাহারা এই ভয়ঙ্কর ঝটিকা মধ্যে নৌকা চালাইতে সাহস করিল না। বিল্বমঙ্গল তাহাদিগকে অর্থলোভ দেখাইলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন, অবশেষে ভর্ৎসন ও পীড়ন পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রাণের ভয়ে কেহ নদী পারে যাইতে স্বীকৃত হইল না। তাহারা ত বিল্বমঙ্গলের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয় নাই যে, জানিয়া শুনিয়া এই ভীষণ ঝটিকা মধ্যে আপনাদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন করিতে সাহসী হইবে। বিল্বমঙ্গল নিরাশ ও ব্যাকুল প্রাণে পাগলের মত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; অন্ধকারে হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গেলেন; পদদ্বয় রক্তাক্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত হইল, তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না। অবশেষে হতভাগ্য বিল্বমঙ্গল একেবারে কামান্ধ ও পাগল হইয়া "হা চিন্তামণি!" "হা চিন্তামণি!" বলিতে বলিতে অন্ধকারময়, তরঙ্গায়িত গভীর নদীগর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও পাপের কুমন্ত্রণার দাসত্ব স্বীকার করিলে মনুষ্য যে কিরূপ পশুত্ব ও পিশাচত্ব লাভ করে, বিল্বমঙ্গল তাহার আদর্শ। নীচ প্রবৃত্তির অনুরোধে বিল্বমঙ্গল আপনার অমূল্য আত্মা ও পবিত্র বিবেককে বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, তাহা স্মরণ করিলে কাহার প্রাণ সেই কৃপাপাত্র হতভাগ্যের জন্য সন্তপ্ত না হয়? বিল্বমঙ্গলের পাপের ভরা এইবার পূর্ণ হইয়াছে—তীব্র অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে আর বিলম্ব নাই, সময়ও অতি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে।

যাহা হউক বিল্বমঙ্গল এইরূপে গভীর অন্ধকার মধ্যে, প্রবল নদীতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে একখানা ভাসমান কাষ্ঠ পাইয়া বহুকষ্টে তাহাকে আশ্রয় করিয়া নদী পার হইলেন। তদনন্তর চিন্তামণির গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। চিন্তামণির গৃহের বহির্দ্বার অবরুদ্ধ ছিল। বিল্বমঙ্গল অনেক

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিলেন, কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিল না। তখন সেই গভীর অন্ধকার মধ্যে বিল্বমঙ্গল প্রাণের আশা ভরসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তামণির গৃহপ্রাচীরে হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন এমন কোন সুবিধা পান কি না যাহার সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভিতরে যাইতে পারেন। অনেকক্ষণ পরে উদ্যান মধ্যস্থিত নারিকেল বৃক্ষের নিকটে প্রাচীরের গাত্রে একটা লম্বমান রজ্জুর স্পর্শ অনুভব করিলেন, তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাচীর পার হইলেন এবং একবারে চিন্তামণির শয়ন-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার শরীর হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল! এরূপ সময়ে বিল্বমঙ্গলের আগমন ঘটনা চিন্তামণির নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ও স্বপ্নবৎ অসম্ভব বোধ হইল।

বিল্বমঙ্গল গৃহে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চিন্তামণি বহুযত্নে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিলেন "বিল্বমঙ্গল! তুমি কি কাল থেকে বাড়ী যাও নাই, আমার চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য কি এখানে লুকাইয়া ছিলে? নতুবা এক্ষণে যেরূপ ভয়ঙ্কর ঝটিকা বহিতেছে, তাহাতে মনুষ্যের গৃহের বাহির হওয়াই অসম্ভব; এরূপ অবস্থায় নদী পার হইয়া আসা কদাপি সম্ভবপর নহে।" এই কথা বলিয়া চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে নানাপ্রকার তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বিল্বমঙ্গল আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত চিন্তামণির নিকটে প্রকাশ করিয়া আপনার হৃদয়ের গভীর প্রণয় জানাইলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় চিন্তামণির বিশ্বাস হইল না।

চিন্তামণি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন বিল্বমঙ্গল সত্যই কি তাহাকে এত ভালবাসে? সত্যই কি তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য এই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে? বেশ্যাহৃদয় কপটতা-পূর্ণ—স্বার্থপরতা ও সন্দেহে জড়িত; সেই জন্য চিন্তামণির মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। চিন্তামণি মনে করিল, বিল্বমঙ্গল নিশ্চয়ই তাহার নিকটে কপট প্রণয় প্রকাশ করিতেছে; নতুবা এত আত্মবিসর্জ্জন, এত প্রগাঢ় প্রণয় বিল্বমঙ্গলের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কিরূপ কাষ্ঠ ধরিয়া ভাসিয়া আসিয়াছ, একবার আমাকে দেখাইতে হইবে।" বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে সঙ্গে লইয়া অবলম্বন কাষ্ঠ দেখাইবার জন্য নদীতটাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চরিত্র পরিবর্ত্তন।

আর ঝটিকা নাই—অন্ধকার নাই। বিদ্যুতের চিকিমিকি, বজ্রের ঘড়ঘড় শব্দ বায়ুর গর্জ্জন, নদীর তর্জ্জন, সব এখন নীরব নিস্তব্ধ হইয়াছে। আকাশে চন্দ্র উদিত হইয়াছে; চাঁদের আলো পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়াছে; নদীজলে সেই জ্যোৎস্নালোক প্রতিফলিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য

বিস্তার করিতেছে। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে সঙ্গে লইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন "এই দেখ, কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে।" চিন্তামণি তাহার নিকট যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ হইতে বাক্য বাহির হইল না। বিল্বমঙ্গল যাহাকে কাষ্ঠ ভাবিয়া আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নদী পার হইয়াছিলেন, চিন্তামণি দেখিল তাহা কাষ্ঠ নয়, কিন্তু মৃত মনুষ্যের দেহ! বাঁশের দোলায় বদ্ধ হইয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, বিল্বমঙ্গল তাহাকে ধরিয়া নদীপার হইয়াছেন। তখন চিন্তামণি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রজ্জু দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বিল্বমঙ্গল প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলেন। চিন্তামণি রজ্জু দেখিবার জন্য নারিকেল বৃক্ষের নিকট যাইয়া ভয়ঙ্কর চিৎকার পূর্ব্বক দশ হাত দূরে পলায়ন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! এত রজ্জু নয়, ভয়ানক অজাগর সর্প! প্রাচীর মধ্যস্থিত গর্ত্তমধ্যে শরীরের অর্দ্ধেক প্রবিষ্ট, অপরার্দ্ধ বাহিরে লম্বমান রহিয়াছে। বিল্বমঙ্গল বহির্ভাগার্দ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। অহো! বিল্বমঙ্গল কি ভয়ানক লোক!!

বিল্বমঙ্গলের অনুষ্ঠিত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া চিন্তামণির হৃদয় স্তম্ভিত হইল। সে বিল্বমঙ্গলকে বলিল 'বিল্বমঙ্গল! তুমি নিশ্চয় পাগল হইয়াছ, নতুবা শবকে কাষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে কেন? সর্পকে রজ্জুভ্রমে আলিঙ্গন করিবে কেন?" বিল্বমঙ্গল বলিলেন "চিন্তামণি! আমি পাগল বটে; কিন্তু আমি কাহার জন্য পাগল? আমি ত পৃথিবীর কোন ধনের জন্য পাগল নই; কেবল তোমারই জন্য পাগল হইয়াছি। তুমিইত আমাকে পাগল করিয়াছ!!!"

যখন ভগবানের কৃপা হয়, তখন অসম্ভব সম্ভব হয়; নরক স্বর্গে এবং ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে পরিণত হয়। যে বৃক্ষে যাহা কখন ফলে না, তখন সেই বৃক্ষে তাহা ফলিতে থাকে। সেই জন্য রাক্ষসী চিন্তামণির মুখ হইতে বৈকুণ্ঠের পবিত্র কথা—পরিত্রাণের অমৃতময় সুসমাচার বাহির হইতে লাগিল। বিল্বমঙ্গলের প্রণয়াসক্ত মুখমণ্ডল, কাতর কণ্ঠ-বচন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল দর্শন করিয়া মোহিত ও বিস্মিত চিন্তামণি গলবস্ত্রা হইয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল "বিল্বমঙ্গল! তুমি আমাকে অমর করিলে। তুমি আমার জন্য যে গভীর প্রেমসিন্ধু হৃদয়ে খনন করিয়াছ— যে অনুপম প্রণয় আমায় দিবে বলিয়া ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়াছ, যদি তাহা হরিপদে সমর্পণ কর, তবে তুমি পরিত্রাণ পাইবে। তোমার ইহকাল ও পরকালের সদ্গতি হইবে। আমি এই গভীর প্রেমের যোগ্যাপাত্রী নই। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ, বিল্বমঙ্গল! তুমি এই প্রেম হরিপদে সমর্পণ করিয়া চরিতার্থ হও।"

চিন্তামণি অপবিত্রা সত্য, বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা আপনার চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়াছে

বটে, কিন্তু এখানে যে অদ্ভুত দেবত্ব, অপূর্ব্ব বীরত্ব এবং স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল, তাহা জগতে অতুলনীয়। বারবিলাসিনী চিন্তামণির এই জীবন্ত উপদেশ বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গলকে নবজীবন প্রদান করিল। সেই জন্য ভাবিতেছি চিন্তামণিকে কি বলিব? চিন্তামণি দেবী না রাক্ষসী? অথবা ইহা ভগবানের বিচিত্র লীলা, ক্ষুদ্রমতি আমি তাহার মর্ম্ম কি বুঝিব?

চিন্তামণির উপদেশ-বলে বিল্বমঙ্গলের মোহ বন্ধন ছিন্ন হইল; আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলিত হইল; প্রাণের মধ্যে আত্মগ্লানির জলন্ত বহ্নি জলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া তিনি কতদূর মলিন ও মনুষ্যত্ব-হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি গত জীবনের অপবিত্র ঘটনার কথা, শোচনীয় অধঃপতনের কথা একটী একটী করিয়া যত ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রাণ ততই ব্যাকুল হইতে লাগিল। দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইল। বিল্বমঙ্গল কেবল আক্ষেপ করিতে লাগিলেন "হায়! হায়! আমি কি করিলাম; হেলায় এই অমূল্য সময় নষ্ট করিলাম; বৃথায় এই পবিত্র জীবনকে অপবিত্র করিয়া ফেলিলাম। আমার আর নিস্তার নাই; আমি নরকের কীট অপেক্ষাও জঘন্য হইয়া পড়িয়াছি।" এই আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দিব্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইল। বিল্বমঙ্গল সেই মুহূর্ত্ত হইতে চিন্তামণির সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া উদাসীন ভাবে বাহির হইলেন। গৃহদ্বার, আত্মীয় কুটুম্ব সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশে দেশে কেবল হরিনাম গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যে বিল্বমঙ্গল অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া কামমদে প্রমত্ত হইয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন; মেঘের গর্জ্জন, নদীর তর্জ্জন সমুদয় বিঘ্ন বাধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম পূর্ব্বক চিন্তামণির গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, এখন সেই বিল্বমঙ্গল সেই চিন্তামণিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিপদে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। আপনার দুর্ব্বুদ্ধি স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক হরিনাম গান করিতে করিতে নরক কুণ্ড হইতে বাহির হইলেন। হায়! হায়! এত দেখিয়া শুনিয়াও পৃথিবীর হতভাগ্য মনুষ্যদিগের চৈতন্যোদয় হইতেছে না। কত শত মনুষ্য অপবিত্র প্রণয়ের বিনিময়ে আপনার অমূল্য জীবন সংসারের বাজারে বিক্রয় করিতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, আজ হউক্ বা কাল হউক্ এক দিন তাহাদিগকে এই বিল্বমঙ্গলের ন্যায় যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে হইবে! অনুতাপের অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতে হইবে!!

(ক্রমশঃ)।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা।

(৪২৭ সংখ্যা—১২৩ পৃষ্ঠার পর)।

অনেকে মনে করেন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাই একমাত্র উৎসব। কিন্তু রথযাত্রা ব্যতীত জগন্নাথের আরও অনেক প্রকার উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু স্বয়ং জগন্নাথ দেব ত নিজে এক নীলাচল। বিশেষতঃ স্নানযাত্রা আর রথযাত্রাতেই তিনি স্বয়ং গা তোলেন; অন্য যত উৎসব তাঁহার প্রতিনিধি মদনমোহন কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে। চন্দনযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রুক্মিণী-হরণ, রুক্মিণী-বিবাহ, রুক্মিণীর ফুলশয্যা, শিবের বিবাহ ইত্যাদি এই সব উৎসব। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসবের সীমা সংখ্যা নাই। দেউলটী অসংখ্য ঠাকুরে পূর্ণ। কয়েকটি ঠাকুরের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

নারায়ণ, সত্য-নারায়ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সত্যভামা, ভুবনেশ্বরী, পার্ব্বতী, সর্ব্ব-মঙ্গলা, শিশুকৃষ্ণ, গণেশ, ভণ্ডগণেশ, মহাবীর, বটকৃষ্ণ, কালী, শীতলা, ষষ্ঠী, ভগবতী, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ননীচোরা গোপাল, শিব, পঞ্চপাণ্ডব, রামকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ, অনন্ত নাগ, এক হাত মন্দিরে বাইশ হাত ঠাকুর, বিমলা, অন্নপূর্ণা, পাতালেশ্বর শিব, নৃসিংহ অবতার, জগন্নাথ দেবের শ্বশুর ঠাকুর, বালী রাজা, নন্দ, যশোদা, লোকনাথ, বিশ্বেশ্বর, সাধু গণেশ, হনুমান, নিস্তারিণী, পতিতপাবন, রাধা, কৃষ্ণ, নাড়িয়া গোপাল, পাকশালের লক্ষ্মী ইত্যাদি। এক এক ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে এক এক দিন এক একটী উৎসব হয়। গণেশপূজায় মহা ধুমধাম হয়। ষষ্ঠীপূজাতেও মন্দিরে মহা হৈ হৈ পড়িয়া যায়। অনন্তপূজাতেও মন্দিরে মহা আমোদ হয়। রাখী পঞ্চমীতে মহা ধুমধামের সহিত স্বয়ং জগন্নাথ দেবের মস্তকদেশে একটি স্বর্ণরেখা পরান হয়। উল্টা রথের পর জগন্নাথদেব মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে অর্থাৎ রথান্তে যে একাদশী হয়, তাহাকে চক্রবুলা একাদশী কহে। কথিত আছে জগন্নাথদেব আপন পুরী পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বাড়ী গেলে পুরীতে যে সব অনিষ্ট সাধিত হয়, জগন্নাথদেব পুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া সহরের সর্ব্ব স্থানে আপন চক্র ঘুরাইয়া সেই সব অমঙ্গল বিনাশ করেন। এই জন্য ঐ একাদশী তিথিতে চক্র মহা ধুমধামের সহিত বাহির করিয়া সহরের সকল লোকের গৃহে গৃহে ও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরান হইয়া থাকে। জগন্নাথ দেবের মন্দিরে বিমলা দেবীর গৃহে তিন দিন দুর্গোৎসব হয়, তাহাতে পাটাবলী পর্য্যন্ত হয়। কিন্তু এই বলীর পাটা মন্দিরের সিংহ দরজা দিয়া ভিতরে আনিবার নিয়ম নাই। রজনী-

যোগে অতি গুপ্ত ভাবে পিছন প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া উক্ত পূজার পাঁটা ভিতরে আনীত হয় ও বাহির করান হয়। বিমলা দেবীর মন্দিরে এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত মহা ধুমধাম হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)।

পরিপাক-ক্রিয়া।

আমরা যে সমুদয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হই, তাহা-দিগকে খাদ্য কহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ আহার সামগ্রী এবং সমস্ত আহারীয় দ্রব্য হইতেই আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন ও দেহতন্তুর গঠন সম্পাদিত হয়। আমরা প্রত্যহ যে সমস্ত আহার গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা নিম্নলিখিত মতে সাধারণতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে :—

১। শ্বেতসার জাতীয়—যথা, চাউল, আলু, যব, আটা, গম ইত্যাদি।

২। তৈলাক্ত—অর্থাৎ যাহাতে তৈল বা চর্ব্বি বর্ত্তমান থাকে, যথা,—পেস্তা, বাদাম, আকরোট প্রভৃতি।

৩। জল বা অন্যবিধ পানীয়—যথা, জল, ইক্ষুরস, খর্জ্জুররস, তালরস ইত্যাদি।

৪। নানা প্রকার খনিজ পদার্থ যথা, লবণ।

৫। যবক্ষারজান মিশ্রিত—অর্থাৎ যাহাতে অঙ্গার, অম্লজান প্রভৃতি কয়েকটী পদার্থ আছে, যথা—মাংস, ডিম্ব, মৎস্য জাতীয় দ্রব্য সকল।

আমরা যাহাই আহার করি না কেন, তৎ সমস্তই উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত।

এক্ষণে দেখা যাউক আমরা কি করিয়া আহার করি ও সেই সকল আহারীয় দ্রব্যের কত প্রকার পরিবর্ত্তনে এবং কোন্ কোন্ আভ্যন্তরিক যন্ত্রের সাহায্যে শরীরের পুষ্টিসাধনোপযোগী রক্ত, মজ্জা, মেদ নির্ম্মিত হয় এবং কি করিয়াই বা অসার পদার্থ মলরূপে পরিণত হয়।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, যে আমরা আহারীয় দ্রব্য মিশ্রণ করিয়া (অর্থাৎ যেমন অন্নের সহিত ডাল, আলু, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি মিশ্রিত করি) আহার করিয়া থাকি। তাহা হইলে যে যে আহারীয় দ্রব্যে যে যে দ্রব্যগুণ আছে, কতক কতক পরিমাণে তাহা আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। যেমন অন্নের ভিতর শতকরা ৭৮ ভাগ অঙ্গার, ৭ ভাগ যবক্ষার-জান ও ১৪ ভাগ তৈলাক্ত দ্রব্য রহিয়াছে; অড়হর ডালের সহিত ২০ ভাগ যবক্ষার-জান, ৩৬ ভাগ অঙ্গার ও ১৬ ভাগ তৈলাক্ত জাতীয় দ্রব্য রহিয়াছে; আলুর সহিত ২ ভাগ যবক্ষারজান, ২০ ভাগ অঙ্গার ও ৭৪ ভাগ তৈলাক্ত দ্রব্য

রহিয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক খাদ্য দ্রব্যে কতক কতক পরিমাণে প্রায় সমস্ত ঐরূপ রাসায়নিক সামগ্রী রহিয়াছে এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য পৃথক্ বা সংমিশ্রিত ভাবে আহারের সঙ্গে আমাদের শরীরে নীত হইতেছে।

আহারীয় দ্রব্য হস্ত দ্বারা মুখাভ্যন্তরে দিয়া আমরা দন্তের সাহায্যে চর্ব্বণ করি এবং যত কঠিন দ্রব্য হউক না কেন আমরা প্রায় চূর্ণ করিতে সক্ষম। আরও চতুষ্পার্শ্বস্থ পেশী ও জিহ্বা সে বিষয়ে সাহায্য দান করে। আহার করিলে পেশী সকল সঙ্কুচিত হইতে থাকে। কর্ণের নিম্নদেশে আলজিবের পার্শ্বস্থ টন্‌সিল নামক স্থানে এক প্রকার দ্রব্য সর্ব্বদাই নিহিত আছে। দ্রব্যটি স্বচ্ছ, নির্ম্মল, কিঞ্চিৎ বোদা ও ক্ষার সংযুক্ত। তাহাকে লালা কহে। কোন আহারীয় দ্রব্য জিহ্বার উপর উপস্থিত হইলেই টনসিল হইতে যথেষ্ট পরিমাণে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। এমন কি কোনও উত্তেজক বা রসনা-তৃপ্তিকর দ্রব্য দর্শনেও লালা নির্গত হইতে থাকে। ২৪ ঘণ্টায় একটী লোকের ২।৩ আউন্স বা এক বা দেড় ছটাক পরিমাণে লালা নির্গত হয়।

আহারীয় দ্রব্য মুখাভ্যন্তরে নীত হইলেই লালা দ্রুতগতি মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ও ঐ দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়। মুখাভ্যন্তরে যে আহারীয় দ্রব্য আসিয়াছে, স্নায়ুই এ বিষয় যেন লালাকে জ্ঞাপন করে। মস্তিষ্কের স্নায়ু যেমন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত শরীরে—এমন কি প্রত্যেক লোমকূপের নিম্ন দেশে, অক্ষি-পত্রেও আছে, তেমনি জিহ্বাতেও অসংখ্য স্নায়ু রহিয়াছে। যে গ্রন্থিতে লালা সঞ্চিত থাকে, স্নায়ু দ্বারা সেই গ্রন্থি উত্তেজিত হয়। আমরা যে আহারীয় দ্রব্যের স্বাদ বুঝিতে পারি, তাহাও ঐ কারণে।

এক্ষণে মুখাভ্যন্তরে নীত লালা কি কি কার্য্য করে দেখা যাউক। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, লালা ক্ষারসংযুক্ত। দন্ত দ্বারা খণ্ডিত দ্রব্যসমূহ লালার সহিত মিশ্রিত হয় এবং তদ্দ্বারা দুইটি কার্য্য সম্পাদিত হয়, (১) লালার ক্ষার সংমিশ্রিত হইয়া ভক্ষ দ্রব্যসমূহ কোমল মাখনের ন্যায় হইয়া যায় ও (২) লালায় শ্বেতসারীয় দ্রব্যসমূহ শর্করায় বা চিনিতে পরিণত হয়। যেমন আলুতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্বেতসারীয় পদার্থ আছে, অতএব আলুকে শর্করায় পরিণত করে। মুখের ভিতর খাদ্য দ্রব্যের এই পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

গলদেশ হইতে দুইটি নলী নিম্নে অবতরণ করিয়াছে, একটীকে অন্ননালী (Œsophagus) ও দ্বিতীয়টিকে শ্বাস-নালী (Windpipe) কহে। অর্থাৎ প্রথমটির দ্বারা ভক্ষ্য দ্রব্যসমূহ পাকস্থলীতে নীত হয় ও দ্বিতীয়টি দ্বারা শ্বাসকার্য্য সম্পাদিত হয়। প্রথমটীর সহিত পাকস্থলীর ও দ্বিতীয়টীর সহিত ফুস্‌ফুসের সংযোগ আছে।

যে স্থানে এই দুইটি নালী আরম্ভ

হইয়াছে, তথায় একখণ্ড অতি পাতলা চর্ম্ম এরূপ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে যে, গলাধঃকরণকালে উহা তৎপার্শ্বস্থ শ্বাস নালীর মুখটিকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ও তাহার উপর দিয়া অন্ননালীতে নরম মাখনের ন্যায় চর্ব্বিত আহারীয় সামগ্রী পিছলাইয়া প্রবেশ করে। অতি দ্রুতগতি আহার করিলে আমরা প্রায়ই বিষম খাইয়া থাকি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে. তাড়াতাড়িতে চর্ম্মটির দ্বারা শ্বাসনালীর মুখটি সম্পূর্ণ আবৃত হইবার পূর্ব্বেই আমরা গলাধঃকরণ করিতে চেষ্টা করি, তাহাতে খাদ্য দ্রব্যের কিয়ৎ অংশ শ্বাসনালীতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। মুখমধ্যে আরও একটী কাণ্ড সাধিত হয়। মুখের যে স্থান হইতে নালী দুইটি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় নাসারন্ধ্রের মুখও অবস্থিত। আহারীয় দ্রব্য গলাধঃকরণকালে তথায়ও প্রবিষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তালুর পশ্চাদ্ভাগস্থ কোমল তালু উত্থিত হইয়া নাসারন্ধ্রের মুখ আবৃত করে এবং সেই কারণেই আহারীয় দ্রব্য নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং আহারীয় সামগ্রী পিছ্লাইয়া অন্ননালীতে প্রবেশ লাভ করিয়া বিনা বাধায় ছেদক পেশী (বক্ষোদর পৃথক্কারক পেশী) ভেদ করিয়া সটান পাকস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎকালে অন্ননালীর পেশীসমূহও কুঞ্চিত হইয়া এ বিষয়ে সাহায্য করে।

এক্ষণে দেখা যাউক লালা মিশ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক শ্বেতসারীয় দ্রব্য শর্করায় পরিবর্ত্তিত কোমল ও পিণ্ডবৎ আহারীয় দ্রব্য পাকাশয়ে কি কি পরিবর্ত্তন লাভ করে ও কোন্ কোন্ যন্ত্র সে বিষয়ে সাহায্য প্রদান করে।

পাকস্থলীর গাত্রে বহুসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে, তাহার মধ্য হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়, এই রসকে পাকাশয়স্থ রস বা পাচক (Gastric juice) কহে। পাচক রস দেখিতে ঠিক্ খড়ের ন্যায় রংবিশিষ্ট, নির্ম্মল, স্ফটিক ও অম্ল গুণযুক্ত, স্বাদ ঠিক গঁদ ভিজান জলের ন্যায় ঈষৎ বোদা, অত্যন্ত অরুচিকর এবং ইহাতে মণ্ডীচরস (Pepsin), জল, লবণ, মিউরিয়েটিক এসিড (Muriatic acid) ও কিয়ৎ পরিমাণ হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড (Hydrochloric acid) থাকে। এই রস ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১০ হইতে ২০ পাইণ্ট পর্য্যন্তও নির্গত হয়। ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীতে নীত হইলে, পাকস্থলীর চতুর্দ্দিকস্থ পেশীসমূহ আপনা আপনি কুঞ্চিত হইতে থাকে এবং সেই কুঞ্চনে ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীর রসের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেশ করিয়া মিশ্রিত হয়। এই সময়ে ক্ষুদ্র অন্ত্রের (Small Intestine) মুখ তথাকার পেশীর কুঞ্চনে বন্ধ থাকে।

পাকাশয়-রসের সহিত মিশ্রিত হইলেই ভুক্ত দ্রব্য অম্লগুণযুক্ত হয়। লালা যেমন শ্বেতসারীয় দ্রব্যসমূহকে শর্করায় পরিণত করে, পাচক রসেরও তদ্রূপ কার্য্য আছে ; তাহা মাংসজাতীয় (যবক্ষারজান-

মিশ্রিত দ্রব্যসমূহ) দ্রব্য সকলকে পরিপাক করে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পাকাশয়-রসে কতক পরিমাণ পেপসিন্ (Pepsin) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে, সেই পদার্থের একটী গুণ এই যে কোনও দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিলে তাহার পচন নিবারণ হয়। তদ্রূপ পাকস্থলীতে নীত ভুক্ত দ্রব্য এই দ্রব্যের সংমিশ্রণে পচিতে পায় না। মাংসজাতীয় দ্রব্যসমূহ রীতিমত পরিপাক হইয়া, কিঞ্চিৎ পাতলা হইয়া পড়ে ও পাকাশয় হইতেই তাহার কতক অংশ শোণিতে পরিণত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়। পাচকরসের আরও কয়েকটি কার্য্য আছে। ইহা অন্তর্লালময় দ্রব্যকে জমাট বাঁধাইয়া দেয়, চর্ব্বিজাতীয় দ্রব্যকে ঈষৎ তৈলবৎ করিয়া ফেলে ও সকল প্রকার pustred দ্রব্যকে দ্রব করিয়া ফেলে। পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্যের এই পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

কিছু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ক্ষুদ্র অন্ত্রের মুখ তথাকার পেশীর কুঞ্চনে বদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই জন্যই পাকাশয়স্থিত সামগ্রী সমূহ ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু বিধাতার এমনই আশ্চর্য্য কৌশল যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পাকাশয়ের কার্য্য শেষ হয়, ক্ষুদ্র অন্ত্রের মুখটী ঐরূপ রুদ্ধ থাকে, এবং পাকাশয়ের কার্য্য শেষ হইলেই অন্ত্রের মুখটি ক্রমে ক্রমে খুলিয়া যায়। পাকাশয় মধ্যে কথিতরূপ পরিবর্ত্তিত ভুক্ত সামগ্রীকে কাইম (chyme) কহে। অর্থাৎ এক প্রকার ঈষৎ ঘন, ধূম্রবর্ণ, জমাট রক্তবৎ তরল ভক্ষ্য দ্রব্য বিশেষ। কাইম এক্ষণে ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিতর—ভুক্ত দ্রব্য ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া অন্ত্ররসের (Succus Tritericus) সহিত মিলিত হইয়া পড়ে। অন্ত্ররস হরিদ্রাবর্ণ ক্ষারযুক্ত, ও অন্তর্লালময় তরল পদার্থ। ইহা অন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া অন্ত্রগাত্রকে সর্ব্বদা আর্দ্র করিয়া রাখে ও তাহাতে পদার্থ সকলের গমনাগমনের সুবিধা হয়। ইহা খাদ্য দ্রব্যেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। ইহা শ্বেতসারের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে, ও চর্ব্বিজাতীয় দ্রব্যকে তৈলবৎ করিতে পারে। পাকাশয়-রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্য দ্রব্য অম্ল-গুণযুক্ত হয়। ইহার সহিত মিশ্রিত হইলে সেই অম্লগুণ নাশ হয়।

এই সময়ে আরও দুইটি রস আসিয়া খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিলিত হয় ও সেই দুইটি রসের দ্বারা আহারীয় দ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হইয়া শোণিতে শোষিত হয়:—(১) পিত্তরস (Bile), (২) ক্লোমরস (Pancreatic Juice)।

পিত্ত যকৃৎ হইতে নির্গত হয়। ইহা গন্ধহীন, হরিদ্রাবর্ণ, ঈষৎ চট্‌চটে, তিক্ত, ও ক্ষারসংযুক্ত। এই রসে আরও কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য লক্ষিত হয়—যথা লবণ, ফস্‌ফেট, লৌহ, তাম্র, চর্ব্বি, কলেষ্ট্রিন্, জল ও ম্যানগেনিজ্। যদিও ইহা দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ, তথাপি বমনকালে

পাচকরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া সবুজ আভা-বিশিষ্ট হয়।

পিত্ত ক্ষুদ্র অন্ত্রস্থিত ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই কয়টি পরিবর্ত্তন আনয়ন করে:—ইহা চর্ব্বিজাতীয় পদার্থকে শোষণোপযোগী করে, দ্রব্যের বর্ণ পরিবর্ত্তন করে ও পচন নিবারণ করে, এবং সাধারণতঃ খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ও শোষণ কার্য্যের সহায়তা করে।

২। ক্লোমরস (Pancreatic juice) ডিয়োডোনমের বাঁকের মধ্যে প্যানক্রিয়াস্ নামক স্থানে অবস্থিতি করে। ইহা ঘোলাটে, ফেনময়, ও ক্ষারসংযুক্ত। ইহাতে কার্ব্বোনেট অব সোডা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। ইহার কার্য্য লালার স্থায় শ্বেতসারী দ্রব্যের উপর অধিক, আরও ইহা দ্বারা অন্ত্রস্থিত যবক্ষারজান সংযুক্ত চর্ব্বিজাতীয় ও খনিজ পদার্থ রীতিমত পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শোষণোপযোগী হয়। ক্লোমরস দ্বারা (কতক পরিমাণে পিত্ত দ্বারাও) পরিবর্ত্তিত খাদ্য দ্রব্য (কাইম) দুগ্ধের সার ভাগ বা সরের স্থায় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়। তাহাকে কাইল (chyle) কহে।

এইরূপে দেখা গেল যে সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য (অর্থাৎ প্রথমোক্ত ৫ শ্রেণীভুক্ত খাদ্য দ্রব্য) লালা, পাকরস, অন্ত্ররস, পিত্ত ও ক্লোমরসের সহিত মিলিত হইয়া নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় ও অবশেষে রীতিমত পরিপাক হইয়া শোষণোপযোগী হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্রে অতি সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় বহুসংখ্যক এক প্রকার সূত্র লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে ভিলাই (Velli) কহে। খাদ্যের শোষণোপযুক্ত অংশ বৃহৎ অন্ত্রে যাইতে না যাইতে উক্ত ভিলাই দ্বারা শোণিতে শোষিত হয়।

বৃহৎ অন্ত্রে—খাদ্য দ্রব্যের শোষণোপযুক্ত অংশ ক্ষুদ্র অন্ত্রে ভিলাই দ্বারা শোণিতে শোষিত হইয়া, হরিদ্রাবর্ণ জলীয় পদার্থ রূপে বৃহৎ অন্ত্রে প্রবেশ করে। বলা বাহুল্য যে, ক্ষুদ্র অন্ত্রের চতুর্দ্দিকস্থ পেশীর কুঞ্চনে এই কার্য্য সাধিত হয়। বৃহৎ অন্ত্রমধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে পাককার্য্য সমাধা হয়। বৃহৎ অন্ত্রে এক প্রকার রস সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে বৃহৎ অন্ত্ররস (Secretion of Intestine) কহে। ইহা খাদ্য দ্রব্যকে ঈষৎ পাটল বর্ণে পরিবর্ত্তিত করে। এক্ষণে জলীয়াংশ ও সারযুক্ত দ্রব্যসমূহ অন্ত্রগাত্রে শোষিত হয় এবং অসার পদার্থ মলরূপে পরিণত হয়। জলীয়াংশ শোষিত হইলেই অসার দ্রব্য কঠিন হয়। ইন্ডল নামক এক প্রকার দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া মল দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মলরূপে পরিবর্ত্তিত খাদ্য দ্রব্য শেষে বৃহৎ অন্ত্রের (Rectum) শেষভাগে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথা হইতেই ইচ্ছানুসারে নির্গত হয়। সাধারণতঃ এক ব্যক্তির ২৪ ঘণ্টার ভিতর ৫ হইতে ১০ আউন্স অর্থাৎ ৵১০ হইতে ।৵০ ছটাক পর্য্যন্ত মল নির্গত হয়।

ইলিয়ড।*

প্রথম সর্গ।

(৪১৮-১৯ সংখ্যা—২৩৭ পৃষ্ঠার পর)।

বিবাদে প্রমত্ত দোঁহে দেখি ঘোরতর
উঠিলা তাদের মাঝে নেষ্টর (১) সুধীর,
সেই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গ্রীক্, ওষ্ঠ হতে যাঁর
মধুর সুনীতি-বাণী প্রবাহিত সদা।
পাইলন (২) গণ মাঝে যে ধীর ধীমান্
সুশীল সুকণ্ঠ বাগ্মী বলি ছিলা খ্যাত।
অতি বৃদ্ধ সুপ্রবীণ—ইতিপূর্ব্বে হায়!
দেখেছেন হ'তে গত কালের প্রবাহে
পাইলন গোত্রোদ্ভব পর পর ক্রমে
প্রথম দ্বিতীয় দুই পুরুষ প্রবাহ—
পূর্ব্বে সে অতীত কালে তাঁহার সহিত
একত্রে জনম আর একত্রে পালিত
হ'য়ে ছিল যারা প্রিয় পাইলন ভূমে।
বর্ত্তমানে তৃতীয় পুরুষগণ মাঝে
জ্যেষ্ঠ, রাজ্যেশ্বর। আকিলিস আট্রিডিস
সান্ত্বিতে উভয়ে হৃদয়ে সদ্ভাব, মুখে
কহিছেন ধীরে ধীরে, ক্ষরে বাক্য সুধা—
"সুতীব্র দারুণ শোক গ্রীস ভাগ্যে হায়!
ঘটিল আজি যে এই ভীষণ কলহে।
হে ধীমান্দ্বয়! সর্ব্ব গ্রীকগণ মাঝে
সমরে বীরত্বে শ্রেষ্ঠ—মন্ত্রণা-সভায়
ধীর সুমন্ত্রণা দানে পটু সদা যারা,
সেই তোমা দোঁহা মাঝে সর্ব্বনাশ-কর
এ ঘোর বিরোধ কেন? প্রায়াম (৩) ভূপতি,
সমগ্র ট্রোজান আর পুত্রগণ তাঁর
মহা উল্লসিত! বয়সে প্রবীণ বলি

(১) নেষ্টর—পাইলিয়ান জাতির অধিপতি এবং প্রসিদ্ধ প্রবীণ বক্তা। ইনি কৌরবকুলের ভীষ্মদেবের ন্যায়।

(২) পাইলন—পাইলস্ দ্বীপবাসিগণ।

(৩) প্রায়াম—হেলেনার অপহরণকারী প্যারিসের পিতা ও ট্রয় নগরীর অধিপতি।

* ইলিয়ডের অনুবাদ প্রকাশ কিছুকাল স্থগিত ছিল। তাহার কারণ ইহা পূর্ব্বে কবিবর পোপের ইংরাজী অনুবাদ হইতে ভাষান্তরিত হইতেছিল, তাহা হোমারের ইলিয়ড হইতে অনেক ভিন্ন। লেখিকার যত্ন ও অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ, তিনি অনুসন্ধান করিয়া হোমারের অবিকল ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এক্ষণ হইতে তাহাই বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার পত্রাংশ নিম্নে প্রকটিত হইল :—

"আপনার উপদেশানুসারে Andrew Lang, M.A. Walter Leaf, Litt. D. Ernest Meyers, M. A. এই তিনজন গ্রন্থকার কৃত গদ্যে ইলিয়াডের অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। এই পুস্তক দেখিয়া শ্রীমান্ অ—ইহা গ্রীকের অবিকল অনুবাদ বলিলেন। শ্রীমান্ গ্রীক ভাষায় বিশেষ সুপণ্ডিত। ভরসা করি এবারকার অনুবাদ প্রকাশযোগ্য হইবে।"

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

হে বীরযুগল ! মোর উপদেশ বাক্যে
কর কর্ণপাত। যৌবনসময়ে মোর
অতি পূর্ব্বকালে, যবে তোমা দোঁহা হ'তে
বীরগণে আমি দিতাম সদুপদেশ,
অবজ্ঞায় তারা উপেক্ষা আমার বাক্যে
করে নাই কভু। সত্য, আমি হেরি নাই—
হেরিব না আর হায় ! কভু এ জীবনে,
পেরিয়াস (৪), ড্রাইসাস, মহা তেজস্বান্
কেইয়াস, এক্সাডাস, পোলিমাস আর
থিসিয়াস সম মহা বীরেন্দ্রের দল।
সমগ্র মানবমাঝে সেই বীরগণ
সুবিশাল বপুশালী ছিল মহীতলে।
আছিল যেমন তারা বিক্রমে দুর্জ্জয়,
তেমনি দুর্দ্ধর্ষ মহা বীরগণ সহ
মাতিত নিয়ত সদা সমর-বিপ্লবে।
অবহেলে সেই মহা বীরেন্দ্রের দল,
পর্ব্বত-কন্দরবাসী বন্যজাতিগণে
ক'রে ছিল বীর্য্যবলে সমূলে নির্ম্মূল।
নিশ্চয় এ বর্ত্তমান নরবীরগণ
সেই মহা ধুরন্ধর শূরদল সহ
যুঝিতে কখন নাহি হইত সক্ষম।
এ হেন বিক্রান্ত মহাযোধবৃন্দ হায় !
শুনিত—পালিত মম উপদেশ বাণী।
সেইরূপ তোমা দোঁহে আজি স্থিরচিতে
মোর উপদেশ-বাক্যে কর প্রণিধান ;
উপদেশে প্রণিধান—শ্রেয়স্কর জেনো।
তুমি আট্রিডিস, যদিও হ'য়েছ বৃত
সম্রাট্-প্রধান, কাড়িও না এবে তার
বন্দিনী বালারে, অর্পিয়াছে যারে সর্ব্ব
গ্রীকগণ মিলি, গৌরবের পুরস্কার
বীর আকিলিসে। হে নৃপতি! গ্রহিও না
সর্ব্ব গ্রীকগণ দত্ত এই নারী ধন,
বঞ্চিয়া ও বীরেন্দ্রেরে ন্যায্য অধিকারে।
আর তুমি পিলিয়াস-পুত্র আকিলিস !
দেখিও নহেক হীন মর্য্যাদা সম্ভ্রমে
প্রসন্ন যাঁহার প্রতি দেবরাজ যোভ,
অর্পিলেন যাঁরে শ্রেষ্ঠ রাজশ্রী গৌরব।
সেই নৃপতির সাথে বিরোধ কলহে
হও ক্ষান্ত এবে। মত্ত হয়ে ক্রোধভরে
হে বীরেন্দ্র! করিও না শক্তির বিরুদ্ধে
স্বীয় শক্তির প্রয়োগ। গ্রীকগণ মাঝে
যদিও হে বীর তুমি মহাবীর্য্যশালী,
আর দেবী-গর্ভজাত, পদ-গরিমায়
তথাপি নৃপতি জেনো শ্রেষ্ঠ তোমা হ'তে,
কারণ হয়েন তিনি সম্রাট্-প্রধান।
তুমি আট্রিডিস ! প্রশমহ রোষ তব
দেখহ স্বয়ং আমি যাচি তব কাছে
তেয়াগিতে ক্রোধ তব আকিলিস প্রতি,
হন যিনি সুবিপুল গ্রীক বাহিনীর
দুর্জ্জয় দুর্গের সম এ কাল সমরে"।

শুনি নেষ্টরের বাণী আগামেমনন
রোষ অনুযোগ ভরে করিলা উত্তর :—
"সত্য বটে যা কহিলে প্রবীণ ধীমান্ !
ন্যায়-অনুগত বাক্য ; কিন্তু এই জন
ইচ্ছে এবে হইবারে সবার প্রধান।
দুঃসাহসী চায় দুঃসাহসে হতে আজি
প্রভু-নৃপ, সৈন্যপতি-পতি বিপুল এ
গ্রীক বাহিনীর। জানি আমি কেহ নাই
গ্রীক যোদ্ধ্‌দলে, করিবে যে কর্ণপাত

(৪) পেরিথাস, ড্রাইসাস থিসিয়াস ইত্যাদি—ইহাঁরা সকলে পূর্ব্বকালে গ্রীসের প্রবলপ্রতাপ বীর নামে বিখ্যাত ছিলেন।

আবদারে তার। করেছেন দেবগণ
বীর্য্যশালী তারে, করিতে মোরে হেন
কটূক্তি বর্ষণ!" শুনিয়া নৃপতি-বাণী,
আকিলিস তবে অধীর প্রচণ্ড ক্রোধে
করিলা উত্তর:—"হে দুর্বৃত্ত! যদি আমি
অবিচারে সর্ব্বস্থলে পালিহে তোমার
ন্যায় ও অন্যায় যত আদেশ সকল,
তবে হে বিমূঢ়! ভীরু অপদার্থ বলি
হব অভিহিত। নহে মোর প্রতি কভু
কিন্তু অন্যজনে, প্রভু সম আজ্ঞাদান
করহ দুর্ম্মদ! প্রভুত্ব সাধহ মূঢ়!
অন্য জন পরে, কারণ এখন আর
বীর আকিলিস রহিবে না জেনো ভীরু!
আজ্ঞাবহ দাস তব। শুন শুন এবে
বাক্য আরো মোর, হৃদয়ে সে কথা চির
রাখিও মুদ্রিত জেনো স্থির, তব কিম্বা
আর অন্য কারো সহ বন্দিনীর তরে
হব না নিরত বৃথা বিরোধ কলহে।
তোমাদের দত্ত ধন লইবে তোমরা,
ইথে, আমি আর জেনো নাহি দিব বাধা।
কিন্তু আছে অন্য যত অধিকৃত ধন,
সুসজ্জিত মম চারু তরণীর মাঝে,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোর করোনা পরশ।
জানিও নিশ্চয় যাবে যে মুহূর্ত্তে কেহ
করিবারে হে গর্ব্বিত পরীক্ষা ইহার,
সে মুহূর্ত্তে সমবেত গ্রীক যোদ্ধৃদল
হেরিবে বহিতে তব শোণিতের ধারা
বল্লম আঘাতে মম শত স্রোতোধারে।"

(ক্রমশঃ)।

লজ্জাবতী বসু।

নারী-সুহৃদ্।

(৪২৭ সংখ্যা—১২৬ পৃষ্ঠার পর)।

যে সকল মহাত্মা ব্যক্তির চেষ্টার ফলে বাঙ্গালাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকেই বিদেশীয় লোক। কলিকাতা রাজধানীতে বালকদিগের ইংরাজী শিক্ষার বিধিমত চেষ্টার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদিগের বর্ণজ্ঞান লাভের সূচনা হইয়াছিল। বামাবোধিনীর পাঠিকারা জানেন "ফিমেল্ জুভিনাইল সোসাইটী" নামে এক খ্রীষ্টীয় মহিলা-সমিতি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবালাগণের প্রকাশ্য প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত ইঁহারাই করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের কর্তৃক স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূচনা হইলেও ইঁহারা প্রথমতঃ ভদ্র গৃহের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিতে পারেন নাই। এ দেশীয় তদানীন্তন সংস্কার সকল বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, তাই খ্রীষ্টীয় মহিলাগণের বহু চেষ্টাও প্রথম তিন বৎসর বিফল হইয়াছিল।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বালিকা-বিদ্যালয়ের যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে সমিতির

কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে পরীক্ষক শ্রেণীভুক্ত করিয়া সমীচীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর সমিতির প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া লিখিয়াছিলেন :—"মহিলা-শিক্ষা-সমিতি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাদিগকেও পরীক্ষা করা গেল। তাহাদের পাঠ ও বানান অতিশয় সন্তোষজনক।"

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইহার পর হইতে এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে আসিয়া বালিকাদিগের উন্নতি ও শিক্ষা দানের রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। মধ্যে মধ্যে বালিকাদিগকে সভাবাজার রাজ-বাটীতে লইয়া গিয়া পরীক্ষান্তে পুরস্কার দিতেন ও জলযোগাদি করাইতেন। এই বালিকা-বিদ্যালয়গুলির শ্রীবৃদ্ধি কামনা তাঁহার হৃদয় মনকে এরূপ প্রবল ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, তিনি বিবিধ উপায়ে এই বিদ্যালয়গুলির প্রতি সে সময়ের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষায় বালিকাদিগের অনুরাগ দর্শনে এবং তাহাদের মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ভূরি ভূরি পরিচয় পাইয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, বিদ্যাশিক্ষা স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। তাই তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে লিখিয়াছিলেন :—"যদি এই স্ত্রীশিক্ষাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়, তবে ইহার দ্বারা প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।"

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কেবল বালিকা-বিদ্যালয় পরিদর্শন দ্বারা উৎসাহ বিধান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কেবল পরীক্ষা গ্রহণ কিংবা বন্ধুমণ্ডলীর দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি ইহার জন্য তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তিনি "স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া উক্ত সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকা সমিতি কর্ত্তৃক ১২২৮ সালে (১৮২২ খ্রীঃ) কলিকাতা মিশান মুদ্রাগৃহে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার মুদ্রাঙ্কন ব্যয়ও রাজা স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব কর্ত্তৃক "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামক পুস্তিকা রচনার মূল্য কত, তাহা এখনকার বহু বালিকা-বিদ্যালয়-প্লাবিত বঙ্গদেশ ও কলিকাতা রাজধানীর লোকমণ্ডলী হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এখন বরপক্ষীয়েরা পাত্রী দেখিতে গিয়া কন্যাসম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে পাত্রীর লেখা পড়ার কথাটীও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পাঠ কন্যার পক্ষে বিশেষ একটা প্রশংসার বিষয় নহে, পাত্রী অন্ততঃ এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হইয়া মিডল ভার্ণাকিউলার বা মিডল ইংলিস্ পড়িতেছে শুনিলে প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে। এরূপ স্থলে এই শিক্ষার প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে ইহার উৎপত্তি ও প্রাথমিক উন্নতির ছবি কল্পনা করিয়া তাহার বিঘ্ন বিপত্তির পরিমাণ অনুভব করিতে অতি অল্প লোকেই সক্ষম হন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ সে সময়ের সমাজ-নিষিদ্ধ কার্য্য ছিল এবং ইহার অনুষ্ঠাতাকে গুরুতর সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। বিশেষতঃ ১৮২০।২১।২২ খ্রীষ্টাব্দে লোকসাধারণ স্ত্রীশিক্ষার কোনও রূপ আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। তখনও স্ত্রীলোকগণ পতি-বিয়োগে পশুযূথের ন্যায় ভাগীরথীর উভয় কূলে চিতানলে প্রক্ষিপ্ত ও ভস্মীকৃত হইত—তখনও রমণীর জীবন পুরুষের তুল্য মূল্যে সমাদৃত হওয়ার প্রয়োজনীতা বাঙ্গালীর কল্পনা পথে উদিত হয় নাই।

বাঙ্গালার ও সমগ্র ভারতবর্ষের তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগে নারীজীবনের দুর্গতির ঘোর অন্ধকারে মহামান্য মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিস্মৃতির দিনে "নারী পূজা" ও নারী ভক্তির পরিবর্ত্তে নারী বিসর্জ্জনের দিনে, সেই গভীর ঘন সামাজিক অন্ধকারের মাঝারে রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষতা করিয়া বীরোচিত কার্য্যই করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিবৃত্তে নারী জাতির বিবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিপক্ষতা নিন্দার বিষয় হইলেও—সতীদাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে চেষ্টা করিয়া এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বাধা দিয়া বঙ্গ-সমাজের বিবিধ অকল্যাণ করিলেও, তিনি যে স্ত্রীজাতির শিক্ষা বিধানের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এ জন্য স্ত্রীশিক্ষা-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ।

তিনি যে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থ রচনা এবং নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া উপরি-উক্ত সমিতির নামে প্রচার করাইয়াছিলেন, তাহা হইতে এই বুঝা যায় যে, উক্ত সমিতির কার্য্যকলাপ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাহার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত পরিপোষিত হইলেও, তৎপরে স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক এই স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষতা সাধিত হইলেও, দেশের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও এখনও এক শ্রেণীর লোকের নাসা কুঞ্চন ও বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপের নিবৃত্তি হইল না। ইহার কারণ এই যে, এই শ্রেণীর লোক চিরদিনই মঙ্গলানুষ্ঠানে ভাঙা মঙ্গলচণ্ডীর ন্যায়, রাজ দরবারের ভাঁড়ের ন্যায় সর্ব্ব কর্ম্মে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে চায়। সর্ব্ববিধ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিরকালই এই বিরুদ্ধাচরণের স্রোত চলিবে। তাই রাজা রাধাকান্তের ন্যায়

প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির স্ত্রী-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের এত গৌরবের ব্যাপার। বারান্তরে তাঁহার রচিত গ্রন্থের আলোচনা করা যাইবে।

বিগত শত বর্ষে ভারত-রমণীর অবস্থা। *

বিগত শত বর্ষে ভারত-রমণীর অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইলে প্রভূত চিন্তা, অধ্যবসায় ও নানা প্রদেশীয় রীতি নীতি আচার ব্যবহার বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। আমরা অবরুদ্ধ বঙ্গবাসিনী; সুতরাং বঙ্গরমণীর বিষয়ে আমাদের যেরূপ জ্ঞান থাকা সম্ভব, অন্যান্য প্রদেশীয়া ভারত-রমণীর বিষয়ে সেরূপ থাকিতে পারে না। অতএব আমাদের পক্ষে এ প্রবন্ধ লেখা অতীব দুরূহ—এমন কি অসাধ্য বলিলেও হয়।

বঙ্গবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা শত বৎসর পূর্ব্বে কোন কোন বিষয়ে অতিশয় শোচনীয় ছিল। ঐ সময়ে এতদ্দেশে স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগী একটী মাত্রও স্কুল বা শিক্ষার স্থল ছিল না। এমন কি ঐ সময়ে অধিকাংশ পুরুষদিগের বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্যাশিক্ষা করিলে নারীগণের চরিত্র দূষিত হয়। নারীগণের নিজদিগের বিশ্বাস ছিল যে, যে রমণী বিদ্যাভ্যাস করে, সে নিশ্চয়ই বিধবা হয়। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রতিকূল দেখা যায়, সুতরাং ঐ সময়ে সকলেই স্ত্রীশিক্ষাকে প্রলয়ঙ্করী বোধ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ঐ সময়ে অল্পবয়স্কা বিবাহিতা রমণীগণ শ্বশ্রূ, ননন্দা, প্রতিবেশিনী প্রভৃতি দ্বারা যার পর নাই অন্যায়রূপে শাসিতা হইতেন। এখনও অনেক প্রবীণাকে এরূপ বলিতে শুনা যায় যে, "আমরা বউকালে এক দিনও বিনা চক্ষের জলে অন্ন গ্রহণ করি নাই।" ঐ সময়ে অতি বাল্যকালেই রমণীগণের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত এবং কুলীন-কন্যা ব্যতীত আর সকলকেই শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করিতে হইত; সুতরাং বাল্যকালে পিতা মাতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া এবং আশৈশব অসহ্য গঞ্জনা সহ্য করিয়া ঐ নারীগণের আশ্চর্য্য সহ্য গুণ জন্মিত (যাহা এক্ষণকার রমণীগণ হৃদয়ে ধারণা করিতেও পারেন না)। কিন্তু তাঁহাদের ঐ সহ্যগুণ চিরস্থায়ী হইত না; কারণ তাঁহারা আবার গৃহিণী-পদাভিষিক্তা হইয়া শ্বশ্রূ প্রভৃতির স্থান অধিকার করিলে, তাঁহাদের নববধূদিগকে ঐরূপে অন্যায় শাসন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

* বামাবোধিনীর ৩৯ সাংবৎসরিক পারিতোষিক রচনায় শ্রীমতী মানকুমারী বসুর প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিধায় পুরস্কৃত হয়। ইহা অন্যতম। ইহাতে চিন্তার উপযুক্ত কতক বিষয় আছে বলিয়া প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

বধূশাসন তাঁহাদের কৌলিক প্রথা বা নিয়ম রূপে চলিত।

যাহাহউক যদিও ঐ সময়ে অনেক কুরুচি ও কুনিয়ম ছিল এবং সমাজের অবস্থা অতি হীনভাবাপন্ন থাকায় রমণীগণ চির অশিক্ষিতা অবস্থায় কালাতিপাত করিতেন, তথাপি এ কথা স্বীকার্য্য যে ঐ সময়ের রমণীগণ গৃহকার্য্যে নিরতা, ভক্তিপরায়ণা, ধর্ম্মবিশ্বাসিনী এবং অনেক পরিমাণে নির্ব্বিকার-চিত্তা ছিলেন। লজ্জাশীলতা, নম্রতা, বিনয়, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলিও তাঁহাদের হৃদয়কে বিভূষিত করিয়া রাখিত। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টা থাকিতেন। (যদিও কুলীন মহিলাগণের মধ্যে দুই চারিটী বিপরীত দৃষ্টান্ত শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু একটী সম্প্রদায়ের কয়েকটী ব্যক্তির চরিত্র ধরিয়া সামগ্রিক বিষয় পর্য্যালোচনা করা সঙ্গত নহে।) যাহা হউক ঐ সময়ে অল্প বয়সেই রমণীগণ আদর্শ-স্থানীয়া হইতেন। পূর্ব্বোল্লিখিত গুণগুলি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হইত। সে সময়ে রমণীগণ দেবর, ভাশুর, জ্ঞাতি ও তাহাদের আত্মীয় পরিবার লইয়া একত্র বাস করিতে ভাল বাসিতেন; বহু লোক লইয়া বাস করিতে হইলে যেমন অনেক সময়ে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাঁহাদের তাহাই করিতে হইত। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইতেন না। বরং নির্জ্জনবাসই তাঁহাদের নিকট নির্ব্বাসনস্বরূপ বিরক্তিকর ছিল। মোট কথা এই যে, পঞ্চাশ বা তদধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় রমণীগণের অবস্থা দৃশ্যতঃ অতি হীন হইলেও উহার অভ্যন্তরে একটা পবিত্রতার জ্যোতি প্রতিভাসিত হইত। ঐ অবস্থা আমাদের স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধী সমাজনীতির চক্ষে নিতান্ত অহিতকর ছিল না। তাঁহারা রীতিমত বিদ্যাভ্যাস দ্বারা শিক্ষিত সমাজে সুখ্যাতি লাভ না করিলেও স্ব স্ব উদারতা ও সরলতা গুণে সর্ব্বত্রই আদৃত হইতেন সন্দেহ নাই। যদিও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি হইতে সমাজে ধীরে ধীরে স্ত্রী-শিক্ষা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রায় পঞ্চবিংশ বর্ষ রাজধানীস্থ ও তন্নিকটস্থ ভদ্র স্ত্রীসমাজ চাকচিক্যময় পরিচ্ছদে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া উন্নতিমার্গে দ্রুত পদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি (দৃশ্যতঃ সমাজ অনেক উন্নত ও সংস্কৃত হইলেও) কতকগুলি দোষ ও অভাব ওতপ্রোতভাবে নারীসমাজকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। দোষগুলি এই—যথা, বিলাসিতা, আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, হিংসা, প্রভৃতি। অভাব এই—যথা, লজ্জাশীলতা, ধর্ম্মজ্ঞান ও বিশ্বাস, ভক্তি, ধৈর্য্য, বিনয়, নম্রতা ইত্যাদি। তাঁহাদের আরও একটী বিশেষ দোষ যে তাঁহারা দাস দাসী ব্যতীত আত্মীয় স্বজন লইয়া বাস করিতে ভাল বাসেন না। এতদ্ব্যতীত ঐ রমণীগণ গৃহকার্য্যে নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস সাংসারিক কার্য্য দাসীর

কার্য্য এবং সন্তান প্রতিপালন ধাত্রীর কার্য্য, উহাতে কর্ত্রীর দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহারা আপনাকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। কিসে আপনার সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে, কিসে আপনি দশ জনের নিকট মান্যা গণ্যা হইবেন, এই চিন্তাতেই তাঁহাদের সময়াতিবাহিত হয়। সাংসারিক পরিশ্রম তাঁহাদের নিকট বিষম ব্যাপার। তাহারা বাস্তবিকই গোলাপ ফুলের ন্যায় সাজিয়া গুজিয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। সাংসারিক কার্য্য দাস দাসী কর্ত্তৃক, রন্ধন পরিবেশন রন্ধনী কর্ত্তৃক ও সন্তান-প্রতিপালন ধাত্রী কর্ত্তৃক হওয়াই তাঁহারা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কারপেট, জামা, রুমাল ইত্যাদির দুই চারিটী কারুকার্য্য করিয়া ও ১০।৫ খানি পুস্তক পড়িয়া বা দুই চারিটী কবিতা লিখিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা হইল ভাবিয়া আহ্লাদিত হয়েন। একটু অধিক পরিমাণে শিক্ষিতা হইলেই রাজমহিলার ধরণে আপনাকে সজ্জিত করিয়া আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতে পারিলেই আপনাকে সার্থক-জীবন মনে করেন। সংসারে কি হইল না হইল, একবারও ফিরিয়া দেখেন না। এরূপ দৃষ্টান্ত ধনাঢ্য-গৃহেই প্রায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু নিম্নস্তরেও ইহার অনুকরণ হইতেছে। যাঁহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, যাঁহাদের গৃহিণী-দিগকে স্বহস্তে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহাদের অনেক অনেক নব্যা গৃহিণীকে বলিতে শুনা যায় যে "আর খাটিতে পারি না" "খেটে খেটে ম'রে গেলাম" "এমন সময়টুকু পাই না যে কম্‌ফটারটা বুনি" ইত্যাদি। ঐ সকল রমণী সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দুইটা গলাবন্দ বুনিতে পারিলেই আপনাদিগকে কতই কৃতার্থ মনে করেন! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শিল্প আদরণীয় হইলেও সন্তানের জন্য একটী পিরাণ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইলে তৎক্ষণাৎ খলিপার নিকট সংবাদ দিতে হয়। উহা তাঁহাদের শিল্প-কার্য্য-সীমা-বহির্ভূত। তাঁহারা আপনাদের অবস্থায় বড়ই অসুখী। পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে এ দেশে ত এরূপ দোষ বড় একটা ছিল না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান ভগিনীগণ কেহ শিক্ষিতা, কেহ অর্দ্ধশিক্ষিতা হইয়াও আপনাদের দোষ ও অভাব বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। অবশ্য তাঁহারা চেষ্টা ও ইচ্ছা করিলে আপনাদের দোষ ও অভাব সহজেই দূর করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই। সংসার তাঁহাদের নিকট ক্রীড়াভূমি, কার্য্যক্ষেত্র নহে। তাঁহারা সংসারে আপনাকে মিশাইতে চাহেন না (জানেন না এ কথা কহি না)। একে ধর্ম্ম-জ্ঞান অভাবে হৃদয় নীরস, তাহাতে সংসারে নির্লিপ্ততা হেতু (এ নির্লিপ্ততা কেহ ভগবদ্‌ভক্তি-জনিত নির্লিপ্ততা মনে না করেন) হৃদয় আরও অপ্রশস্ত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহাদের দ্বারা আর সংসারের কোন কার্য্য সম্পাদনের আশা করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ

তাঁহাদিগকে এক এক খানি চিত্রিত ছবি বলিয়াই উপলব্ধি হয়। মানবের সর্ব্বত্র চিরদিন সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবন অতিবাহিত হয় না। সুখদুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। (ঈশ্বর না করুন্) যদি তাঁহাদের দুঃখের অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তবে সেই সংসারানভিজ্ঞা রমণীগণ —যাঁহারা সংসারে সুখ বই জানেন না, পরিণাম ভাবেন না,—তাঁহাদের যে কি দুরবস্থায় পতিত হইতে হইবে, তাহা চিন্তা করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যাহা হউক উহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। বর্ত্তমান সময়ের সহরস্থল অপেক্ষা পল্লীগ্রামের দরিদ্র রমণীগণ অশিক্ষিতা হইলেও অনেক পরিমাণে স্থির, শ্রম-সহিষ্ণু, গৃহকার্য্যনিরতা, নিরলস ও নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট। এ কথায় কেহ মনে না করেন, আমরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। স্ত্রীশিক্ষা যে বিশেষ আদরণীয় ও অত্যাবশ্যক এ কথা আমরা সর্ব্বান্তঃ-করণে স্বীকার করি। তবে ইহাও বলি যে, স্ত্রীশিক্ষার সহিত স্ত্রী-সমাজ হইতে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি যদি অন্তর্হিত না হয়, তবে সে শিক্ষা বিশেষ সুখের হইবে না। কারণ শিক্ষা কার্য্যে পরিণত না হইলে সে শিক্ষা বৃথা শিক্ষা এবং শিক্ষিত উন্নত সমাজে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক সাধারণে তাহারই অনুকরণ করে। সুতরাং শিক্ষিত সমাজ দোষ-বর্জ্জিত না হইলে, সাধারণ সমাজ কিরূপে বিশুদ্ধ হইবে? এ কারণ প্রথমতঃ উন্নত শিক্ষিত সমাজ সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। তাহাহইলেই অন্যান্য সমাজের উন্নতির আশা করা যাইবে।

আমরা বঙ্গরমণীর বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে উপসংহারে দুই একটী কথা বলিয়া নিরস্ত হইব। বঙ্গরমণীর বিষয় বলিতে গিয়া আমরা সত্যের ও ন্যায়ের অনুরোধে অনেক অপ্রিয় কথা বলিয়াছি। সুতরাং উহাতে কেহ সাম্প্রদায়িক দ্বেষ বিবেচনা না করেন। যদিও শিক্ষিত উন্নত সমাজে কয়েকটী আদর্শ রমণী দেখা যায় এবং তাঁহাদের কতকগুলি দৃষ্টান্ত অনুকরণ-যোগ্য, তথাপি এরূপ আদর্শ পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট কোন কষ্টি-পাথর নাই। বিশেষতঃ আদর্শ রমণীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় সাধারণ নারীগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইয়াছে। শেষ কথা বঙ্গবাসিনী ভগিনীগণের প্রতি নিবেদন এই যে, প্রাচীন কালে বা বর্ত্তমান কালে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যে সমুদায় শিক্ষিতা রমণী নিজ যশঃসৌরভে দিগ্‌দিগন্ত সৌরভিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, সমুদায় শিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতা ভগিনী-গণ সাধ্যমত তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন-পূর্ব্বক আপনাদিগকে যশস্বিনী ও কৃতার্থ করুন। আমরা গৃহে গৃহে গৃহদেবী দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করি।

বঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের রমণীগণও গত বঙ্গ শতাব্দিতে সে শিক্ষা সম্বন্ধে

অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন ডাক্তার আনন্দবাই যোশী, রমাবাই প্রভৃতি ইহার জলন্ত প্রমাণ। এক্ষণে কুসংস্কার অনেক পরিমাণে বিদূরিত হওয়ায় স্থানে স্থানে স্ত্রী স্কুলে ও কলেজে অনেকে শিক্ষিত হইতেছেন। অনেক পিতামাতা কন্যার শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। এমন কি শিক্ষার জন্য কন্যাকে দেশ বিদেশে প্রেরণ করিতেছেন। যাহা হউক ভারতের মধ্যে বঙ্গ এক্ষণে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের শীর্ষস্থানীয়। বঙ্গে এক্ষণে জাতি, যুথি, মল্লিকা, গোলাপফুলে উদ্যান পরিশোভিত। ভারতের অন্য প্রদেশে হয়তঃ মধ্যে মধ্যে এক একটী গোলাপ প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু আমরা ভক্তিপ্রাণ হিন্দু, আমরা সখের গোলাপ মল্লিকা অপেক্ষা দেবারাধনার উপযুক্ত সৌরভিনী প্রস্ফুটিতা কমলিনী ভালবাসি। তাই প্রার্থনা আমাদের ভগিনীগণ সখের গোলাপ না হইয়া দেবারাধনার উপযুক্ত সৌরভিনী কমলিনী হউন।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী।

ভাদ্দুরে গল্প।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও এক গ্রামে রামধন বসুর বাটী। বসুজ মহাশয় সে কালের বিদ্যা বুদ্ধিতে একালের পল্লবগ্রাহী উপাধিধারী ষটীরাম মেজেষ্টারের অপেক্ষা অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি বাড়ী ঘর করিলেন; জায়গা জমি করিলেন; সংক্ষেপে সর্ব্ব প্রকার কৃতী—স্বনাম-ধন্য-পুরুষ হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা! যেমন তিনি করিয়া গিয়াছিলেন, নানা কারণে সেরূপ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা কিছু রাখিয়া যান, তাহাতে পুত্র কন্যা ও বিধবা ভার্য্যার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয়; বিশেষতঃ সন্তান সন্ততি বেশি নয়—এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র যদু বাবু বড় মানুষের ছেলে। বড় মানুষের ছেলে কে কোথায় ভাল করিয়া লেখা পড়া শেখে? স্কুলে বথামি করিতে করিতে যত টুকু বিদ্যা হইবার হইয়াছিল। তাহাতেই এখন ২০।২৫ টাকার কেরাণী-গিরি করেন। কন্যা হেমপ্রভা কলিকাতার এক বড় মানুষের বউ, বড় মানুষের স্ত্রী। কোলের ছেলেটি লইয়া ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বে আবার ফিরিয়া যাইবেন বলিয়া হেম ২রা ভাদ্র বাপের বাড়ী মাকে ও ভাইকে দেখিতে আসিলেন। মাতা কন্যাকে দেখিয়া আনন্দাশ্রুপাত করিলেন। কন্যাকে পাইয়া পরমাহ্লাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা কন্যাকে যথাসাধ্য ভাল মন্দ খাওয়ান, আদর করেন। একরাত্রে মায়ে ঝীয়ে শুইয়া কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে কন্যা বলিল, "মা একদিন তালের বড়া কর না?" বড় মানুষের বউ, বড় মানুষের

স্ত্রী হইলে কি হয়? সন্তান বড় হইলেও—এমন কি বুড়াবুড়ী হইলেও পিতা মাতার নিকট সন্তান; তাঁহাদিগের নিকট যেরূপ আবদার করিবে, সরল ভাবে সব কথা খুলিয়া বলিবে, এরূপ আর অন্য কাহারও নিকট করিতে বা বলিতে পারে না; বিশেষতঃ খাবার কথা। বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না। হেম তাহাই করিল। বাপের বাড়ী আসিয়া মায়ের নিকট অবাধে খাবার যাহা সাধ, তাহা বলিল।

বসুদের বাড়ীর কাছে ঘোষেদের বাড়ী। ঘোষেদের খিড়কির পুকুরে বসুরাও সরে। পুকুরের পাড়ে এক বৃহৎ তাল গাছ। ভাদ্র মাস, তাল পাকিয়াছে, দিন রাত্রি যখন তখন ধুপধাপ করিয়া পাকা তাল পড়িতেছে। সহসা তলায় কেহ যাইতে সাহস করে না; তাল পড়িলে, লোকে সতর্ক ভাবে গিয়া কুড়াইয়া আনে। হেমের মা ভাবিলেন ঘাটে গিয়া একদিন একটি তাল কুড়াইয়া আনিয়া মেয়েটাকে বড়া করিয়া খাওয়াইবেন। কিন্তু হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইলেন। রাত্রিতে ঘাটে গিয়াছেন। একটি তাল পড়িল। উঁ উঁ করিতে করিতে তাহা কুড়াইয়া আনিলেন। পরদিন কন্যার সাধের জিনিস তৈয়ারি করিয়া খাওয়াইয়া যে তৃপ্তি অনুভব করিলেন, তাহা স্বর্গের অপত্যস্নেহ যাহার অন্তরে আছে, সেই অনুভব করিবে, অন্যে কি বুঝিবে?

পঞ্জিকাকারদের লীলা বুঝা ভার। যে ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, মনসা দেবীর পূজা; যে ভাদ্র মাসে ললিতা সপ্তমী, দূর্ব্বাষ্টমী, তাল নবমী ও অনন্ত চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রত সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই ভাদ্র মাস কি না পুণ্যমাস নয়; তাহাতে বিবাহাদি শুভ কর্ম্ম নাই। অন্য মাসের কথা সুদূরে, পুণ্যমাস আশ্বিন মাস, যে মাসে বঙ্গের প্রধান উৎসব—দুর্গোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই আশ্বিন মাসেই বিবাহ নাই। হেমের মায়ের অনন্ত চতুর্দ্দশী ব্রত। চৌদ্দ বৎসর পরে ইহার ব্যয়সাধ্য উদ্‌যাপন করিলে, ব্রতী বা ব্রতিনীর অনন্ত দেবের কৃপায় স্বর্গ সুখ লাভ হয়। যদ্যপি তাঁহার ইতিমধ্যে মৃত্যুও হয়, তাহাহইলেও পরম লাভ। কথিত আছে যে, এই ব্রতের নিমিত্ত অনন্ত দেব স্বয়ং ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে, শীত ঋতু তাঁহার ডোর ধরিয়া পিছু পিছু পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এই সময় হইতে পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সুতরাং এবম্বিধ বিশ্বাসের অনুসরণ করিয়া আমাদের গিন্নী ভগিনীগণ আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। শ্বশুরবাড়ী থেকে হেম আসাতে রোগা মায়ের বড় ভাল হইল। সে ব্রতের সবই আয়োজন করিতে লাগিল, মাকে হাত নাড়িতে দিল না; তবে দুই একটি কাজ মাও না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হেম ব্রত দেখিল, ইচ্ছা অরন্ধন খাইল, খাইয়া সংক্রান্তির আগে আপনার বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া তথায় বুড়া অরন্ধন করিল।

নীতিরত্ন মালা।

রুজাহং নাথ প্রবলং হি ভেষজং
তমঃ প্রদীপো বিষমেষু সংক্রমঃ।
ভয়েষু রক্ষা ব্যসনেষু বান্ধবো
ভবত্যগাধে ভববারিধৌ প্লবঃ॥ ১

নিবেদন করি, ওহে ব্রহ্ম কৃপাময় ;
তুমিই ঔষধ এক, রোগের সময় ;
তুমিই উজ্জ্বল দীপ আঁধার ভুবনে,
তুমিই প্রশস্ত পথ গহন কাননে ;
তুমিই বিপৎ-কালে পরম আশ্রয়,
তুমিই আত্মীয় জন বিপৎসময় ;
তুমিই এ সুদুর্গম ভব-পারাবারে
একমাত্র তরী আছ পার করিবারে ! ১

সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তচ্চিত্তং যত্তদর্পণম্।
তাবেব কেবলং শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ॥২

সেই ত রসনা, ওরে সেই ত রসনা !
হরিনাম ল'য়ে যার সদাই রটনা।
তাহারেই মন বলি, তাহারেই মন !
যে মন করয়ে শুধু হরির চিন্তন।
সে দুটীরে কর বলি, সে দুটীরে কর,
হরির পূজায় যাহা ব্যস্ত নিরন্তর। ২

অবিদ্যানাশিনী বিদ্যা ভাবনা ভবনাশিনী।
দারিদ্র্যনাশনং দানং শীলং দুর্গতিনাশনম্॥৩

অজ্ঞান যে নাশে সেই বিদ্যা সুলক্ষণা,
ভব-চিন্তা বিনাশে যে, সেই ত ভাবনা ;
দান বলি তারে, যাহা দারিদ্র্য নাশন ;
সেই শীল, যাহে হয় দুর্গতি বারণ ! ৩

গুণৈঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পোঽপি সীদত্যেকো নিরাশ্রয়ঃ।
অনর্ঘমপি মাণিক্যং হেমাশ্রয়মপেক্ষতে॥ ৪

গুণীর যতই গুণ থাক্ অবিরল,
সহায় বিহনে তার নাহি হয় ফল।
স্বর্ণ যদি একবার না হয় সহায়,
পরম অমূল্য মণি শোভা নাহি পায়।৪

উৎপন্নপরিতাপস্য বুদ্ধির্ভবতি যাদৃশী।
তাদৃশী যদি পূর্ব্বং স্যাৎ কস্য ন স্যাৎ ফলোদয়ঃ॥৫

অনুতাপ আসে যবে মানুষের মনে,
যেরূপ তাহার বুদ্ধি হয় সেইক্ষণে,
পূর্ব্বে যদি সেই বুদ্ধি হইত উদয়,
তা হলে সে ফললাভে বঞ্চিত কি হয় ?৫

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাৎ শারীরমৌষধৈঃ।
এতৎ বিজ্ঞায় সামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ॥ ৬

মনোদুঃখ নিবারিবে প্রজ্ঞা বল দিয়া,
দেহ-দুঃখ নিবারিবে ঔষধ সেবিয়া ;
আশ্রয় করিবে এই দুটী মহাবল,
বালকের মত যেন হ'য়ো না বিহ্বল ! ৬

অসহায়ঃ সমর্থোঽপি তেজস্বী কিং করিষ্যতি।
নিবাতে জ্বলিতোঽপ্যগ্নিঃ স্বয়মেব প্রশাম্যতি॥ ৭

সমর্থও হয় যদি তেজীয়ান্ জন,
অসহায় হ'লে তার কি ফল কখন ?
জ্বলুক্ যতই অগ্নি প্রবল হইয়া,
বায়ু না সহায় হ'লে যাইবে নিবিয়া।৭

তেজস্বিনি ক্ষমোপেতে নাতিকার্কশ্যমাচরেৎ।
অতিনির্ম্মথনাৎ বহ্নিশ্চন্দনাদপি জায়তে॥ ৮

তেজস্বীর থাকে যদি ক্ষমাগুণ অতি,
অতীব কর্কশ নাহি হবে তাঁর প্রতি।
অতি ঘর্ষণেতে দেখ শীতল চন্দন
প্রবল অনল রাশি করে উদ্গিরণ। ৮

পঠতো নাস্তি মূর্খত্বং জপতো নাস্তি পাতকম্।
মৌনিনঃ কলহো নাস্তি ন ভয়ং চাস্তি জাগ্রতঃ॥ ৯

মূর্খতা না থাকে সদা পাঠ চর্চ্চা যার,
জপ করে সদা যেই, পাপ যায় তার ;
যেই জন মৌনী, তার কলহ না রয়,
যে জন জাগিয়া রয়, নাহি তার ভয়। ৯

বিলাপ ও সান্ত্বনা।

আহা কি নিঠুর কাল।
নাহি মানে কালাকাল,
অকালে হরিল কাঁর নয়নের মণি,
কেমনে দারুণ শোক সহিবে জননী ?
শোকে তাপে জরজর,
জরাজীর্ণ কলেবর,
নিদারুণ শেল বুকে বিঁধিল শমন।
তার মত নিরদয় কে আছে এমন ?
অকলঙ্ক চাঁদ সম
রূপে গুণে অনুপম
ডিউক এডিনবর্গ—জারের জামাতা,
রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যাঁর স্নেহময়ী মাতা !
সে সোণার চাঁদে আজ
শিরে হানি শত বাজ
জননীর কোল হ'তে কেড়ে নিলি কাল,
দয়া কি হ'লনা তার দেখে বৃদ্ধকাল ?
হারাইয়ে প্রাণপতি
পতিব্রতা সাধ্বী সতী
যূথ-বিরহিত সেই কুররী-মতন
কত শোকভার প্রাণে করিছে বহন !
শূন্যময় এ সংসার,
চারিদিকে হাহাকার !
নিরাশা আঁধার ঘোর ঘেরিয়াছে তাঁয়,
সংসারে সুখের আশা মরীচিকাপ্রায় !
এমনি কালের গতি,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম অতি—
'কালস্য কুটিলা গতি'—শাস্ত্রের বচন,
প্রবল কালের স্রোত কে করে বারণ ?'
গভীর শোকের ভার
সহিতে না পারি আর
করিছে বিলাপ-ধ্বনি জননীর মুখে,
বাজিল বিষম বাজ ভারতের বুকে !
বিশকোটি নরনারী
ফেলিছে নয়নবারি,
হিমালয় হ'তে সেই কুমারিকা পার
ঘরে ঘরে উঠিয়াছে ধ্বনি হাহাকার।
কে জানিত অকস্মাৎ
বিনা মেঘে বজ্রপাত
হইবে জননী শিরে ?—রাজ-রাজেশ্বরী
বহিবেন শোক-ভার আজীবন ভরি !
মানব-জীবন হায় !
জল-বুদ্বুদের প্রায়,
ফুৎকারে উড়িয়া যায় চোখের নিমেষে,
ক্ষণস্থায়ী জলবিম্ব জলে যায় মিশে !
রাজৈশ্বর্য্য পদ মান,
সকলি তৃণ সমান,
অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর দেখা দিয়ে শেষে,
কে জানে কোথায় যায় কালস্রোতে ভেসে !
ভীষণ কাল কবল !
এড়াতে কে পারে বল ?
রাজা প্রজা ধনী দুঃখী নর নারী সব,
কালের শাসন দণ্ডে নির্জীব নীরব !

কেহ আজি কেহ কাল,
এ কি বিধি চিরকাল,
কালের অলঙ্ঘ্য বাঁধ কে করে লঙ্ঘন ?
জনমিলে আছে তার অবশ্য মরণ !
ভুবন-বিজয়ী বীর
তার কাছে নতশির,
ধরা দেন তার করে ধরা-অধীশ্বর,
কাল গর্ব্ব খর্ব্বিবে কে হেন ধুরন্ধর ?
শৌর্য্য বীর্য্য রাজ্য বল,
সব দেয় রসাতল,
কালভয়ে কাঁপিতেছে বিশ্ব চরাচর ;
শিয়রে বসিয়ে সদা শমনের চর !
কেঁদনা ভারতেশ্বরী
মিছে কেন শোক করি
করিছ শরীর ক্ষয় ?—অনিত্য সংসার !
যখন মুদিবে আঁখি সকলি আঁধার !!
সকলি ভোজের বাজি
রঙ্গ মঞ্চে রাজা সাজি
দুদিনের অভিনয়—চিরস্থায়ী নয়,
ধর্ম্মপ্রাণা মাতা তুমি জান সমুদয়।
শমন-দমনকারী
শোক তাপ ভয়হারী,
ভবের কাণ্ডারী যিনি বিপদ্-বারণ,
যাঁহার স্মরণে মৃত্যু করে পলায়ন ;
তাঁহারি শরণ লও,
ও পদে মা মজে রও,
জরা মৃত্যু শোক তাপ থাকিবে না আর,
হৃদয়ে অপার শান্তি পাবে অনিবার॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

হেঁয়ালি।

আমার নাম কি ?

১

অমর দেবতাকুল করি যাহা পান,
তাহার জনম স্থান লোকে যারে কয়,
তাহার নামের সংখ্যা গণি মতিমান্,
পাইবে নামের মম অক্ষর নিচয়।

২

দক্ষ কোপানলে ইন্দু হইয়া পতিত,
শিবের অসাধ্য রোগে জীবনসংশয়,
যে সিন্ধুতে স্নান করি হইলা রক্ষিত,
সে সিন্ধুর নামে মম আদ্য পরিচয়।

৩

কুমুদিনী হয় ম্লান না হেরে যাহায়,
কবিকুল গায় যারে উল্লসিত প্রাণে,
রাহু ভয়ে-ভীত হয়ে পূর্ণ মহিমায়
লভিলা আশ্রয় মম নাম মধ্যস্থানে।

৪

গুণাকর-আদ্য নাম, কবির নায়ক,
যে বিশেষ নামে পৃথু হন অভিহিত,
যে পদে ভূষিত হন বসন্ত গায়ক,
সে উপাধি মম নাম শেষেতে যোজিত।